প্রোফেসর বোসের

অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

প্রোফেসর বোসের

অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ

গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রোফেসর বসু
মহাশয়ের নানাপ্রদেশ-ভ্রমণ সহিত নানাবিধ
বিচিত্র ঘটনা-সম্বলিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

কলিকাতা ;

২০৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মনোমোহন লাইব্রেরী
হইতে প্রকাশিত।

১০ই পৌষ, ১৩০৯ সাল।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

অশেষ ভক্তিভাজন পরম শ্রদ্ধাস্পদ

কবিকুল-তিলক, নাট্যকার-চূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বাবু

মনোমোহন বসু

পিতাঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপদকমলে

এই গ্রন্থ

হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি ও সম্মানের সহিত

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সমর্পিত হইল।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
চরখারি রাজ্য	১
বৃদ্ধ রামতারণ	৬
অপূর্ব্ব দরিদ্রাগার	১১
অভাগিনী কন্যাবিক্রেতা	১৪
ফটিক চাঁদ	১৮
বোয়াল! বোয়াল!! রাঘব বোয়াল!!! ...	২১
ব্রুটাল ফোর্সে মৎস্য শিকার	২৪
ক্ষীরা চোর	২৬
হাঁরে তেনা শালা	৩১
ফটিকচাঁদের বীরত্ব	৩৬
ম্যানেজার সূর্য্যকুমার	৪১
চিরদিন কখন সমান না যায়	৪৭
কাশ্মীর যাত্রা	৫১
রাজদর্শন	৫৫
চিতোর	৬০
গড় তো চিতোর গড় আউর সব গড়িয়া	৬৫
উদয়পুর	৭০
মহারাণা ও রেসিডেন্ট সাহেব	৭৮

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

দার্কাসে দেওয়ালির মেলা ৮৪
বাঙ্গালীর গৌরব ৯০
শালা বাঙ্গালী লোক ছচ্ যাদু জান্তা হায় ৯৯
সর্দ্দার সুজনসিংহ ১০৫
রাউলপিণ্ডির সথের যাত্রা ১১২
বল মা তারা যাই কোথা ১১৭
পেশোয়ার ১২৫
বিপদ বিপদের অনুগামী ১৩৩
সৈন্ধব লবণের পাহাড় ১৪০
প্রহ্লাদ-পুরী ১৪৮
যুদ্ধের অভিযান... ... ... ১৫৪
উজিরিস্থান ও টোচি ভ্যালি ১৫৯
সালেমার বাগ ১৬৮
গুরু দরবার ১৮০
হৃষীকেশ যাত্রা ১৮৫

নারেশ্বর ধাপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক

প্রোফেসর বোসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

বুন্দেল খণ্ডে দুর্ভিক্ষ।

চরখারি রাজ্য।

গুজরাট কাঠিওয়ার রাজ্যের ভাউনগর ও জাম নগরের রাজবাটী এবং জুনাগড়ের প্রসিদ্ধ নবাব-বাড়ী হইয়া ক্রমে বরদা, ইন্দোর ও গোয়ালিয়ারের মহারাজার সম্মুখে আমাদের "গ্রেট বেঙ্গল" সার্কাসের ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া বুন্দেল খণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-গুলিতে যাইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে চরখারি রাজ্যে যাত্রা করি; চরখারি রাজ্য, ঝান্সি মাণিকপুর ব্র্যাঞ্চ লাইনস্থিত "মহোবা" নামক ষ্টেসন হইতে চারি ক্রোশ। জব্বলপুর লাইনের মাণিকপুর জংসন ষ্টেসন হইতে "মহোবা" ৯৬ মাইল এবং ঝান্সি হইতে ৮৫ মাইল মাত্র।

১৮৯৬ সালের ১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যার পর গোয়ালিয়ার ত্যাগ করিয়া দুই ঘণ্টায় ঝান্সি পৌছিলাম—গাড়ী বদলের জন্য আমাদিগকে আর নামিতে হইল না। একখানি ইঞ্জিন আসিয়া অশ্ব ও সমস্ত মালের গাড়ীর সহিত আমাদিগের দুইখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীও সণ্ট করিয়া পূর্ব্ব দিকের লাইনে ফেলিল; প্রায় দুই ঘণ্টা পরে মাণিকপুর লাইনের গাড়ী ছাড়িয়া প্রত্যূষে মহোবা ষ্টেসনে পৌছাইয়া দিল। ষ্টেসনটী বড়ই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র, অশ্বযান আ[illegible] নাই বলিলেই হয়; সকলে ছত্রিওয়ালা গো-শকটে যাত্রা করিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় চরখারির রাজপ্রাসাদ-সম্মুখে পৌছিলাম।

নগর প্রবেশের পূর্ব্বে দক্ষিণ দিকে পর্ব্বতোপরি একটী সুন্দর ও সুদৃঢ় কেল্লা আছে, দেখিতে অনেকটা গোয়ালিয়ারের ন্যায়; তবে আয়তনে অবশ্য অনেক ক্ষুদ্র। এই পার্ব্বত্য কেল্লার সম্মুখ ও পশ্চাতে হ্রদের ন্যায় ২।৩টী বৃহৎ বৃহৎ সরোবর থাকায় সহরের অতিশয় শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা "কোঠিতাল" নামক হ্রদটী অতি মনোরম। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সিঁড়িযুক্ত বাঁধ থাকায় অতি সুন্দর দেখায়; মধ্যস্থলে বিলাতি বাঁশ ঝাড়, নানাবিধ লতা পুষ্প ও নবদুর্ব্বাদলে আবৃত দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকায় কোঠিতালের শোভা আরো শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মৃজা আমেদ-হোসেন নামক একজন ধনী ম্যাজিসিয়েন মুসলমান যুবক এই রাজ্যে বাস করেন। তিনি অতি ভদ্রলোক এবং উচ্চ অঙ্গের ম্যাজিক বিদ্যায় পারদর্শী। মহারাজও অতি চমৎকার ও অমা[illegible] স্বভাবের লোক; তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মৃজা-হোসেন সাহেবের উপর আমাদিগের অভ্যর্থনার ভারার্পণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী হইতে আমাদিগের সমস্ত মালপত্র খালাস করিয়া যথাস্থানে রাখা হইল এবং মৃজা সাহেবের অনুমতিক্রমে খাট, পালং, চারপাইয়া, বিছানা, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। ওদিকে কান্যকুব্জের অহিফেন-সেবক রামচন্দ্র ঠাকুর (যিনি অধুনা

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর হোটেলে কর্ম্ম করিয়া থাকেন) তাঁহার ভাঁড়ারের বাক্সটীকে যথাস্থানে রাখিয়া এক ছিলাম বড়-তামাক ওরফে গঞ্জিকা টানিয়া রসুই চড়াইয়া দিলেন।

আমাদিগের বাসায় আসিবার এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল, কোথা হইতে দলে দলে ভিখারী আসিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যতগুলি ভিখারী আসিল, প্রায় অধিকাংশই এত শীর্ণ জীর্ণ যে, মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কোন মনুষ্যকে এরূপ দুর্ব্বল ও কঙ্কালবিশিষ্ট দেখি নাই। সকলে দেখিয়া অবাক্; প্রত্যেকের বক্ষের পাঁজরা স্পষ্ট গুণিতে পারা যায়; হস্তদ্বয় বাখারির ন্যায়, গণ্ডদ্বয় অসম্ভব মাংসহীন; শুদ্ধ হাড় কয়েক খানি দেখা যাইতেছে মাত্র; সকলেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। স্ত্রীলো-কের সংখ্যাই অধিক; প্রতি স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে ও আশেপাশে ২।৩টী করিয়া জরাগ্রস্ত বালক বালিকা ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে ও আমাদিগের দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আমাদিগের দ্বারা আর কি সাহায্য হইতে পারে! মৌখিক আহা উহু ব্যতীত সামান্য লোক হইয়া এতগুলি লোকের প্রতি অধিক আর কি সহা-নুভূতি জানাইতে পারি। পশ্চাৎভাগে রন্ধনশালায় যাইয়া শ্রীমান্ রামচন্দ্র ও চাকরগণকে বলিলাম "আজ অতিরিক্ত ২।১ হাঁড়ি ভাত রাঁধিও এবং হাতের পাতের অন্ন ব্যঞ্জন যাহা কিছু বাঁচিবে, সেগুলি এই অনাহার-পীড়িত দিগকে অবশ্য অবশ্য দিও"। গৃহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, দুইটী বালিকা সম্মুখের নর্দ্দমায় কি পান করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখি, অমাদের ঠাকুর এই মাত্র যেখানে প্রকাণ্ড ডেক্‌চি হইতে ভাতের ফেন ঝরাইয়া গিয়াছে, বালিকাদ্বয় সেই গরম ফেন অব-লীলাক্রমে অঞ্জলি পূরিয়া পান করিতেছে—বহু অনুসন্ধান ও যত্নে ২।১টী চাউল পাইয়া মহাগ্রহে খুঁটিয়া খাইতেছে; আবার বহু বিলম্বে প্রাপ্ত সামান্য একটী ক্ষুদ সিদ্ধের জন্য পরস্পরে ঘোর কলহ করিতেছে।

এই ঘটনা দেখিয়া আমরা কেহই চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না। তখন বেলা প্রায় একটা; তৈল মাখিবার জন্য প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত; আমি সকলকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "তোমরা প্রত্যহ হতাদর করিয়া পাতে কত ভাত ফেল, দুমুঠা চারমুঠা ভাত গ্রাহ্য কর না, ঠাকুরকে অধিক অন্ন দিতে নিষেধ করিয়া দিলেও শুনে না, কিন্তু একটী দুইটী ভাতের সামান্য দানার জন্য কত শত লোক হাহাকার করিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখ।"

বস্তুতঃ সার্কাসের অধিকাংশ প্লেয়ার বাবুরা, বিশেষতঃ যিনি তেরেলেল্ বারের খেলা একটু আধটু জানেন (হোরাইজণ্ট্যাল বার প্লেয়ারকে আমি তেরেলেল্ বার প্লেয়ার বলিয়া রহস্য করি) তাঁহাদের একটু বিশেষরূপ আহার না হইলে কিছুতেই মন উঠে না। ভাত, রুটি, ব্যঞ্জন প্রভৃতিকে প্রায়ই অখাদ্য বোধে থালার শিরোভাগে জমা করিয়া রাখেন। এদিকে কাহারও বাড়ীতে হয়তো উদ্ খেতে ক্ষুদ নাই, সে কিন্তু সার্কাসে আসিয়া সত্যপীর হইয়া গিয়াছে। "আজ ভাতের ফেন ভালরূপে বাহির হয় নাই, আমায় মাংসের নালি হাড় না দিলে কিরূপে খাইব, অড়হর ডালে আরো অধিক ঘৃত না হইলে poison হইবে, প্রত্যহ মাংস না হইলে খাওয়া যায় না" ইত্যাকার বাক্যে আমার হাড় জ্বালাতন। অনেকেই আবার "পোঁটাচুন্নির বেটা চন্দনবিলাস।"

কেহ কেহ ভাতের সঙ্গে শাকের ঘণ্ট, শাক সড়সড়ি অথবা কলায়ের ডাল দেখিতে পাইলে ডিস খানা ঝাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন। প্রত্যহ এইরূপ নানা ঘটনার বিষয় শুনিয়া আমার হাড় জ্বালাতন; আমিও সকলকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় বলিলাম, "দেখ, জগদীশ্বর কখন কাহারে কি করেন, কিছুই বলা যায় না; এক মুষ্টি অন্নের জন্য আমাদিগের বাড়ীর বাহিরে কত শত লোক হাহাকার করিতেছে আর তোমরা কিনা সেই অন্নকে অবহেলা করিয়া ফেলাফেলি কর! পিতা

মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া এই সব জংলি দেশে পেটের দায়ে আসিয়াছি, আর তোমরা কিনা পাণ হইতে চুণ খসিলে প্রমাদ গণ; একদিন রসুই খারাপ হইলে ব্রাহ্মণকে তপ্ত তৈলে চড়াইতে চাও! একদিন এমন দিনও আসিতে পারে, যখন আমাদেরও ঠিক এইরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে!”

বৃদ্ধ রামতারণ।

দিবস আহারাদির পর যে অন্ন উদ্বৃত্ত হইল এবং হাতের পাতের কুড়াইয়া যাহা সঞ্চিত হইল, সেই সমস্ত অন্ন কাঙালীদিগকে ২।১ মুষ্টি করিয়া বিতরণ করা হইল। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে বহু কাঙালী আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন আর কি হইতে পারে; কেহ সিকি পেট, কেহ অর্দ্ধ পেট খাইয়া চলিল; কেহ কেহ একবারে কিছুই না পাইয়া হতাশ হইয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি হইলে কয়েকজন চৌকিদারের গলার আওয়াজ ও একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলাম। দেখি, যত কাঙালী পথের এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছিল, সকলেই চৌকিদারদিগের প্রহার ও মধুর গালাগালি খাইয়া চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। রাখালেরা যেরূপ গরুর পাল তাড়াইয়া লইয়া যায়, পঙ্গপালের ন্যায় সেইরূপ ভিখারীর দল তাড়িত হইতেছে; কিন্তু ধীরে, অতি ধীরে; তাহাদের চলিবার শক্তি নাই, যমদূত-সম প্রহরিগণ পাঁচন বাড়ি হস্তে "চল্‌রে চল্, জল্‌দি চল" ইত্যাকার শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে।

একটী বৃদ্ধ প্রহারের চোটে শুইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুইটী বালকের উপর পুনরায় ঐরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল; তাহারা বলিতেছে, "চারিদিন খেতে পাই নাই, আমরা আর চলিতে পারি না, আমাদের আর মেরোনা, এই গাছতলায় শুয়ে থাক্‌বো, আর মেরোনা, ম'রে যাবো"; কেবা বলে, কেই বা শুনে; ভীমকায় দুইজন প্রহরী বকিতে বকিতে দুইজনের পৃষ্ঠে ধাক্কা মারিল; কঙ্কালসার অনাথ বালকদ্বয় তৎক্ষণাৎ ভূলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষীণ করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল; তাহারা উঠিতেছে না দেখিয়া প্রহরীরা তাহাদের পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। এইরূপ ভীষণ দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না; ব্যাপার কি, ইহাদের অপরাধই বা কি, জানিবার জন্য দ্রুতপদে গিয়া প্রহরিদ্বয়কে ধমক দিয়া বলিলাম "আরে কেয়া কর্‌তে হো, কেয়া কর্‌তে হো, আভি মর্‌যাগা, এ লোক তো মূর্দা হায়, ভূখন্‌সে মর্‌যাতা হায়—কেয়া কসুর কিয়া যো এত্‌না জুলুম কর্‌তে হো? ছোড়্‌দেও, জল্‌দি ছোড়্‌দেও।"

আমার তর্জ্জন গর্জ্জনে প্রহরিদ্বয় তৎক্ষণাৎ বালক দুইটীর পদ ত্যাগ পূর্ব্বক হুজুর হুজুর করিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর, আমরা কি করিব, আমাদের অপরাধ কি? মহারাজের হুকুম, রাত্রিকালে পথিমধ্যে কিংবা গাছতলায় কোন ভিখারী থাকিতে পাইবে না; এই ঘোর অকালের সময় ইহাদের মধ্যে অনেকে রাত্রে ভিক্ষা করিবার ছলে পথে বাহির হইয়া গৃহস্থের বাড়ী হইতে লোটা, ডেক্‌চি, ঘড়া প্রভৃতি সম্মুখে যাহা কিছু পায় চুরি করিয়া থাকে। সুতরাং "কাঙ্গাল-খানা" নামক এক স্থানে ইহাদের রাত্রের জন্য রাখা হইবে; যাহারা তথায় যাইতে ইচ্ছা না করে, নগরের বাহিরে গিয়া থাকিতে পারে।"

আমি পুনরায় গরম হইয়া বলিলাম "বহুতাচ্ছা, তাই বলিয়া যে

ব্যক্তি চলিতে অক্ষম, যে ৪।৫ দিনের অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত ও ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, যাহার দশপদ অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই, তাহাকে ধাক্কা দিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই কি তোমাদের মহারাজের হুকুম? এই দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কাঙ্গাল খানা খুলিয়া যে মহারাজা প্রত্যহ শত শত অনাথ দীন দুঃখীর প্রাণ বাঁচাইতেছেন, তিনি কি হুকুম দিয়াছেন যে, অন্নাভাবে চলচ্ছক্তি-রহিত ব্যক্তিগণকে প্রহার করিতে?" উত্তরে তাহারা বলিল "না হুজুর! তা নয়, তা নয়, তাকি হ'তে পারে। কসুর মাফ করুন; আর এমন কাজ কখন কর্ব্বো না। যা'রা একদম্ চল্‌তে না পারে, তাদের পথের এক পাশে রেখে যাচ্চি।" আমি সুযোগ পাইয়া নিষ্ঠুর বেটাদের আরও কিছু কড়াইয়া দিলাম, বলিলাম "খবরদার, আইন্দা যব এইসা করোগে খোদ মহারাজ সাহেবকো পাস তোম্‌লোগ্‌কো পাকড়কে ভেজ দেঙ্গে"। তাহারা চারিহাত তুলিয়া সেলাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মহারাজার অনুমতি ক্রমে একটী "পাহারা" আমাদের বাসা চৌকি দিবার জন্য পাইয়াছিলাম। ৪।৫ জন সিপাহী বদল হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে; সেই এক এক দলকে "পাহারা" কহে। কোন রাজ্যে ৭টী, কোন স্থানে ৬টী, কোন স্থানে ৫টী সিপাহী লইয়া একটী "পাহারা" হইয়া থাকে। ঝাল্‌রাপাটান রাজ্যে দেখিয়াছি, ৬ জন সিপাহী ও এক জন জমাদার একত্রিত হইলে একটী পাহারা পূরা হইত। কোটা এবং বুন্দি রাজ্যে আমরা জমাদার সহিত ৬ জন মাত্র পাইয়াছিলাম। এই চরখারি রাজ্যে মোট ৪ জন মাত্র।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এই তিন ঘণ্টা পাহারা দিত, সেই ব্যক্তির পুনরায় ঠিক সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পালা পড়িত। যে প্রহরীকে রাত্রি ৩টা হইতে প্রভাত ৬টা পর্য্যন্ত পাহারা

দিতে হইত, সে ব্যক্তি পুনরায় বেলা ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত পাহারা দিত।

রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত যে প্রহরীর পাহারা ছিল, সে ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ, জাতিতে হিন্দু, নাম রামতারণ, ইংরাজী ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি আছে। কিন্তু এত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও অবিবাহিত। তাহাদের সম্প্রদায়ে নাকি বিবাহ করিতে নাই।

বৃদ্ধ রামতারণকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "বুন্দেল খণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেন্ট এবং সেণ্ট্র্যাল ইণ্ডিয়ার এজেন্ট গভর্ণর জেনারেলের অনুমতিক্রমে আমাদের মহারাজা এ বৎসর প্রায় দুই লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ব্যয় করিতেছেন। ইঁহার রাজ্যের চতুর্দ্দিকে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুরাতনের সংস্করণ হইতেছে; নানা স্থানে বড় বড় পুষ্করিণী ও কূপ খনন এবং জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ করান হইতেছে। এই রাজ্যের অন্নাভাবে শীর্ণ জীর্ণ শত সহস্র লোক কর্ম্ম পাইয়া কোনরূপে সংসার প্রতিপালন করিতেছে। পুরুষগণের দৈনিক রোজ ⁄১০ দেড় আনা; স্ত্রীলোকের ⁄০ এক আনা মাত্র। ইহার মধ্যে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ যাহারা, তাহারা সময়ে সময়ে দুই এক পয়সা অধিক পাইয়াও থাকে।"

বৃদ্ধ আরও বলিল "এখান হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে একটী "কাঙ্গালখানা" সরকারের তরফ হইতে খোলা হইয়াছে। সেটী প্রথমে ধর্ম্মশালা ছিল; প্রায় তিন বৎসর হইতে এ প্রদেশে অজন্মা হওয়ায়, অনাথ দীন দুঃখীদিগের দুঃখমোচনের জন্য সেই ধর্ম্মশালার বৃহৎ বাড়ীতে কাঙ্গালখানা নামক এক বৃহৎ অন্নছত্র খোলা হইয়াছে। সেখানে দুই বেলা শত শত লোক চানা (ছোলা) রুটি ও চাউল পাইয়া থাকে; অন্য রিয়াসতের ন্যায় আমাদের মহারাজার রাজ্যে কেহ ভুখা থাকে না; যাহাদের দেখিতেছেন, ইহারা অনেকে অন্য দেশ হইতে আসিয়াছে; প্রত্যহ দুই বেলা নিয়মিত কাঙ্গাল-খানায় খাইতে পায়, তথাপি

ভিক্ষা করা ইহাদের স্বভাব, তাই এইরূপে ঘুরিয়া বেড়ায়।" সমস্ত কথা সবিশেষ জানিতে পারিয়া আমি মহারাজার বহুত বহুত তারিফ করিলাম ও বলিলাম, "আমি নিশ্চয়ই কল্য সেই কাঙ্গাল-খানা দেখিতে যাইব"।

গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ একখানি নেওয়ারের চারপাইয়া বিছাইয়া আমি বারাণ্ডায় শয়ন করিলাম।

অপূর্ব্ব দরিদ্রাগার।

র দিবস প্রভাত হইলে সম্মুখে যাহাকে পাইলাম, তাহা-কেই বলিলাম "আমার সহিত কেহ বেড়াইতে যাইবে ত চল"। শ্লথ (Sloth) ওর্‌ফে সত্যলাল নামক একটী যুবক বলিল "মহাশয়, আমাকে এখনি তাম্বু খাটা-ইতে যাইতে হইবে, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি"। আমি কোট পেণ্টুলেন ও টুপি পরিয়া বাহিরে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সত্যলালের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; ক্ষণপরে দেখি সত্যলাল তখনও এদিক ওদিক বেড়াইতেছে ও মুখ ধুইবার যোগাড় করিতেছে। আমি ত দেখিয়া অবাক্ হইলাম; পার্শ্বের অন্যান্য বালকেরা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "মহাশয়! আপনি যে উহাকে শ্লথ নাম দিয়াছেন, তাহা ঠিক। ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে যে শ্লথের গল্প পড়িয়াছিলাম, সেই শ্লথের সহিত আপনার এই শ্লথের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই"। বস্তুতঃই সত্যলাল বড় কুঁড়ে, তবে সর্ব্ব সময়ে নয়। কোন একটা কার্য্যে একবার লাগাইয়া

দিতে পারিলে বিলম্ব হইলেও অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন না করিয়া সে কিছু-তেই ছাড়ে না।

যাহা হউক, মুহুর্মুহু ৪।৫ বার তাগাদার পর সত্যকে প্রস্তুত করাইয়া সেই কাঙ্গাল-খানায় গেলাম। দেখিলাম, ধর্ম্মশালার বাটী অপেক্ষা (অধুনা কাঙ্গাল-খানা) ফটকটা বৃহৎ ও উচ্চ। মোট ৫০।৬০ জন অনা-থিনী আছে। অনেকেই অন্ধ; অনুসন্ধানে জানিলাম এইরূপ আরো কতকগুলি আছে; কেহ হাঁসপাতালে ঔষধ লইতে, কেহ পেটের জ্বালায় গুপ্ত ভাবে সহরে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে। নিকটে যাইয়া ২।৩টী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করায় তাহাদের বুন্দেলি-ভাষায় হাত পা নাড়িয়া অনেক দুঃখ করিয়া বলিল "বাবা, আমাদের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমাদের নাম ক'রে সরকার হ'তে অনেক খাদ্য দ্রব্য আসে বটে, কিন্তু আমরা তা চক্ষেও দেখ্‌তে পাই না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মোটা চাপাটি (রুটি) ৪ খানি ক'রে পেতেম, ডালও পেতেম; আজকাল ২।৩ দিন অন্তর একটু আধটু রুটীর ছিল্‌কে পাই মাত্র, তাও সকলের ভাগ্যে জোটে না; আজকাল চানার বন্দোবস্ত হ'য়েছে, তাও সিকি পেট বৈ খেতে পাই না।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বহু কাঙ্গাল ও কাঙ্গা-লিনী কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ফেলিল "ভুখা ভুখা" রবে চীৎকার করিতে লাগিল; কেহ শতগ্রন্থি টেনা পরিয়া, কেহ জল খাইবার জন্য ক্ষুদ্র নারিকেলের একটী মালা লইয়া, কেহ সামান্য একগাছি বংশ যষ্টিমাত্র লইয়া, শীর্ণ কলেবরে কাঁপিতে কাঁপিতে অর্দ্ধ পয়সার জন্য আমাদের উভয়কে পাগল করিয়া মারিল। বালিকা ক্রোড়ে একটি যুবতী চীৎকার করিল "ভুখা, ভুখা, মাই ভুখা হুঁ—চার রোজ্‌সে মাই ভুখা হুঁ, তোরা জেব্‌মে কেয়া হ্যায় দে, জল্‌দি দে; ভুখনসে মেরা বাচ্ছা ৪ রোজ্‌সে মর্‌যাতে হেঁ"। এই কথা বলিতে না বলিতে

উন্মাদিনীর ন্যায় জ্ঞান-হারা হইয়া আমার পকেটে হাত প্রবেশ করিয়া দিল। কতিপয় কাগজে বাধা পাইয়া কিছুই পাইল না—হতাশ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পদতলে ঘুরিয়া পড়িল; ঘোর বিপদে পড়িলাম; হা ভগবান্! কি দেখিতে আসিয়া কি দেখিলাম! কি করি—বাক্যে যতদূর সম্ভব প্রবোধ দিয়া সঙ্গে সামান্য যা কিছু ছিল তাহার হস্তে দিলাম; সত্য-লালের নিকটও যাহা কিছু ছিল অবশিষ্ট লোকদিগকে বাঁটিয়া দিয়া সেই "অপূর্ব্ব দরিদ্রাগার" পরিদর্শন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

অপর একদিকের দালানে কতিপয় জীর্ণ শীর্ণ কুষ্ঠ-রোগিণী রহিয়াছে দেখিলাম—শুদ্ধ সেই বৃদ্ধ সিপাহীর মুখে নহে, রিয়াসতের বহু বহু সম্ভ্রান্ত লোকের মুখেও কাঙ্গাল-খানার সুখ্যাতি শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! হরিষে-বিষাদ হইল। কি দেখিতে গিয়া কি দেখিলাম! হায়! ইহার নাম কি কাঙ্গাল-খানা!

অভাগিনী কন্যা বিক্রেতা।

সেই দিবস অপরাহ্ণে গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখি শুষ্ক কঙ্কালবশিষ্ট একটি মধ্য-বয়সি স্ত্রীলোক, দুইটি সন্তানকে পার্শ্বে লইয়া আমাদিগের বাসার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। সন্তান দুইটিই কন্যা; একটি দশ বৎসরের ও অপরটি ৫।৭ বৎসরের হইবে। দুইটির আকৃতির বিষয় অধিক আর কি বর্ণনা করিব! তাহাদের মাতার মুখে শুনিলাম, তাহার ও তাহার কন্যাদ্বয়ের প্রায় ৫।৬ দিবস হইতে শুদ্ধ পুষ্করিণীর জল ব্যতিরেকে উদরে আর কিছুই যায় নাই; মহারাজ নাকি অন্নছত্র খুলিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যের সকল দরিদ্রই নাকি বেশ সুখে আছে, এই সমস্ত কথা লোক-মুখে শুনিয়া তাহারা প্রায় ২৫ ক্রোশ দূর হইতে চরখারি সহরে আসিয়াছে; পথে দুই তিন দিন অন্তর ভিক্ষা করিয়া অর্দ্ধ পেট অথবা সিকি পেট আহার মিলিত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসীদিগের ১০।১২ বাটী ঘুরিতে ঘুরিতে এক আধ স্থানে যুটিত, কিন্তু সহরে আসা পর্য্যন্ত একেবারে অনাহার! কাঙ্গাল খানায়

যত লোক থাকিবার স্থান আছে তাহার অধিক থাকিবার হুকুম নাই; হুকুম থাকিলেই বা সেই অনাথাদের জন্য অধ্যক্ষের নিকট যাইয়া কে সুপারিস করিবে? এইরূপ কত শত অনাথা প্রত্যহ পথে ঘুরিতেছে; কে কাহার সংবাদ রাখে। ভিক্ষুকের জ্বালায় লোকে এতদূর জ্বালাতন হইয়াছে যে, যাহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে অতিথি-সৎকার না করিয়া জল গ্রহণ করিত না, তাহারাও ভিক্ষুক দেখিলে আজ কাল দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এ স্ত্রীলোক তিনটী ৫।৬ দিবস হইল এই সহর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; কয়েক দিবসই যেখানে গিয়াছে, সেইখান হইতেই দূরীভূত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে প্রহারও খাইয়াছে। শরীরে নানা স্থানে প্রহারের চিহ্ন দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

মূর্ত্তি তিনটী দেখিয়া আমরা তো অবাক; সেরূপ ভীষণ শীর্ণ এবং স্থূলোদরী স্ত্রীলোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। হাত পা গুলি কঞ্চির ন্যায় দুর্ব্বল বলিলেও হয়; কিন্তু বহু বৎসরের প্লীহা যকৃৎ হইলে লোকের যেরূপ উদর হয়, তাহার চতুর্গুণ অধিক উদরের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৈলাভাবে মস্তকের কেশ এরূপ শুষ্ক ও বিশ্রী জটাভারগ্রস্ত যে, দেখিলে মনুষ্যের ভয় হয়; ঠিক যেন বঙ্গদেশের অযত্ন-রক্ষিত উস্ক খুস্ক খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তক; চক্ষু গুলির আকৃতি একেবারে কোটরের মধ্যে গিয়া সম্পূর্ণ গোলাকার রূপ ধারণ করিয়াছে। চলিবার শক্তি নাই; তথাপি যখন তাহারা আমাদের নিকট সরিয়া আসিল, বোধ হইল দীর্ঘ দীর্ঘ বংশখণ্ডগুলি যেন আঁকা বাঁকাভাবে পড়িতেছে, উঠিতেছে ও মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক টলিতেছে; চলিবার সময় ভাল করিয়া দেখিলাম, পদগুলি অগ্রে আসিবার পূর্ব্বে (উদর গুলি এত ভীষণ) উদর গুলিই সর্ব্বাগ্রে চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুর-মার নিকট বাল্যকালে যেরূপ ভূত পেত্নীর গল্প শুনিয়াছি, দিনমান না হইলে ঠিক সেইরূপ প্রেতাত্মা বলিয়া বোধ হইত।

সন্তান দুইটীর হস্ত ধরিয়া স্ত্রীলোকটী ক্ষীণস্বরে তাহাদের ভাষায় বলিতে লাগিল;—"এই ছোট মেয়েটিকে বিক্রয় করিবার জন্য সমস্ত বাজারে খুঁজিয়াছি, কেহ লইল না—বাবু দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করুন! দুই সের চানা, কেবল মাত্র দুইসের চানা দিয়া এই কন্যাটীকে লউন। আমি আর কিছু চাহি না; আমি টাকা চাহি না, পয়সা চাহি না; চানা—কেবল মাত্র চানা দিয়া আমাদের রক্ষা করুন, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়! আমি কালামুখী, হতভাগিনী, মোরে যাই ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবিত থাকিয়া পুত্র কন্যার এরূপ অনাহার ও যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে পারি না। যেখানে খুসি আমার মেয়েকে ল'য়ে যান, বড় হ'লে আপনাদের দাসী-গিরি ক'র্‌বে; দয়া ক'রে উদ্ধার করুন; এই কয়েকটা প্রাণীর জীবন রক্ষা করুন; চানা—কেবল মাত্র দুই সের চানা দিয়া কন্যাটীকে লউন। দুই সের চানা হইলে আমাদের এখন খুব চলিয়া যাইবে; বাবু দয়া করুন।" এইরূপ ভীষণ আর্ত্তনাদ-সূচক ক্রন্দনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—দেখিয়া ও শুনিয়া কেহই চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিলাম না। হে জগদীশ্বর! তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, এরূপ ভীষণ দৃশ্য আর যেন আমাদের জীবনে দেখিতে না হয়।

সার্কাসের প্রায় অধিকাংশ বাবুরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন; আমি সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "যাহা কিছু আছে, এই মুহূর্ত্তে ইহা-দিগকে খাইতে দাও; কিছু না থাকে, অন্ততঃ ঘোড়ার দানা হইতে আপ-ততঃ দেওয়া হউক, আর বাজার হইতে কিছু খাবার আনিয়া দিবার ব্যবস্থা কর।" পরে সেই স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম "এই বাবুরা তোমাদের এখনই পেট পূরিয়া খাইতে দিবেন; কা'ল সকালে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিও। তোমার আর মেয়ে বেচিতে হইবে না। দুই সের ছোলা কেন, এই বাবুরা তোমাকে আরও অনেক চানা, অনেক পয়সা দিবেন।"

পর দিবস যথা সময়ে আসিলে, দলসুদ্ধ যাহার যেরূপ সাধ্য তাহাকে ভিক্ষা দিল। কেহ সিকি, কেহ দুয়ানি, কেহ আট আনা দিল; আমিও যা পারিলাম দিলাম। এইরূপ ৩০।৪০ জনের নিকট হইতে কিছু কিছু পাইয়া তাহার আশাতিরিক্ত মুদ্রা সঞ্চিত হইল। স্ত্রীলোকেরা অভাগিনীর কন্যাদ্বয়কে নানাবিধ বস্ত্রাদি দিয়া ও পেট পূরিয়া আহার করাইয়া বিদায় দিল।

ফটিক চাঁদ।

রথারি হ্রদে রুই, মিরগেল, কাতলা, বোয়াল প্রভৃতি নানাবিধ মৎস্য পাওয়া যায়; কিন্তু খুব সুস্বাদু নহে। ইহার পূর্ব্বে যখন আমরা মহবা ষ্টেশন হইতে আসি, পথিমধ্যে একটী ধীবরের নিকট হইতে আমাদের (তখনকার) ম্যানেজার বাবু সূর্য্যকুমার সেন একটী রুই মৎস্য ক্রয় করেন। ওজনে ঠিক ৯ সের; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অত বড় চমৎকার মৎস্যের মূল্য কেবল মাত্র ৵১০ ছয় পয়সা দিতে হইয়াছিল। মৎস্যটী কিন্তু এত সুস্বাদু যে, পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার সময় গোয়ালন্দের হোটেল এবং রাজসাহি রামপুর বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে পদ্মার মৎস্য যেরূপ সুমিষ্ট খাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ লাগিল। আমাদিগের কলিকাতা অঞ্চলেও অবশ্য অনেক গ্রামে এরূপ মিষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ৮ মাইল দূরে এই রাজ্যেরই মহবার মৎস্য এত মিষ্ট, কিন্তু চরখারির মৎস্যে সেরূপ মিষ্টতা পাইলাম না।

যে হ্রদের নাম কোঠীতাল, তাহার উপরেই একটী সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাড়ী আছে। বুন্দেল খণ্ডের পোলিটিকাল এজেণ্ট অথবা আরও কোন উচ্চ অঙ্গের বড় সাহেব চরখারিতে আসিলে ঐ কোঠীতে বাস করেন। রাজপ্রাসাদ এবং কাছারি বাড়ীর সম্মুখে বৃহৎ ময়দানে

আমাদের সার্কাসের ডবল পোষ্টের তাম্বু লাগান হয়। মহারাজার সম্মুখে গ্যালারির উপর উপবেশন অবৈধ বলিয়া উহা আদৌ খাটান হয় নাই ; রেইয়ৎগণের দেখিবার সুবিধার জন্য প্রকাণ্ড তাম্বুর চতুর্দ্দিকের কাণাত খুলিয়া দেওয়া হইল। তাম্বুর মধ্যে ও বাহিরে স্ত্রী পুরুষে প্রায় চারি পাঁচ সহস্র লোক বসিয়া তামাসা দেখিতেছিল।

প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের ক্রীড়া-কলাপ দেখাইবার অভিপ্রায়ে বুন্দেল খণ্ডের নওগঙ্গস্থিত পোলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রিচার্ড সাহেবকে মহারাজ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। তিনি নওগঙ্গ হইতে আসিবার সময় আর দুইটী অফিসারকে সঙ্গে লইয়া আইলেন। এক জনের নাম কাপ্তেন ল্যাং, অপরটীর নাম মনে নাই। ল্যাং সাহেব ৫নং রেশেলার কাপ্তেন। সদাই হাস্যমুখ, দেখিতে খর্ব্বকায়, বেশ সুশ্রী, কিন্তু একহারা। অপরটী ঐ রেশেলার এড্‌জুটেণ্ট, ইনিও বেশ উদার প্রকৃতির লোক। এই অফিসার তিন জন বিশেষতঃ এজেণ্ট প্রিচার্ড সাহেব মৎস্য শিকারে বড় প্রিয়। যে কয়েক দিবস এখানে ছিলেন, সেই কয় দিবসই ইহাঁরা সকাল সন্ধ্যা মৎস্য ধরিতেন ; মৎস্য ধরিবার জন্য যদিও তাঁহাদের নানারূপ সাজ সরঞ্জাম ছিল, তথাপি সামান্য একটী মৎস্য উঠাইতে হইলে তাঁহাদের হুইল হইতে বহু সূতা ছাড়িতে হয় ; কিন্তু আমাদের প্রণালী উহাঁদের হইতে অনেক বিভিন্ন।

সাহেবদের দেখাদেখি আমাদেরও নেশা চাগিয়া উঠিল। আমরাও প্রত্যহ দুই বেলা ঐ হ্রদে মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করিলাম। মহারাজের নিকট হইতে আনীত একটী হুইলের ছিপে আমার জ্যেষ্ঠ বাবু মতিলাল বসু পাঁচ সের, সাত সের, আট সের, বার সের, চৌদ্দ সের পর্য্যন্ত মৎস্য রোজ ৪।৫টা করিয়া ধরিতে লাগিলেন। আমি আরো অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিলাম। একগাছি ৪।৫ হাত লম্বা ছিপ মাত্র (তাহাতে হুইল আদৌ নাই) সূতা বড়শি অবশ্য ভাল ; সেই ছিপে ৫।৬।৭ সের পর্য্যন্ত মৎস্য

বহু বহু তুলিতে লাগিলাম; কিন্তু মৎস্তের সহিত খুব দৌড়াদৌড়ি, পরিশ্রম ও খেলাইবার পর। ধর্ম্ম এবং সত্য কথা লিখিতে কি, এত বড় হ্রদের মৎস্তের তত জোর ছিল না, বঙ্গদেশে অথবা অন্য দেশেও ৬।৭ সের মৎস্ত ছিপে তুলিতে হইলে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি বরাবর ক্ষুদ্র হাতছিপে বেশ প্রমাণ প্রমাণ মৎস্ত ধরিতে লাগিলাম।

মহারাজের কড়া হুকুম যে, স্বয়ং পোলিটিক্যাল এজেণ্ট (Political Agent) অথবা এজেণ্ট গবর্ণর জেনারেল (Agent to the Governor General) অথবা আরো কোন বড় সাহেব ব্যতিরেকে কখন কোঠীতালে মৎস্ত ধরিতে পারিবে না। কিন্তু বন্ধুবর মিরজা আমেদ হোসেন আমাদের নাম করিয়া বহু কষ্টে মহারাজের নিকট হইতে দুই গাছি ছিপের পাশ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু দুই গাছির পরিবর্তে আরো দু এক গাছি ছোট ছোট ছিপ পড়িতে লাগিল, এবং ভারত-বিখ্যাত শিকারী ফটিকচাঁদেরও গুপ্তভাবে হাতসুতা পড়িল। মৎস্ত ধরিবার এত যে ধূমধাম, সে কেবল এক জনের উৎসাহ ও উদ্যোগে। ফটিকচাঁদ নামক এক আধ পাগ্‌লা ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ে বহু দিবস হইতে আছেন, নিবাস কলিকাতায়; প্রকৃত নাম যে কি, আমরা এ পর্য্যন্ত সঠিক জানি না; তবে কি একটা চাঁদ হবে বটে। আমি কিন্তু আদর করিয়া ফটিকচাঁদ বলিয়া ডাকিতাম। তিনি আবার দলশুদ্ধ লোকের খুড়া ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ বড়ই সরল, সদাই পরোপকার করিতে প্রস্তুত, ক্রীড়া কর্ম্মে মালকোছা বাঁধিয়া পরিবেষণ করিতে ও পিক্‌নিক্ পার্টিতে সখের খানা রসুই প্রভৃতি করিতে বড় মজবুদ।

বোয়াল! বোয়াল!! রাঘব বোয়াল!!!

টিক চাঁদের সহস্র গুণ সত্ত্বেও তাঁহার শরীরে একটী-মাত্র দোষ থাকায় তাঁহাকে সার্কাসের প্রায় সমস্ত লোক ঠাট্টা করিত ও নানারূপে পাগল করিয়া তুলিত। তাঁহার ফটিক রাণী কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহাকে যে রাত্রে চিঠি না লিখিতে পাইবেন, সে রাত্রে ফটি-কের ভালরূপে নিদ্রা হইত না। প্রত্যহ ফটিক রাণীকে পত্র লেখায় সকলে তাহাকে খেপাইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া ফটিক এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন; আহারাদির পর বাড়ীশুদ্ধ সকলে নিদ্রিত হইলে এক-ঘুমের পর ফটিক বাক্স হইতে মোমবাতি জ্বালিয়া প্রত্যহ রাত্রি ২।৩টার সময় সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিত। একরাত্রে কলিকাতাস্থ মৃজাপুরের ভূতনাথ বসু নামক (যিনি আজ কাল এবেল সার্কাসে কর্ম্ম করেন) একটী বাবুর নজরে পড়ায়, ফটিক বলেন যে "ভাই কি করিব, শালারা আমায় চিঠি লিখিতে দেখিলেই ঠাট্টা করে। আমি কি করিব ভাই; প্রত্যহ পত্র লিখিবার জন্য ফটিকরাণী কলিকাতা হইতে কড়া হুকুম পাঠাইয়াছে, আর বলিয়াছে "যদি পত্র না আইসে তবে আফিং অথবা বিষ সেবনে প্রাণত্যাগ করিব"। সেই জন্য ভাই প্রত্যহ এই হাঙ্গাম, নতুবা

আমার প্রয়োজন কি? যাহা হউক ভাই, তোর পায়ে পড়ি, তুই এ কথা আর কাহাকেও বলিস্ না। ভূতনাথ বাবু একটু রসিক-নটবর লোক ছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই সকলকে বলিয়া দিলেন। কাকের পশ্চাতে যেরূপ ফিঙে লাগে, সেইরূপ ফটিক চাঁদকে সকলে খেপাইতে লাগিল, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ফটিক উচ্চৈঃস্বরে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; ফটিক চাঁদ সাধারণের খুড়া, সুতরাং সে গালি বর্ষণ অমৃত বর্ষণ বোধে সকলে উচ্চ হাস্য ভিন্ন আর কিছুই উত্তর দিল না।

যাহা হউক, কি বলিতে কি বলিলাম। ভাল কথা, সেই ফটিকচাঁদ বাবুও আমাদের সহিত প্রত্যহ ঐ হ্রদে বিশেষ উদ্যোগের সহিত মৎস্য ধরিতে যান; সকলকেই আস্ফালন করিয়া বলেন, "আমার ন্যায় ক বেটা মৎস্য ধরিতে জানে"। দুঃখের বিষয় প্রত্যহই তাঁহার ছিপে দু চারিটী কচ্ছপ ভিন্ন আর কিছুই উঠিত না। আমাদের ছিপে ২।১ দিবস অন্তর যদিও ২।১টী কচ্ছপ উঠিত. কিন্তু ফটিকচাঁদ যেরূপ কচ্ছপ ধরায় একচেটে মৌরসীপাট্টা করিয়া লইয়াছিলেন, এরূপ আর কেহ পারে নাই। সার্কাসের ছোট ছোট বালক তেনা, মোনা পর্য্যন্ত যাহারা জীবনে মৎস্য কখন ধরিতে জানে না, তাহারাও কিছু কিছু ধরিত; কিন্তু ফটিকের অদৃষ্টক্রমে ঐ কচ্ছপ ব্যতিরেকে আর কিছুই উঠিত না।

নানা লোকের নানারূপ টিটকারি ও পরিহাসের চোটে ফটিক সকলকে গালি দিয়া বলিল "আচ্ছা শালারা, আজ হ'তে মাছ ধ'র্ত্তে পারি কি না দেখ"—পরে জীবন্ত একটী বাটা মৎস্য লইয়া (যাহা ছেলেরা ছোট ছিপে ধরিয়াছিল) হাত সূতার প্রকাণ্ড বড়শি গাঁথিয়া বহুদূরে ফেলিয়া দিল। প্রায় এক কোয়াটার পরে দেখা গেল, জল হইতে সূতা হড় হড় করিয়া কে টানিতেছে। বড় বাটা মৎস্য গিলিতে অনেক বিলম্ব হইবে জানিয়া ফটিকও প্রতিবন্ধক না দিয়া সূতা যাইতে দিলেন। ক্ষণপরে খুব জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারায় মৎস্যও খুব জোর করিতে লাগিল। বৃহৎ মৎস্য

বোধে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না—নিকটে যাইয়া কটিকের সহিত যোগ দিয়া উভয়ে মৎস্যটীকে উপরে তুলিলে দেখা গেল, একটী প্রকাণ্ড বোয়াল মৎস্য! ফটিক ত আনন্দে আটখানা; উচ্চৈঃস্বরে লম্ফ দিয়া বলিতে লাগিল "ওরে আমি কি আর তোদের মত হেঁজি-পেঁজি মাছ ধ'রি? বোয়াল! বোয়াল!! দেখ্ রাঘব বোয়াল!!!

আমি স্বয়ং বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটা জ্বালানি কাষ্ঠের দোকানে গিয়া ওজন করিয়া দেখিলাম, মৎস্যটী ঠিক ২২ সের হইল; মৎস্যটী কিন্তু বিপর্য্যয় লম্বা ও দেখিতে ভয়ানক। ইহার পূর্ব্বে ঐদিনই আমরা ৪।৫টী রুই, মিরগেল ধরিয়া বাড়ী পাঠাইয়াছিলাম, আহারের মৎস্য অপর্য্যাপ্ত ছিল; সকলের অভিমত অনুযায়ী ঐ প্রকাণ্ড মৎস্যটী মহারাজার নিকট নজর দিয়া পাঠাইলাম। মহারাজ আমাদের মৎস্য শিকারে বহুৎ বহুৎ তারিফ করিয়া ফেরত দিয়া বলিলেন, "আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা নিজেরা খুব খাও; তোমরা যে খুব মসুর (বিখ্যাত) মেছুড়ে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই" ইত্যাদি।

ক্রুট্যাল ফোর্সে মৎস্য শিকার।

ইহার পর দিবস বৈকালে পুনরায় সকলে সেই হ্রদে যাইয়া দেখি, আমাদের পুরাতন চার যে ঘাটে, সেই ঘাটে একটী ধবলমূর্ত্তি মৎস্য ধরিতেছেন। নিকটে গিয়া দেখিলাম প্রিচার্ড সাহেব। সেই ঘাট হইতে প্রায় ২০।৩০ গজ দূরে আর একটী ছোট ঘাট ছিল, কিন্তু স্থানটী বড় সঙ্কীর্ণ; আমার জ্যেষ্ঠ মতি বাবু সেইখানে কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে ছিপ ফেলিলেন; কিন্তু সেই স্থানের সম্মুখে ৪।৫ গজ দূরে পদ্মবন থাকায় কিছু ভয়ের কারণ ছিল। স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ আমি আর তথায় না বসিয়া বরাবর এজেন্ট সাহেবের নিকট গেলাম। সাহেব মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া, সার্কাস সম্বন্ধে আমার সহিত নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "অমুক প্লেয়ার যে ট্রিপিল বারে প্লে করিয়াছেন, তিনি কত বেতন পান, স্ত্রীলোকেরাই বা কত মাহিনা পাইয়া থাকে" ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; আমিও যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে আমার দক্ষিণ দিকে একটি হুড়ুম হুড়ুম শব্দ হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখি, আমার ভ্রাতা তাঁহার হুইলের ছিপে একটী বেস প্রমাণ মৎস্য গাঁথিয়াছেন; দেখিতে দেখিতে অদ্ভুত কৌশলে বিপুল বলের সহিত মৎস্য-টীকে কিনারায় আনিলেন।

এক গজ পরিমাণেও সুতা ছাড়িতে না দেখিয়া এজেন্ট সাহেব অতিশয় চমৎকৃত হইলেন; মৎস্য নিকটে আসিল বটে, কিন্তু কাহার সাধ্য যে জল হইতে উঠাইতে পারে। কিনারায় পাথরের সিঁড়িতে আসিয়া অসম্ভব হুটাপাটি ও জোর করিতে দেখিয়া আমি দূর হইতে বলিলাম "ফটিক! মাছ উঠাইতে চেষ্টা করিও না, এখনি পলাইবে; একটু সবুর কর।" এজেন্ট সাহেবের অনুমতিক্রমে আমি তাঁহার মৎস্য উঠাইবার যন্ত্রটী চাহিয়া লইলাম; যন্ত্রটী আর কিছুই নহে, আমাদের দেশে হাতে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে বাখারির বেড়াওয়ালা ছাঁকনি জাল যেরূপ হইয়া থাকে, ইহাও প্রায় অনেকটা সেইরূপ, প্রভেদের মধ্যে ইহা বাখারির না হইয়া অণ্ডাকৃতি লোহার শিকের বেড় এবং অধিকন্তু একটী বেস সুন্দর বংশের হ্যাণ্ডেল ইহার সহিত সংযুক্ত থাকায় অতি সত্বর মৎস্য উঠাইবার সুবিধা হয়। যাহা হউক সেই জাল সাহায্যে মৎস্যটিকে ৪।৫ হাত দূর হইতে অবলীলাক্রমে আমি উপরে উঠাইলাম।

পোলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেব দৌড়িয়া আসিলেন; কাপ্তেন ল্যাং পদ্ম বনের উপর একখানি জালি বোট লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রীড়াচ্ছলে বহু মৃণাল ও প্রস্ফুটিত পদ্ম ছিঁড়িতেছিলেন; তিনিও শব্দ শুনিয়া বোট চালাইলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে উপরে আসিয়া উভয় সাহেব মিলিত হইয়া বলিলেন "ইহা প্রায় ১৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭ সের ওজনে বেস হইবে; কিন্তু আশ্চর্য্য যে ইহাঁরা এক বিন্দুও সুতা না ছাড়িয়া ব্রুট্যাল ফোর্সে (Brutal force) কিরূপে মৎস্য উঠাইলেন!" সুতা পরীক্ষা করিয়া বিশেষ মোটা দেখিতে না পাইয়া আরো চমৎকৃত ও আশ্চর্য্য হইয়া আমাদিগের বহু বহু তারিফ করিতে লাগিলেন।

ক্ষীরা চোর।

ক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে বেলা ৯টার সময় একজন চোপদার আসিয়া মহারাজের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিল "খোদ প্রোফেসর বোস সাহেব এবং তাঁহার দলের ২১ জন প্রধান ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে আজ নূতন ধরণের একরূপ মৃগ শিকার দেখিতে যাইতে পারেন।" "নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত অদ্য যাইতে অক্ষম" মহারাজার নিকট যাইয়া স্বয়ং এই কথা বলিবার জন্য আমি কোট পেণ্টুলেন টুপি প্রভৃতি পরিধান করিয়া রাজ-প্রাসাদ অভিমুখে চলিলাম—সঙ্গে সঙ্গে সেই চোপদারও চলিল।

বাজারে একটী চৌমাথার নিকট আসিলে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম; একটী মধ্য বয়স্ক কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষ, পার্শ্বের একটী ফলের দোকান হইতে হঠাৎ প্রকাণ্ড একটী ক্ষীরা (শশা) উঠাইয়া দৌড় দিল। দোকানের অধিকারী একটী স্ত্রীলোক এবং তাহারই ১৫।১৬ বৎসরের একটী বলিষ্ঠ পুত্র। ২৫।৩০ হাত যাইতে না যাইতে মাতা পুত্র উভয়ে লম্ফ দিয়া তাহার চুলের গোছা ধরিল। ক্ষুধার্ত্ত চোর দোকান হইতে লইয়াই ৫।৭ কামড় দিতে দিতে দৌড়িয়াছিল, সুতরাং

তাহারা ক্ষীরা লইয়া আর কি করিবে। উভয়ে অসম্ভব প্রহার করিতে লাগিল, বহু চেষ্টাতেও মুখবিবর হইতে ক্ষীরাটি কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না।

এ দৃশ্য আর দেখিতে পারা যায় না—চোপদারকে বলিলাম "তোমরা সব সরকারি চাকর, দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ?" তখন চোপদার তাহা-দিগকে ধমক দিয়া বলিল "ও ক্ষীরা ঝুটা হোগিয়া, ওস্‌কো লেকে তোম্ আউর কেয়া করোগে, গরিব আদমিকো ছোড় দেও, কেয়া খুন করনে মাংতা?" মহারাজের খাস চোপদার দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়া ছাড়িয়া দিল; তখন কিন্তু জীবটি অর্দ্ধমৃত; প্রহারের চোটে গন্ধর্ব্ব ছুটিয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া মুখ ও নাসিকা হইতে অবিরত রক্ত বাহির হইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্য, এরূপ অমানুষিক প্রহার খাইয়াও প্রাণান্তেও শশাটী ছাড়িল না, শুইয়া শুইয়া সমস্তটা নিঃশেষ করিয়া, পরে বহু কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সমস্ত অঙ্গ উলঙ্গ—পরিধানে শতগ্রন্থি একখানি কৌপীন মাত্র। নেকড়া কোথায় পাইবে যে রক্ত মুছিবে? পার্শ্বস্থিত কতকগুলি ঘাস ছিঁড়িয়া নাসিকার রক্ত পরিষ্কার করিল।

এইবার আমি নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"যদি মার খেতে হবে জান, তবে চুরি ক'রতে যাও কেন? আমরা না থাক্‌লে তো পুলিসে দিয়ে নিশ্চয় জেলে দিত।" উত্তরে সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল "হুজুর, আজ ৪ দিন হ'তে পেটে কিছু নেই। তিন দিন ঘুরে ঘুরে ৭টী কড়ি ভিক্ষে পেয়েছি; ১০টী কড়ির বদলে এক পসারির দোকানে এক মুঠো চানা পেয়েছি মাত্র। কাল এক হালুই-কারের দোকানে খাবার চুরি ক'রতে গিয়ে তাড়া খেয়েছি; কেহ ভিক্ষা দেয় না, কেবল "মার মার" ক'রে তাড়িয়ে দেয়। খিদেতে ম'রে যাই, কি করি, চুরি ক'রলেম; মনে বড় আশা ছিল, চুরি ক'রলে আমায় জেলে দিবে, কিছু হোগ আর না হোগ, পেটটা ভ'রে খেতে তো

পাবো ; কিন্তু কৈ আমায় তো জেলে দিলে না ; চোর ব'লে থানায় নে গেল—থানাদার হুকুম দিলে, "জেলে আর যায়গা নেই, মার্ শালাকে, শালাকো পঁচিশ জুতা লাগাও", হুকুম দিতে না দিতে চটাপট জুতা প'ড়লো ; এই দেখুন চিহ্ন—কাল ২৫ জুতো খেয়ে এখনও বেঁচে আছি।"

শুনিতে শুনিতে আমার শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল, ক্ষোভে ও দুঃখে যথার্থই কোথা হইতে অজ্ঞাতসারে অবিরত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ; মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান ! কি দেখিতেছি, কি শুনিতেছি ! কোথায় আসিয়াছি ! এ প্রদেশ কি তোমার রাজ্যভুক্ত নয় ? দীননাথ ! তোমার রাজ্যে মনুষ্য কি কখন এরূপ অভুক্ত থাকে ? দীনবন্ধু ! তোমার কৃপা ভিন্ন ইহাদের তো জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নাই। এ কঠোর দৃশ্য আর তো দেখিতে পারি না ! এ প্রদেশ হইতে শীঘ্র পলায়ন ভিন্ন আর তো কোন উপায় দেখিতে পাই না !"

আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া চাপরাসি বলিল, "বাবু আপনি চলুন ; দপ্তর ভেঙ্গে গেলে কাহারো সহিত আপনার আর দেখা হবে না। বড় বিলম্ব হ'চ্ছে ; আর এ কি দেখ্‌ছেন, কি ভাব্‌ছেন ? এরূপ শত শত ঘটনা রোজ কত ঘ'ট্‌ছে; কাঙ্গালেরা দলে দলে ইচ্ছা ক'রে জেলে যাবার জন্যে গৃহস্থের বাড়ী থেকে চুরি ক'রে ধরা দিচ্ছে। তাদের প্রাণে বড় আশা, জেলে গেলে পেট পূরে খেতে পাবে ; কিন্তু জেলে যত কয়েদী থাক্‌বার স্থান আছে, তার চতুর্গুণ ভ'রে গেছে। সেখানে আর স্থান নাই ; সব লোকেদের এখন কেবল মার ধোর ভিন্ন আর কোনরূপ শাসন হ'তে পারে না। এদের জন্য মহারাজ কাঙ্গাল থানা খুলেছেন ; যেখানে আবশ্যক নাই সেখানেও তলাও, কুয়া খোঁড়াচ্চেন ; যে গ্রামে মেঠো রাস্তা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সেখানে এদের মজুরি পাবার জন্য বড় বড় রাস্তা ক'রে দিচ্ছেন—মহারাজ আর কি ক'র্ত্তে পারেন ? আজ ৩।৪ সাল হ'তে

তাঁর একটী পয়সা আমদানি নাই বলিলে হয়, ঘরের টাকা ভেঙে এখন রিয়াসতের এত বড় খরচ চালাচ্ছেন, একি কম বাহাদুরির কাজ!”

আমিও শত মুখে তাহার রাজার প্রশংসা করিলাম; বলিলাম “মহারাজার আর অপরাধ কি? চরখারি, বুন্দেলখণ্ডের একটী সামান্য রিয়াসৎ মাত্র বৈতো নয়; আমাদের বাংলা দেশের অনেক জমিদারও ইহার অপেক্ষা বড়, তথাপি তোমাদের মহারাজা যা ক’চ্ছেন, তা যথেষ্ট”— নিকটে যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল, চোপদারের দ্বারা সেই অভাগাকে দিয়া উভয়ে রাজবাটীর দিকে চলিলাম।

ক্রমে ইংরাজি দপ্তরে আসিয়া পৌঁছিলে, মৃজা সাহেব আমায় দেখিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম “ব্যাপার কি? এত ঘন ঘন ডাক্ কেন? আমাদের কি আর আপনাদের ন্যায় আনন্দের জীবন যে, প্রত্যহ শিকার ক’র্ত্তে যাবো, হাওয়া খেতে যাবো? আমাদিগকে চির জীবন দুঃখের ধান্দা লইয়া বেড়াইতে হয়; আমাদের অত সখ্ ক’র্লে চল্‌বে কেন? যা হোক্ আশা করি, এখন সেই অদ্ভুত জীবন্ত মৃগ শিকারের কৌশল ও গল্প ব’লে আমাকে ধন্য করুন। আমাদের কপালে এ যাত্রা আর প্রত্যক্ষ করা ঘটিবে না। তখন সকলের সম্মুখে মৃজা সাহেব সেই অদ্ভুত কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

“আমাদের মহারাজার একটি মাদী হরিণ আছে, তাহার শৃঙ্গদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ ও বক্র। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, রাজা অথবা ইংরাজ আসিলে তাঁহাকে সেই অদ্ভুত তামাসা দেখান হয়। মৃগটি এরূপ আশ্চর্য্যরূপে শিক্ষিত যে, পাহাড়ের উপর, উপত্যকায় অথবা জঙ্গলে যাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে এবং ফিরিবার কালীন যেরূপে হউক, ২।১টী মদ্দা হরিণকে সঙ্গে লইয়া আসে; যেখানে দর্শকমণ্ডলী একত্রিত হইয়া বসিয়া থাকেন, তাহারই অনতিদূরে কোন এক ময়দান অথবা বৃক্ষতল পর্য্যন্ত ঐ মদ্দা হরিণকে

আনিয়া নানারূপ ক্রীড়াচ্ছলে নিজ শৃঙ্গের সহিত তাহার শৃঙ্গে এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে আটকাইয়া দেয় যে, উহার আর এক পদও নড়িবার ক্ষমতা বা শক্তি থাকে না। পায়ে পায়ে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে পেঁচ দিয়া পেঁচ দিয়া এরূপ সুকৌশলে জড়াইয়া ফেলে যে, সহস্র চেষ্টা ও বল প্রয়োগেও ঐ জঙ্গলের হরিণ কিছুতেই পলাইতে পারে না। চতুর্দ্দিক হইতে এই সময় বহু লোক রসারসি, শিকল প্রভৃতি লইয়া গিয়া জীবদ্দশায় অক্ষত ভাবে ঐ মৃগ ধৃত করে। বহু দেশ হইতে বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই অদ্ভুত শিকার দেখিতে আইসেন।”

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বস্তুতই আমি যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইলাম; বলিলাম “নসিব, সবই নসিব; তগ্‌দির আচ্ছা হোতা তো দেখ লেতা, তগ্‌দিরমে নেহি থা কেইসা দেখেঙ্গে বোলিয়ে।” পরে মহারাজকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইতে বলিয়া সেখান হইতে বাসায় আসিলাম।

হাঁরে তেনা শালা।

উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে বেলা দুইটার সময় আমাদের বাসার সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিবার ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ এবং ঘন ঘন অশ্বের হ্রেযারব শুনিতে পাইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার বন্ধু মিরজা আমেদ হোসেন গাড়ী হইতে নামিয়া ২।৩ বার হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক "ব'ন্দিগি। প্রোফেসর সাহেব, ব'ন্দিগি; মেজাজ সেরিফ" ইত্যাদি বলিতে বলিতে আসিয়া সহাস্য বদনে আমার কর মর্দ্দন করিলেন; প্রতিউত্তরে আমিও "আপকা এনায়েত" প্রভৃতি মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া পার্শ্বস্থিত একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে অপর একখানি চেয়ারে বসিলাম, জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, মহারাজের অনুমতিক্রমে তিনি আমাকে অপর একটী বৃহৎ সরোবরে মৎস্য ধরাইবার মানসে লইতে আসিয়াছেন। অধীনের প্রতি মহারাজের বড়ই মেহেরবাণী, তজ্জন্য বার বার শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বেশ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যাত্রার উদ্যোগ করিলাম।

ধুতি ও একটী বেলওয়ালা পঞ্জাবী পিরান পরিলাম, মস্তকে একটী সাদা চাদরের পাগড়ী বাঁধিয়া টম্‌টমে গিয়া ঘোড়ার রাস ধরিলাম। সঙ্গে

যাইবার জন্য প্রথম হইতেই আমার ভাগিনেয় বালক মন্মথকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলাম—(যিনি ভবিষ্যতে অদ্বিতীয় ঘোড়ার প্লেয়ার হইয়া সমস্ত হিন্দুস্থান, সিংহল এবং কলিকাতার ময়দানে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অশ্ব-ক্রীড়ায় মোহিত করিয়াছেন)—সে ত মুহূর্ত্তমধ্যে ছিপ সূতা মসলা, আটা প্রভৃতি লইয়া গাড়ীর পশ্চাৎভাগের আসনে আসিয়া বসিল। মৃজাজি পূর্ব্ব হইতেই আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। সহিস আরব দেশীয় সুদৃশ্য তেজস্বী ঘোড়ার মুখ ধরিয়াছিল, আমি রাস ধরিয়া সহিসকে "ছোড়্ দেও, হট্ যাও" বলিয়াছি মাত্র এমন সময় পশ্চাৎ হইতে ২। ৩ বার হাঁচির শব্দ শুনিয়া বাধা পড়িয়াছে বোধে রাস সংযত করিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! আমি কি করিয়াছিলাম? বৃহৎ সরোবরে বৃহৎ মৎস্য ধরিবার আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু স্বর্ণলতার নীলকমলকে যে এতবড় বৃহৎ শিকারে ফেলিয়া যাইতেছি, তাহা একবারও মনে হয় নাই।

দেখিলাম, প্রিয় ফটিক চাঁদের চক্ষুদুটী ঘুমঘোরে রক্তবর্ণ; বামহস্তে হুকা এবং বগলে হাত সূতার নলিটী, উপু হইয়া বসিয়া তিনিই ২। ৩ বার হাঁচিয়াছিলেন। আমাদিগের মধ্যে অপর কেহ দেখুক আর নাই দেখুক, আমি বিশেষরূপে দেখিলাম, আমাদের পশ্চাৎ ফিরিতে দেখিয়াই তিনি হস্ত হইতে কি একটি দ্রব্য দূরে ফেলিয়া দিলেন। স্পষ্ট বুঝিতে আমার আর বাকি রহিল না যে, ফটিক চাঁদকে সঙ্গে না লওয়াতে সে ইচ্ছা পূর্ব্বক নাসারন্ধ্রে কোন দ্রব্য দিয়া ঐরূপ মিথ্যা হাঁচিতেছিলেন।

ফটিকচাঁদকে সঙ্গে লইতে ভুলিয়া যাওয়ায় বাস্তবিকই আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম; উপস্থিত আর কি বলি, বলিলাম "বা ফটিকচাঁদ, তুমি যে উঠেছ তবু ভাল। তোমার নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য তোমাকে বার বার ব'লেছিলেম; কিন্তু ভূতনাথ বাবু ব'ল্লেন, কাল অধিক রাত্রি জেগে ফটিক-রাণীকে ৮। ১০ পাতা পূরে তোমার নাকি একখানি জরুরি পত্রের জবাব

দিতে হ'য়েছে, সেই জন্য তোমার ঘুম ভাঙ্গান হয় নাই, নতুবা আমার কি অসাধ যে তোমায় ফেলিয়া যাই" ?

এই কথায় ফটিক একেবারে সপ্তমে চড়িলেন। বলিলেন "আচ্ছা প্রিয় বাবু! শালাদের আমি কি ক'রেছি যে, উহারা দিন রাত 'চিঠিলেখা চিঠিলেখা' করে—ওরা কি লেখে না ? শালারা কি দিনের মধ্যে ২।৩ বার পোষ্ট আফিসে মাগেদের চিঠির জন্য ছোটে না ? এই যে এত মাছ ধ'রে আমরা সব আনি, আমিই কি কেবল খাই ? ও শালারা কি কিছুই খায় না ? সে দিন যে এত বড় বোয়াল মাছ ধ'ল্লুম, আর রাত্রে নতূন ধরণের পোলাও রাঁধলুম, তা কি ঐ ভূতো শালা খায় নি ? আমি নিজে পরিবেষণ ক'রেছিলেম—যথার্থ ব'ল্‌ছি, ঠাকুর যা দিয়েছিল, তা ছাড়া শালা আমার কাছ থেকে প্রায় ১০।১২ খানা মাছ বেশী নিলে। আমি তোমার সঙ্গে গেলে ও শালাদের বুকে যেন শেল বেঁধে। শালারা কেবল 'অপয়া অপয়া' ব'লে ঠাট্টা করে ; আমি না গেলে যে মাছ হবেনা, তা কি শালারা জানে !"

এমন সময়ে আমাদের ম্যানেজার সূর্য্য বাবু, একটী লোটা হাতে, ঘুম-ঘোরে, ট'লিতে ট'লিতে আসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মশাই ! এ বড় অন্যায় কথা ;—ও ফটিকরাণীকে পত্র লিখিলে ওদের অত হিংসা হয় কেন ?" এই কথায় আরো জ্বলিয়া ফটিকচাঁদ বলিলেন "ম্যানেজার মশাই ! আপনাকে একটু মান্য ক'রে থাকি, তা আপনিও আমার পেছনে লাগ্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন ? প্রিয় বাবু, "ফটিকচাঁদ, ফটিকরাণী" ব'লে ডাকেন ব'লে কি দলশুদ্ধ যার যা ইচ্ছা তাই ব'লে ডাক্‌বে ? এবার হ'তে আর যে আমার পেছনে লাগ্‌বে, তাকে এম্‌নি শক্ত ক'রে গালাগালি দেব যে বাবা, ত্রাহি ত্রাহি রবে সকলকে পালাতে হবে"। ফটিকচাঁদের ব্যাপার দেখিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—ইহাতে ফটিক আরো জ্বলিয়া উঠিলেন। মিরজাজি বাঙ্গালা ভালরূপ বুঝি-

তেন না—অঙ্গভঙ্গি এবং কথাবার্ত্তার ভাবে, 'ফটিক বাবু যে বাবুদের উপর ভয়ানক চটিয়াছেন, ও সেই জন্য এখন পর্য্যন্ত সকলের রওনা হইতে বিলম্ব হইতেছে' বুঝিয়া, গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ফটিকচাঁদের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "আইয়ে ফটিক বাবু, আইয়ে—ও বাবুলোগ সব আপ্‌কা দুস্‌মন্ হায়, আপ্ মেরা সাথ আইয়ে।"

এই কথায় শতগুণে জ্বলিয়া, ফটিক বলিল "কেয়া তোম্‌ভি ফটিক ব'ল্‌তে হায়? আমার নাম——চাঁদ, তোম্ না জান্‌তা হায়? খবরদার, ভবিষ্যতে এইসা বাত আমাকে আর মৎ বোলো।" মিরজা সাহেবকে এইরূপ অভদ্রোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি ধমক দিয়া বলিলাম "ফটিক! তুমি কি যথার্থই খেপে গেলে নাকি? হ'লে কি? আজ এই ৮।১০ বৎসর হ'তে সার্কাসের সঙ্গে পশ্চিম বেড়াচ্চ, এখনও হিন্দি কথা কইতে শিখ্‌লে না? উনি কি আমাদের খানাবাড়ীর চাকর যে 'তোম্ তোম্' ব'ল্‌চো, আর ঐরূপ জোর জোর কথা ক'চ্ছো? তোম্ না ব'লে "আপ্" কথাটা ব'ল্‌তে কি এত দিনেও শিখ্‌লে না? বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য চুরানব্বই সালে ফটিকরাণীকে যখন সার্কাসে কোয়েটা ও করাচিতে হাওয়া খাওয়াবার জন্য এনেছিলে, স্ত্রীলোক হ'য়েও ৩।৪ মাসের মধ্যে তোমার ফটিক-রাণী কেমন হিন্দি কথা কইতে শিখেছিলেন। আমার বেস মনে আছে যে, হিন্দুস্থানি চাকর বাকর আর হায়দ্রাবাদ ও করাচির ব্রাহ্ম বাবুদের সহিত অতি সুন্দররূপে কথাবার্ত্তা কইতেন—কিন্তু তুমি এমনি হতভাগা যে, এত দিনেও একটু উন্নতি ক'র্ত্তে পাল্লে না। আর যা কিছু ব'ল্‌তে হয় আমা-দের বল; ওঁরে কেন? মিরজা সাহেব কে তা জান? এই রিয়াসতের একজন প্রধান মুসলমান কর্ম্মচারীর পুত্র; উঁহাকে কি ওরূপ অসভ্যভাবে ব'ল্‌তে হয়?"

আমার নিকট হইতে বিশেষরূপে তিরস্কৃত হইলেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া ফটিক বলিল "চোরের সঙ্গে থাকলেই চোর হ'তে হয়।

কেন বাবা, আমায় কি সকলে আমার আসল নাম ধ'রে ডাকৃতে পারে না? আর আমি ত মিরজা সাহেবকে অপমান ক'রিনি,—ঝিকে মেরে বৌকে শিখিয়েছি—এততেও যদি শালাদের চৈতন্য না হয়, তবে আর কি ক'র্ব্বো বল। আমার আসল নাম ধ'রে ডাকৃতে শিখিয়ে দাওনা কেন"? যাহা হউক, উদার-স্বভাব মিরজা সাহেব ওসকল কথা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না; বহু কষ্ট ও খোসামোদের পর, তিনি হাতসূতা সহ ফটিকচাঁদকে গাড়ীতে উঠাইতে সমর্থ হইলেন।

আমি গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম। দূর হইতে কর্ণমূলে কেবলমাত্র একটী আওয়াজ গেল; পশ্চাৎ হইতে একটা বাচ্ছা-গলায় কে যেন বলিল "ফটিক কাকা! আজ কুচে, কচ্ছপ"—ফটিক চীৎকার করিয়া উত্তর দিল "হাঁরে তেনা শালা"।
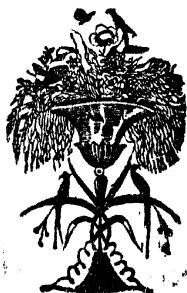
ফটিকচাঁদের বীরত্ব।

র্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তালাও যাইয়া পৌঁছিলাম; সেই তালাও হইতে কেল্লার পশ্চাৎভাগের শোভা অতি চমৎকার দেখা যায়; সম্মুখ অপেক্ষা সেই দিকের কেল্লার র‍্যামপার্ট (উচ্চ প্রাচীর) অতি ভীষণ ও জমি হইতে বহু উচ্চে বোধ হয়। সরোবরটী বৃহৎ হ্রদ বিশেষ। পাথরের বিস্তীর্ণ বাঁধের নীচেই অতলস্পর্শ জল। বৃথা ৩। ৪ স্থানে নড়িয়া চড়িয়া ছিপ ফেলিলাম। ভয়ানক পূবে হাওয়া চলিতেছে; একে গভীর জল, তাহাতে অসম্ভব হাওয়ায় কিছুই মৎস্য হইল না। কিন্তু প্রিয় ফটিকচাঁদ বেস শিকার করিলেন; পূর্ব্ব হইতেই ফটিক তাহার তগি (এ দেশে লোম্‌ডোর কহে) ফেলিয়া বসিয়াছিলেন। সমস্ত দিবসের রৌ আমাদের মস্তকের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। কেহই কিছুই করিতে পারিলাম না—আমার ছিপে মৎস্য একবার ঠোক্‌রাইলও না; সকলেই হতাশ্বাস হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ফটিকচাঁদের হাতসুতার নলি হইতে ঘড় ঘড় করিয়া শব্দ হইল।

ফটিক সলম্ফে চীৎকার করিয়া বলিলেন "বাহবা বেটা, বাহবা"। আমি বলিলাম "ফটিক! টান, টান"। তদুত্তরে ফটিক বলিল, "বড় মাছ ধর্‌বার তুমি কি জান প্রিয় বাবু? এই দেখ কত সুতো নিতে পারে আমি দিই;

টোপ্‌টা ভাল ক'রে গিল্‌তে দাও; এই মাছটা একমণ হউক আর না হউক ৩০। ৩৫ সের যে হবে তা আর সন্দেহ নেই"। এইরূপ কথোপ-কথনের পর হঠাৎ সুতাটানা বন্ধ হইল, ফটিকের অনুমানে বোধ হইল মৎস্যটা পাঁকে বসিয়াছে। ফটিক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ওরে মোনা, এদিকে আয়—আয় দুজনে জোর ক'রে টানি, খুব হুঁসিয়ার"। উভয়ে খুব টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু সুতা আর আসে না, যেখানকার মৎস্য সেইখানেই রহিল।

তখন ফটিকচাঁদ হাত পা চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন;—"ও মিরজা সাহেব, আপনি সব নাশ ক'র্ত্তে হায়—এ মছলি কম্‌সে কম্ দেড় মণ হবে, আপনি জলদি এক আদমি ভেজকে একটা মাটীর কলসি মাঙ্গায় দেও; নইলে আমার বহুত রোপেয়াকা জিনিস আবি ছিঁড়ে লে যাগা।"

মিরজা সাহেব, ফটিকের আধা হিন্দি, আধা বাংলা উন্মাদ-বচন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি ফটিকের মনের অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া, আমাদের পচানির (চারের) কলসীটি অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া বলিলাম "আরে অত লাফাচ্চো কেন? আর ওরূপ বিকট চীৎকারইবা ক'চ্ছো কেন? অত গোল ক'ল্লে কি আর মাছ থেকে থাকে? এই জঙ্গলে উনি কোথায় মাটির কলসী পাবেন? এই পচানির কলসী ভেঙে যা ক'র্ত্তে হয় কর।"

ফটিকচাঁদের বিকট চীৎকারে হ্রদের বাঁধ ও ঘাটের উপর শত শত লোক জমিয়া গেল; মাঠে ও নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে বহু রাখাল ভৈঁইস ও গরু চরাইতেছিল। দলে দলে তাহারা প্রকাণ্ড মছলি শিকার দেখিতে ছুটিয়া আসিল। বিদ্যালয়ের ছুটি পাইয়া নিকটস্থ পল্লীগ্রামের বালকেরা নিজ নিজ গ্রামে যাইতেছিল—ফটিকচাঁদের উলঙ্গ বেশে এরূপ ভীষণ মৎস্য ধরা ব্যাপার দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইল; ক্রমে কাতারে কাতারে লোক জমিয়া যাইতে লাগিল। বালকের স্বভাব স্থির থাকিতে

পারে না; আসিয়াই চেঁচামেচি, হুড়াহুড়ি লাগাইয়া দিল; কেহ বা আপোসে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

ফটিকচাঁদের বহু চেষ্টা ও টানাটানি সত্ত্বেও মৎস্য কিছুতেই উঠিতেছে না; তাহার উপর নির্জ্জন ঘাটে কোথা হইতে অসম্ভব লোক আসিয়া গোলমাল লাগাইয়াছে; ফটিকচাঁদ জ্বলিয়া পুড়িয়া একেবারে তেলে বেগুনে হইলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হট্ যাও শালারা—হিঁয়াসে সব হট্ যাও।" অনেকে ফটিকের আস্ফালন ও হুঙ্কারে এবং ঐরূপ মধুর বচনে সরিয়া যাইল; ছোট ছোট বালকেরা দূরে পলাইল। মিরজা সাহেব বলিলেন "প্রোফেসর সাহেব! আমার বোধ হয়, এ সেই সাবেক মহারাজার আমলের বড় মাছ—আপনারঃকি বোধ হয়?" আমি বলিলাম "বোধ হয় তাই হবে।"

পরে মন্মথের সাহায্যে ফটিকচাঁদ পচানির কলসীটি ভাঙ্গিয়া তাহার কানাটি, হাতসূতার কাষ্ঠখণ্ড অথবা তল্তা বাঁশের নলের মধ্য দিয়া ছাড়িয়া দিল। মিরজাজিকে বলিলেন "দেখুন মিরজা সাহেব! এই সূতাকা উপরসে কল্সিকা কানা যাচ্ছে, এই কানা আবি যাকে মছলিকা মাথাপর লাগেগা, আর মছলি এক দম্সে লাফায়কে উঠেঙ্গে, আবি বহুৎ ক্লান্ত হোগিয়া, আবি মছলি পাঁকছে উঠনেছে ঝট্ ২।৩ আদ্মি জোর করে উঠায় লেগা। আপ্নি মেরা পাস জল্দি আইয়ে, বেইসা মছলি উঠেগা, ওইসা হামারা সাথ আপনি ভি জোর ক'রে টানিয়ে।" মিরজা সাহেবকে আমি ইঙ্গিত করায় তিনি তৎক্ষণাৎ ফটিকের নিকট যাইলেন। ইতিমধ্যে কল্সীর কানা বরাবর সূতার মধ্য দিয়া জলমধ্যে মৎস্যের মস্তকে গিয়া লাগিল।

ফটিকচাঁদের অপূর্ব্ব কৌশলে মৎস্যও ঝাড়িয়া উঠিল; মিরজা সাহেব এবং মন্মথকে লইয়া ফটিক সজোরে সেই মোটা সূতা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। দৃঢ়রূপে মালকোছা বাঁধিয়া খুব সতর্কের সহিত সূতা

ধরিয়া ফটিক বলিতে লাগিলেন "হুঁসিয়ার মিরজা সাহেব, খুব হুঁসিয়ার; মোনা, খবরদার—থোড়া ঢিল প'ড়লে মছলি খোল যাগা; খুব টাইট ক'রে পাখড়ো"। মৎস্যটি ক্রমে নিকটে আসিলে আমি বলিলাম "কেমন ফটিক, মাছটা ৩০।৪০ সের নিশ্চয় হবে? ফটিক বলিল "বাবা, হাসি নয়, তোমরাতো তোম্‌রা, তোমার বাবা যে জাগুলের একজন এত বড় নামজাদা মেছুড়ে, তিনি পর্য্যন্ত এ রকম মাছ কখন ধরেন নাই; ধরা চুলোয় যাক্, কখন দেখেছেন কি না সন্দেহ। বাবা, হাতে যে রকম ভারি ঠেক্‌চে, তাতে দেড় মণ কি সোয়া মণ নিশ্চয় হবে বেস বোধ হ'চ্ছে"। আমি হঠাৎ হাসিয়া ফেলিলাম দেখিয়া ফটিক বলিলেন "আচ্ছা বাবা, ফলেন পরিচীয়তে।"

চতুর্দ্দিক হইতে বালকেরা ঘেরিয়া ফেলিল—ফটিক আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "টান্, টান্, টান্, খুব হুঁসিয়ার,—বেটা ভারি জোর ক'চ্চে,—ভয় নাই, ভয় নাই,—বেটা বেস বড় রকমের থড়া দিয়েছে; মোনা তুই গামছা পর, তোর কাপড় খানা আমায় দে,—কাপড় নইলে এত বড় মাছকে সাম্‌লাতে পারবোনা। প্রিয় বাবু! ভাই, তুমি একবার শীঘ্র এস।" আমি পূর্ব্ব হইতেই ফটিকের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম; বলিলাম "এই যে ফটিক, আমি তোমার নিকটেই দাঁড়িয়ে আছি, কৈ তোমার মাছ কৈ?" "এই দেখ কত বড় মাছ" বলিয়া ফটিক ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে পশ্চাদ্ভাগে দৌড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে এক প্রকাণ্ড গোলাকার জীব দেখিতে পাওয়া গেল। আমি উচ্চ হাস্য করিয়া একদিকে দৌড়িলাম; সাধারণ দর্শক এবং বিদ্যালয়ের বালকেরা করতালি দিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিল "আরে আরে কছুয়া! কছুয়া!! কছুয়া!!!" মোনা উচ্চৈঃস্বরে বলিল—কাকা, "কচ্ছপ! কাকা, এযে কচ্ছপ!" (এ প্রদেশের লোকেরা কচ্ছপকে কছুয়া কহে)।

পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম, দেখি যথার্থই একটা কচ্ছপ! সাত

পুকুরের বাগানে যেরূপ একটি "কাটা" নামক বৃহৎ জীব ছিল, এটি প্রায় তত বড়। যথার্থই এত বড় কচ্ছপ আমরা জীবনে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আসে পাশে জঙ্গলি ভিল প্রভৃতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের একজনকে ডাকাইয়া সেটা দিলাম। ফটিক লজ্জায়, ক্ষোভে এবং ঘৃণায় বাঁধের এক পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িলেন; কোথায় দেড় মণ মৎস্য, তা না হইয়া কিনা একটা প্রকাণ্ড কূর্ম্ম! সকলে নানারূপ বিদ্রূপ করায় ফটিকচাঁদ বলিলেন "না হে, তোমরা ভিতরের মিষ্টি কিছুই বুঝতে পারনি; এ তালাওয়ে ভয়ানক বড় বড় ঝাঁজি আছে। বড় মাছটা ঝাঁজিতে গিয়ে জড়িয়ে খুলে ফেলেছে; আর ঠিক সেই সময়ে এই কচ্ছপ শালা কোথা থেকে এসে টোপটা গিলে সর্ব্বনাশ বাঁধিয়েছে"। ফটিকচাঁদকে কিছু চিন্তান্বিত দেখিয়া আমি বলিলাম "আর ভাব্‌লে কি হবে বল, এর জন্য আর দুঃখ কি? কাল না হয় ফের আসা যাবে, সন্ধ্যা হ'লো, এখন বাড়ী চল।" তখন ফটিক আর কি করেন; কেবল মাত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "[illegible] শালার কথাই ঠিক হ'লো; বাড়ীতে গেলে শালারা, বিশেষ ভূতো শালা—আমায় জ্বালাতন ক'রে মারবে।"

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ৮টা বাজিল। ফটিকচাঁদের মৎস্য শিকারের ব্যাপার শুনিয়া দল মধ্যে একটা ভয়ানক হাসির গট্‌রা উঠিল; ঘৃণায় ও লজ্জায় ফটিকচাঁদ বাসায় রহিলেন না; পরদিন জানিলাম, বাজার হইতে কিছু পুরি (লুচি) ও মিষ্টান্ন খাইয়া ফটিক মিরজা সাহেবের বাটী নিদ্রা গিয়াছিলেন।

ম্যানেজার সূর্য্যকুমার।

র একটী ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দুর্ভিক্ষের কঠোর ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রত্যহ কত প্রকারের বিসদৃশ ঘটনা যে নয়নগোচর হইতেছে, তাহা লিখিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গের কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না; কেবল আর একটী মাত্র দৃশ্য দেখাইয়া এখানকার দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত আখ্যান সমাপ্ত করিব।

এক দিবস বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় খাস মহারাজার নিকট হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিয়া গেল, "আজ মহারাজ সাহেবের ওখানে আপনাদের দলশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ, আপনারা সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাসাদে বেলা ১২ টার সময় আসিয়া বাধিত করিবেন; ঠিক সময়ে সোয়ারি আসিবে।"

ভারতের অনেক রাজা মহারাজা সিধাপত্রে, খাতির যত্নে, আপ্যায়িতে ও টাকায়, এবং শালরুমাল প্রভৃতি বহুবিধ প্রকারে আমাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে এ পর্য্যন্ত প্রাসাদে কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান নাই। মহারাজের বহু বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম "মহারাজ সাহেবকে আমাদের বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইয়া বলিবেন, আমরা বড় বাধিত হ'লেম; কিন্তু

স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা প্রভৃতি লইয়া দ্বিপ্রহরে বাসা ত্যাগ পূর্ব্বক এতগুলি লোকের এককালে যাওয়া বড়ই অসুবিধা; যদি কৃপা করিয়া অধীনদের বাসায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠাইয়া দেন, তবে বড়ই সুবিধা হয়।"

লোকটী চলিয়া যায় দেখিয়া আমাদিগের ম্যানেজার (তখনকার) সূর্য্যবাবু কোথা হইতে আসিয়া অথবা ভিড়ের মধ্য হইতে উঠিয়া তাহাকে বলিলেন—"মহারাজের জয় হউক! তাঁহাকে আরও বলিবে যে, এবার দেশ হ'তে দুর্ভিক্ষ ছুটে পালাবে; যখন সার্কাস পার্টিকে চব্য চষ্য লেহ্য পেয়রূপে আজ খাওয়ান হবে, তখন দেশে অমঙ্গল আর একেবারে থাক্‌বে না; কিন্তু বাবা! তুমি একটি কাজ ক'রো—যা কিছুই হোক, একটু সকাল সকাল পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রো; নিমন্ত্রণের গন্ধে আমার নাড়ী এখনি বাপন্ত ক'চ্ছে"।

এই স্থলে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত এই সূর্য্যবাবুর একটু পরিচয় করিয়া না দিলে, ভবিষ্যতে অনেক স্থলে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে অসুবিধা হইবে বোধে, তাঁহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, তজ্জন্য পাঠকবর্গ আমায় ক্ষমা করিবেন।

জেলা ২৪ পরগণাস্থ বারাসত মহকুমার বামনমুড়া নামক একটী গণ্ড গ্রামে ইহাঁর আদি নিবাস। পিতা শ্রীশিবকৃষ্ণ সেন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং প্রায় চিরজীবনই সপরিবারে পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছেন—সম্প্রতি ব্রহ্মচারীরূপে লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করিতেছেন। পুত্র শ্রীমান্ সূর্য্যকুমার কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, বহু বৎসর একত্রে বাস করিয়াও আমি এখনও তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ১৮৯২ সালে যখন সদলে সমগ্র ত্রিহুৎ পর্য্যটন পূর্ব্বক গোরক্‌পুরে উপস্থিত হই, সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। বাহ্যিক কথা বার্ত্তায় ইহাকে অতিশয় মিষ্টভাষী ও সদালাপী বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই ইহার নিকট নানাবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণে কর্ণ

পরিতৃপ্ত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের লোকের সহিত হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় কথা কহিতে তিনি বেস পটু এবং আহার সম্বন্ধেও লোকটা উচ্চ অঙ্গের খাইয়ে বটে।

একদিবস গোরকপুরে একটী পাদ্রি সাহেবের সহিত তাঁহাকে আমি নানাবিধ ধর্ম্মের আলোচনা করিতে দেখি—সেই খানেই ইঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। পরিচয়ে জানিলাম যে, বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়ের অডিট অফিসে অতি সামান্য মাহিনায় তিনি চাকরি করেন। আমায় বিশেষ অনুরোধ করায় এবং হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় পারদর্শী একটী ব্যক্তির তখন আমার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহাকে সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া ক্রমে ম্যানেজার্ পদে অভিষিক্ত করি।

বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রমে ইঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী শিক্ষিতা হইতেছিলেন—সম্প্রতি তাঁহাকে বিবাহ দিবার জন্য, ইঁহাদিগের আর এক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধীরকুমারের সহিত লক্ষ্ণৌ সহরে আনান হইয়াছে। বিবাহ নাকি লাহোর অঞ্চলের পঞ্জাবী যুবক শ্রীযুক্ত নেহালচাঁদের সহিত হইবে, তাই সূর্য্যবাবুকে ঘন ঘন পত্র লেখায়, তিনি অদ্যই বেলা একটার পর মহোবা ষ্টেসন হইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন—সেই জন্যই মহারাজা-প্রেরিত সেই কর্ম্মচারীকে বলিলেন ;—"যা কিছুই হোক, একটু সকাল সকাল আহার পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রো ; নিমন্ত্রণের গন্ধে এখনি আমার নাড়ী বাপন্ত ক'চ্ছে।"

ম্যানেজার মহাশয়ের কিন্তু এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল ; বেলা ৮৷৷ টার মধ্যে ষ্টেসনে যাইবার জন্য সময় ধার্য্য থাকায়, প্রত্যূষ হইতেই একখানি গো-শকট আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল ; বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, গাড়ীওয়ালা আর অপেক্ষা করিতে চাহে না। সে বলিল "বাবু! হামারা খোটি (খেঁসারত) কোন্ দেগা—সাড়ে আট বাজে গাড়ী ছোড়নেকো বাত থা—আবি কয়তেহো দো বাজে রওনা হোওগে—ও নেহি হোগা, মেরা ঘর হিঁয়াসে বহুৎ দূর হায়—হাম কেয়া

খাগা ? মেরা বয়েল কেয়া খাগা ?" সূর্য্যবাবু বিষম বিভ্রাট দেখিয়া বলিলেন "আরে চোপ্ বেটা চোপ্ ; বয়েল আউর কেয়া খাগা— ওহি ময়দানমে বয়েল ছোড় দেও ; খুব পেট ভরকে ঘাস খানে দেও—থোড়া চুপ্ চাপ্ রহ— রাজবাড়ীছে আনেছে তোম্‌কো পোলাও, মতরঞ্জন, জরদা, কোফ্‌তা, কোরমা, দোরমা সব খিলায়গা ; বেটা, ভরপুর পেট ভরকে খাওগে"। গাড়ীওয়ালা একে নেড়ে, তাহার উপর ঐ সকল মুসলমানি খাদ্যের নাম শুনিয়া একেবারে গলিয়া পড়িল ; আর দ্বিরুক্তি না করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় খাদ্যের যথার্থ নাম মুতঞ্জন, এক রকম উচ্চ অঙ্গের পোলাও বিশেষ ; কিন্তু এই কথাটীর পরিবর্ত্তে সূর্য্যবাবু আনন্দের আবেগে মতরঞ্জন শব্দ প্রয়োগ করিতেন—অথবা তাঁহার স্বরচিত আদরের নামও হইতে পারে। লোকটা বস্তুতই অদ্ভুত খাইয়ে। দিবারাত্র রান্না ঘরের আশে পাশে ঘুরিতেছেন, আর 'উঁহু উঁহা' শব্দে গলা খাকৃরি দিতেছেন। কাঁচা পোয়াতির ন্যায় দিবারাত্র প্যাচ প্যাচ করিয়া থুতু ফেলা রোগটা নাকি তাঁহার বাল্যকাল হইতে আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন, "আমার বড় কপো ধাত, সেই জন্য এইরূপ থুথু ফেলিতে পারিলে, শরীর হইতে অনেক শ্লেষ্মা কাটিয়া যায়"। এতদ্ব্যতীত প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষণ নাসিকা ধ্বনি করিয়া শিথ্‌নি ফেলা এবং গলা হইতে মধ্যে মধ্যে তালশাঁস বা শ্লেষ্মা নির্গত করা শরীরের একটা ক্রিয়ার মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে রান্না ঘরের নিকট একখানি কম্বলের আসনে বসিয়া দিবারাত্র একখানি লৌহের বাঁটের ছুরির দ্বারা পেঁয়াজ রসুন ছাড়াইয়া থাকেন। নিজস্ব একটি ডেক্‌চি চুলার সম্মুখের আঙরায় আছেই আছে ; হয় মাংস, না হয় ভিণ্ডি (ধেঁড়স) ও লঙ্কা চড়চড়ি, না হয় কিমা হইতেছে। যত কথাই হউক, লোকটা আহারের জন্য একেবারে পাগল।

এবং ভুঁইয়ার (ছোট ছোট কচু) তরকারি; বহু প্রকারের শাক ভাজি ও প্রায় ১৫।১৬ প্রকারের আচার। মিঠাই বহুবিধ; বস্তুতঃ অনেকের নাম জানি না। ৪।৫ হাঁড়ি চিনি, নিম্‌কি, সেউ ভাজা, কট্‌কটে ভাজা, ৩।৪ প্রকারের ছোলা ও ডালভাজা, কালাকন্দ প্রভৃতি আরও নানারূপ মিঠাই। মোট কথা আমার খাইয়া আদৌ তৃপ্তি হইল না—কোনরূপে পেট ভরান গেল মাত্র। আমাদের নাকি মিষ্টান্নর দিকে অত লক্ষ্য নাই—বাঙ্গালীর পাতলা লুচি ও উত্তম তরকারি খাওয়া অভ্যাস—তাই, নতুবা অন্যান্য দ্রব্য অতি চমৎকার এবং অপর্য্যাপ্ত ছিল।

সকলের একরূপ চলিতেছে; কিন্তু সূর্য্যবাবুর সে দিবস একেবারে প্রলয় ব্যাপার; যথার্থই খাণ্ডব দাহন। লুচি, মিঠাই যত দেওয়া যায়, আর 'না' বলেন না; দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া রহিলাম—কিন্তু প্রিয় ফটিকচাঁদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল; তাঁহারই বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা গেল, সূর্য্যবাবুর ঠিক বামভাগে তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী 'কমলাকান্তের দপ্তর' রহিয়াছে। অধিকাংশ লুচি ও মিঠাই বামহস্তের দ্বারা নিঃশব্দে তথায় স্থান পাইতেছে। ফটিকচাঁদ জানিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ম্যানেজার মহাশয়! ও কি বাবা—এই কি কলির ধর্ম্ম?" সূর্য্যবাবু উত্তরে বলিলেন, "কেন বাবা, কলিকাতায় যেখানে নিমন্ত্রণ হয়—শুনেছি তুমি নাকি চারিটি পকেটওয়ালা জামা না প'রে যাও না। নিজে পেট ভ'রে খেতে পাও আর না পাও, ফটিক-রাণীর জন্য চারটি পকেট ভ'রে খাবার নিয়ে তবে নাকি নিজে খাও! তবে আর কেন বাবা আমার সঙ্গে চালাকি ক'চ্ছো?"

চিরদিন কখন সমান না যায়।

হার শেষ হইবার আর অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, এমন সময় পঙ্‌ক্তি হইতে খাইতে খাইতে উঠিয়া এক ব্যক্তি একেবারে রাস্তায় আসিয়া অসম্ভব বমন করিতে লাগিল। গলার আওয়াজে পরে জানিতে পারিলাম আহারের সহিত মক্ষিকা ভক্ষণে, আমাদের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার রাখালবাবুর এইরূপ বিপত্তি ঘটিল। তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দেখি, স্থানটা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে—লুচি, কচুরি, মিঠাই প্রভৃতি যাহা কিছু পেটে গিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ বাহির হইল। মুখ হাত ধুইবার জন্য রাখাল বাবু বাটীর পশ্চাৎভাগে যাইলে, উন্মাদিনীর ন্যায় দুইটি বালিকা আসিয়া সেই বমনের নিকট উপস্থিত হইল—আমি হঠাৎ এইরূপ ব্যাপারের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিয়া আসিলাম—দেখি অদ্ভুত ব্যাপার! অতিশয় অদ্ভুত ও শোচনীয় কাণ্ড—মুহূর্ত্ত মধ্যে বালিকাদ্বয় সেই বমন দুই হস্তে অমৃতের ন্যায় আনন্দের সহিত পান করিয়া ফেলিল। হাতে আর উঠে না,—উভয়ে জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া লইতে লাগিল,—সকলে দেখিয়া বিস্মিত—পরস্পর পরস্পরকে ডাকিয়া দেখা-

পারে আমাদেরও একদিন ওরূপ না হইতে পারে? এই অন্ধ মাতার স্বামী ছিল, বাড়ী ছিল, জমি ছিল, লাঙ্গল ছিল, গরু ছিল, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট মান সম্ভ্রম ছিল—কিন্তু হায়! আজ কি না সে অনাথ আশ্রমে পড়িয়া, অকালে জীবনের অমূল্য নিধি চক্ষুধন হারাইয়া, ততোধিক মূল্যবান জীবনের সর্ব্বস্বধন পতিনিধিকে অনাহারে কালের করাল গ্রাসে দিয়া এখনও জীবিত আছে—প্রাণের নিধি অন্ধের যষ্টি কন্যাদ্বয়কে পর্য্যন্ত ক্রোড়ে রাখিতে পারিতেছে না—অন্ধ হইয়াও কাঙ্গালখানার অধ্যক্ষের ভয়ে তাহাদের একবার স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা ঘোর কষ্ট ও যন্ত্রণা আর কি হইতে পারে? নরক আর কাহাকে বলে? নরক যন্ত্রণা কি ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে? আমি ত বলি এই পৃথিবীতেই প্রত্যহ কত শত এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে, যাহাকে স্পষ্টাক্ষরে নরক যন্ত্রণা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। জগদীশ! তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, জীবনে যেন আর এরূপ ভীষণ দৃশ্য আমাদের দেখিতে না হয়—এরূপ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে তোমার এ জগৎ হইতে আমাদের স্বতন্ত্র স্থানে পাঠাইও।

এই সকল ভীষণ ব্যাপার প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করা অসহ্য বোধে মহারাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা শীঘ্র চরথারি পরিত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলাম। নিম্নলিখিত পত্রখানি আমার হস্তে দিয়া প্রিচার্ড সাহেব আমাদিগকে নওগঙ্গ যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যথাসময়ে আমরা হরপালপুর ষ্টেসনে নামিয়া নওগঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

At the invitation of H. H. the Maharaja of Charkhari, I witnessed the performance of Mr. Bose's Great Bengal Circus Company and thought it excellent.

CHARKHARI, 24th August, 1896. } (Sd.) H. T. PRICHARD, Offg. Political Agent, Bundelkhand.

কাশ্মীর যাত্রা।

৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোর সহরে আমরা ছিলাম। জম্বু হইতে বাবু মহেশ-চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের ঘন ঘন ২।৩ খানা পত্র পাওয়ায় আমি ২১শে নভেম্বর রবিবার বেলা ৪টার মেলে রওনা হইয়া উজিরাবাদ জংসনে সন্ধ্যা ছয়টার সময় উত্তীর্ণ হই। ৭টা ৪০ মিনিটের সময় উজিরাবাদ হইতে গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ১০টা ২৯ মিনিটে জম্বু সহরের টাউই (Tawi) নামক ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া থামিল। "উজিরাবাদ শিয়াল কোট-ব্র্যাঞ্চ" লাইনের শেষ ভাগে এই ষ্টেসন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে লাহোর ষ্টেসনে দুইটী বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। লাহোরের একটি বর্দ্ধিষ্ণু উকিল, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার এক ভ্রাতা জম্বুতে কাহার একটি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে আসিতেছেন। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে আসি-লেন, আমি হেমরঞ্জনের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিলাম। সিমলা নয়ান চাঁদ দত্তের গলিতে তাঁহাদের নিবাস—পরিচয়ে জানিলাম তাঁহারা আমাদের সম্পর্কে জ্ঞাতি।

ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া দেখি, একখানি চমৎকার ফিটন আমারই জন্য দাঁড়াইয়া আছে। লাণ্ঠন হস্তে একটি চাপরাসি আমায় গাড়ীতে উঠাইয়া কোচবাক্সে বসিল। সে রাত্রে সামান্য জ্যোৎস্না ছিল—গাড়ী বরাবর চলিতে লাগিল; ক্রমে একটী নদীর সুন্দর পোলের উপর আসিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহার নামও তাউই নদী। গাড়ী যাইবার রাস্তা, ক্রমে আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে; একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি যে এই জম্বু সহরটী অবস্থিত, তাহা আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্ষণপরে একটী সুন্দর দ্বিতল বাড়ীতে আসিয়া আমায় নামাইয়া দিল। জিজ্ঞাসায় চাপরাসি (আলি মহম্মদ) বলিল, "ইহা রাজ সরকারের ডাকবাংলা—আপনার জন্যে উপরের কামরা ঠিক করা হ'য়েছে।" আমরা উভয়ে উপরের কামরায় যাইলাম। গৃহগুলি অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত—সতরঞ্চি ও কার্পেট বিছান। প্রত্যেক গৃহে সুন্দর সুন্দর টেবিল, চেয়ার, খাট, বিছানা, আয়না, কার্পেট, সতরঞ্চি প্রভৃতি রহিয়াছে। ভারতের প্রায় সমস্ত ডাক-বাংলা দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত দ্বিতল ডাক-বাংলা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই।

উজিরাবাদ জংসন ষ্টেসনে আহার করায় ক্ষুধা আদৌ ছিল না—একথা মহেশ বাবুকে বলিয়া পাঠাইলাম; তথাপি মহেশ বাবু একটী লোটা করিয়া দুগ্ধ, কতকগুলি মিষ্টান্ন, সেউ ফল ও মেওয়া পাঠাইলেন। তাহাই আহার করিয়া শয়নে পদ্মনাভ! প্রভাতে ডাকবাংলার ছাদে উঠিয়া সহরের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম; অতি সুন্দর দৃশ্য! আমাদের বাসার পশ্চাৎভাগে ছোট রকমের একটী পল্টনের ছাউনি ও প্যারেড করিবার ময়দান আছে। তাহার পরেই তাউই নদীর সুদীর্ঘ বক্র ধবল রেখা অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে; তদুপরি প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় তাহা রৌপ্যের ন্যায় চক্‌মক্ করিতেছে। অপর দিকে একটি উচ্চস্থানে আজায়াব (মিউজিয়ম) ঘরের বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রাসাদে, নগরের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি

করিয়াছে। পাহাড়ে সহর—সহরের বাড়ীগুলিও ক্রমে স্তরে স্তরে উচ্চস্থানে অবস্থিত হওয়ায় আরো সুন্দর দেখাইতেছে।

বেলা ৯টার সময় সরকারি গাড়ী আসিয়া আমাদের লইয়া যাইল। মাননীয় মহেশ বাবুর বাড়ী যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর এক সঙ্গে অন্নাহার করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হইলাম। মহেশ বাবুর উপাধি বিশ্বাস ; ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ, ইঁহারা নবাব সরকার হইতে পুরুষানুক্রমে এই খেতাব পাইয়া আসিতেছেন।

ক্রমে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড ও বিস্তীর্ণ আঙিনা (প্রাঙ্গণ), তাহারই চতুর্দ্দিকে নানারূপ দপ্তরখানা (Office room)। এই বিস্তীর্ণ আঙিনাকে ইঁহারা বড় মণ্ডি বলেন। অন্যান্য প্রদেশে চাউল, গোধূম, দানা প্রভৃতির আড়তকে মণ্ডি বলে ; কিন্তু কি জানি কেন, এখানকার এই প্রাসাদের প্রাঙ্গণকে মণ্ডি বলে। আমাদিগকে আর এক তোরণ-দ্বার পার হইয়া যাইতে হইল। এখানে ২০৷৩০ জন সিপাহী আমাকে যাইবার প্রতিরোধ করিল ; মহেশ বাবু যখন বলিলেন "খাস মহারাজা বাহাদুর ইঁহাদের লাহোর হইতে আনাইয়াছেন এবং আমার সহিত যাইতেছেন" তখন সকলে শির নত করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল। দ্বিতীয় প্রাসাদে আসিলাম, এটী বিশেষ বড় নয়—প্রাঙ্গণে একটী দিব্য ফুলের বাগান—চতুর্দ্দিকে নিম্ন প্রাচীর বেষ্টিত। ইহারই সম্মুখে রাজদরবারের বৃহৎ হল। আমাদিগকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া মহেশ বাবু স্বয়ং দরবারে এত্তালা দিতে গেলেন—কিয়ৎক্ষণ পরে মহেশ বাবু ফিরিলেন এবং হেমরঞ্জনকে একস্থানে বসাইয়া আমাকে লইয়া গিয়া একেবারে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

বারাণ্ডা পার হইয়া সুবৃহৎ ও বিস্তীর্ণ দরবার গৃহে প্রবেশ করিলাম। কাশ্মিরী জাজিমে গৃহটী মণ্ডিত ; জাজিমখানি অতি সুন্দর—দূর হইতে বস্তুতঃই উৎকৃষ্ট জামেয়ার জ্ঞানে ভ্রম হয়। বৃহৎ গৃহে, বৃহৎ বৃহৎ

বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে; তিন দিকে তিনখানি সুবৃহৎ অয়েলপেণ্টিং ছবি। তিনখানিই তিনটী ইংরাজ মহোদয়ের প্রতিমূর্ত্তি। আশ্চর্য্য, অত বড় হলে আর কোন ছবি বা আর কোন বাহ্যিক চাক্‌চিক্য ও আড়ম্বর দেখিলাম না। একটী নূতন দ্রব্য লিখিবার যোগ্য বোধে লিখিতেছি। আমাদের দেশে যেরূপ দেওয়ালগিরি ও তদুপরি সেজ লাণ্ঠন দ্বারা গৃহ আলোকিত করা হয়, তৎপরিবর্ত্তে বৃহৎ বৃহৎ হরিণের সিং এই দরবার গৃহের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে। প্রতি শৃঙ্গের ৫।৬টী করিয়া শাখা; প্রতি শাখা শৃঙ্গের অগ্রভাগে সেজ রাখিবার এক একটী পীতলের ষ্ট্যাণ্ড রহিয়াছে—তদুপরি স্থাপিত মোমবাতি দ্বারা গৃহ আলোকিত করা হয়। শৃঙ্গের অগ্রভাগগুলি যেটী যেখানে যেরূপ ভাবে বক্র, ঐ পীতলের ষ্ট্যাণ্ডগুলিও সেই অনুযায়ী বক্র অথবা সরলভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাজদর্শন।

রবার গৃহের গাত্রেই পশ্চাৎভাগে সুন্দর স্তম্ভযুক্ত একটী বারাণ্ডা—মহেশ বাবু আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। কাশ্মীর মহারাজের তিন ভ্রাতাই সেখানে উপস্থিত। রাজদরবারের নিয়ম অনুসারে হস্তের তালুকার উপর একখানি রেশমী রুমাল ও তদুপরি কতিপয় মুদ্রা রাখিয়া মহারাজ ও অপর ভ্রাতৃদ্বয়কে বারবার দেখাইয়া নত শিরে বন্দিগি করিলাম। অনেক কথাবার্ত্তার পর 'লাহোরে টেলিগ্রাফ করিয়া সমস্ত কোম্পানিকে আনাইবার জন্য' মহারাজা আমাকে বার-বার অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে আমি বলিলাম "মহারাজ! লাহোরে এখন বড় জোরের সহিত আমাদের ক্রীড়া চলিতেছে। সেখানে আমার যাওয়া ভিন্ন হঠাৎ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে এখানে আনান একরূপ অসম্ভব; অতএব আমি সত্বর সদলে আসিব জানিবেন।"

মহারাজা বলিলেন "রাজপুতানায় কিষণ-গড়ের রাজবাড়ীর এক বিবাহোপলক্ষে আগামী ২রা ডিসেম্বর আমায় জরুরী যাইতে হইবে। আমি 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' এবং 'ট্রিবিউন্' কাগজে আপনা-

দের অতিশয় সুখ্যাতি শুনিয়াছি—বিশেষ ব্যাঘ্রের ক্রীড়ার কথা—আমি ৩।৪ দিন তামাসা দেখিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে শীঘ্র আসা হয় চেষ্টা করিবেন"। আমি অবনত মস্তকে সমস্ত মঞ্জুর করিয়া লইলাম। কাশ্মীরের মহারাজার বেশ ভূষায় বিশেষ কোনরূপ জাঁকজমক দেখিলাম না—সাধারণ লোকের ন্যায় চুড়িদার পায়জামা ও চাপ্‌কান্—অন্যান্য রাজা মহারাজাদের ন্যায় বিশেষ কোন ভড়ং ভাড়ং নাই।

মহারাজার অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম রাজা রামসিং; অপরের নাম রাজা অমরসিং। এই দুই ভ্রাতাই মহারাজা অপেক্ষা অধিক সুশ্রী। মধ্যম রাজা রামসিং সমস্ত কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ (Commander-in-chief); তৃতীয় রাজা অমরসিং সাহেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই (Vice president to the state council) রাজ্যের একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা—অতি সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ। কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম, তিন ভ্রাতার মধ্যে ইংরাজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তিনি অতি সরল ও সদালাপী—সাধারণের সহিত বেস হাসিয়া খুসিয়া কথাবার্ত্তা কহেন।

মহারাজার সম্মুখে অনেক কথাবার্ত্তার পর, রাজা রামসিং আমায় বলিলেন, "আচ্ছা প্রোফেসার সাহেব, আপনাকে আমি একটী দ্রব্য দেখাইব—আপনি ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ সুন্দর দৃশ্য অথবা এরূপ মনোরম্য স্থানে প্রাসাদ আর কোথাও কি দেখিয়াছেন?" এই বলিয়া আমায় ৩।৪ গজ অগ্রে লইয়া যাইলেন। দেখিলাম অপূর্ব্ব দৃশ্য। কাশ্মীরের সুন্দর দৃশ্যাবলীর কথা যদিও বহু বহু ইতিবৃত্ত ও অপরাপর পুস্তকে পড়িয়াছি, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এখান-কার শোভা প্রত্যক্ষ করা পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। যেখানে দাঁড়াইয়া আমরা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলাম এবং যেখানে মহারাজা প্রত্যহ কাছারি করেন, সেই স্থানটী সমভাবে বহুদূর নিম্নে গিয়াছে;

একটী প্রস্তরের বিস্তীর্ণ বাঁধের উপর এই দরবার-গৃহ ও বারাণ্ডা—ইহারই নিম্নে সেই তাউই নদী রেলওয়ে ষ্টেসনের দিক হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই দিকেই আসিয়াছে। জম্বু সহর একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত—ইহার তিন দিকেই তাউই নদী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

আজ নভেম্বর মাসের ২২শে তারিখ; নদীর জলস্রোত এ ভাগে অতি অল্প বেগে প্রবাহিত হইতেছে; শীতকাল প্রযুক্ত নদীর জল অতিশয় কম প্রশস্ত। জলের পরিবর্ত্তে সেই স্থানগুলিতে হরিদ্বর্ণ নবদূর্ব্বাদলের এরূপ চমৎকার শোভা হইয়াছে যে, প্রকৃতির একখানি সবুজ গালিচা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। নদীর মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবন থাকায় আরো চমৎকার শোভা হইয়াছে। কদলী, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষযুক্ত ২।৩টী উপবনের বড় চমৎকার শোভা। দরবার গৃহ হইতে বহু নিম্নে এই সকল দৃশ্য দেখিলে প্রাণে যে কি বিমলানন্দের উদ্রেক হয়, তাহা আর কি বলিব—পরে আরো এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে এই স্থলের শোভা আরো অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে।

নদীর অপর পার্শ্বে, নদীগর্ভ হইতেই একটী পর্ব্বত যেন স্তরে স্তরে নভোমণ্ডলের দিকে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। মহাশিল্পী জগদীশ্বরের সমস্ত কার্য্যই বিচিত্র! নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নব নব বৃক্ষ এবং তরু লতায় পর্ব্বতটী মণ্ডিত—হরিদ্বর্ণের উপবনযুক্ত নদীর অপর প্রান্ত হইতে অদূরে হরিদ্বর্ণের পর্ব্বত অবস্থিত থাকায়, দরবার গৃহ হইতে কি যে একরূপ মনোরম অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা যে না দেখিয়াছে, তাহাকে লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। ভবিষ্যতে হস্তী-পৃষ্ঠে তাউই নদীতে বহুবার বেড়াইয়াছি, কিন্তু দরবার গৃহের সম্মুখস্থ ২।৩ মাইল স্থানের যেরূপ মনোরম উচ্চ অঙ্গের শোভা দেখিয়াছি, জম্বু সহরের নিকটবর্ত্তী আর কোন স্থানে সেরূপ দেখি নাই।

স্বভাবের এই অত্যদ্ভুত শোভা দেখিয়া এবং এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতের

শিরোদেশে "কোন বহুদর্শী বিচক্ষণ মহারাজা কর্ত্তৃক এই স্থানটী রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল" বুঝিয়া, ভ্রাতৃত্রয়ের সম্মুখে আমি বহু বহু তারিফ করিতে লাগিলাম। এবারে খোদ মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রোফেসার সাহেব! আপনার 'সার্টিফিকেট কেতাব' পড়িয়া জানিয়াছি যে, ভারতবর্ষের কোন স্থান পরিভ্রমণে আপনার আর বাকি নাই—আপনাকে রাজা সাহেব পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিলেন না? আর কোথাও কি এরূপ শোভা অথবা এরূপ রমণীয় স্থানে আর কোন রাজ-প্রাসাদ দেখিয়াছেন?"

একই বিষয়ের জন্য বারবার জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিলাম "মহা-রাজ! আমি যদিও কাশ্মীরের অভ্যন্তরে যাই নাই, আমি শুনিয়াছি মহা-রাজের রাজধানী শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী হ্রদ, পর্ব্বত ও উপত্যকার শোভা নাকি অতুলনীয়; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রিয়াসতের সর্ব্বস্থানেই আমি প্রায় ২।৩ বার করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি—এরূপ রমণীয় স্থানে অট্টালিকা এই জম্মু প্রাসাদ ব্যতীত আর এক স্থানে মাত্র দেখিয়াছি।" মহারাজ! যদি অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে সত্য বলিতে কি, সেরূপ অপূর্ব্ব ও অভিনব দৃশ্য আমি কোথাও দেখি নাই। ভারতবর্ষে আর কোথাও সেরূপ স্থান আছে কি না তাও জানি না।"

কাশ্মীরের রাজভ্রাতৃত্রয় আমার কথাগুলি অতি আগ্রহ ও মনযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন—আমি বলিলাম "মহারাজ! উদয়পুরের মহারাণার প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে একটী বিস্তীর্ণ হ্রদ আছে; তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপের উপর, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এবং চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ পর্ব্বত ও নানাবিধ বৃক্ষ লতা থাকায় সেই স্থানের অতুলনীয় শোভায় আমরা বিমোহিত হইয়া-ছিলাম—প্রাসাদের সন্নিকট বা পার্শ্বে এরূপ মনোরম্য স্থান পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখি নাই।"

মহারাজ বলিলেন "প্রোফেসার সাহেব! তুমি যদি কখন শ্রীনগর

যাইতে, তবে সেখানকার হ্রদের অদ্ভুত শোভা দেখিয়া মোহিত হইতে। হ্রদের উপর বাস করিবার জন্য কত প্রকার সুন্দর সুন্দর নৌকা দেখিতে। সেই নৌকায় আহার, বিহার, শয়ন, ভোজন সমস্তই; তোমাদের কলিকাতায় সে শোভা, সে সুখ নাই।” এইরূপ নানা কথোপকথনের পর ভ্রাতৃত্রয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বরাবর ডাকবাংলায় আসিলাম। রাত্রি ৯টা ৫৫ মিনিটে রেলে চড়িয়া প্রত্যূষে লাহোর পৌঁছিলাম।

চিতোর।

ঠক! আপনারা বলিতে পারেন "উদয়পুরের এমন কি বিশেষত্ব দেখিয়াছি, যাহাতে কাশ্মীরের মহারাজার নিকট, তাঁহার নন্দন-কানন-সদৃশ জম্বুর অপূর্ব্ব দৃশ্যের সহিত অন্য সহরের তুলনা করিতে পারি; কিন্তু বিশেষত্ব অবশ্যই কিছু আছে, আপনারা এইটি জানিয়া রাখিবেন। রাজা রাম সিং এবং মহারাজা উভয়েই নাকি জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ সুন্দর স্থলে আর কোথাও কি কোন রাজ-প্রাসাদ দেখিয়াছেন," সেই জন্য বেয়াদব হইয়াও উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম এবং আপনাদেরও কৌতূহল নিবারণের জন্য অতি সংক্ষেপে সেখানকার কিছু পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মেওয়ারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের নাম কে না জানেন? জগদ্বিখ্যাত চিতোর কেল্লায়, মেওয়ারের মহারাণাগণ চিরকাল বাস করিয়া আসিয়াছেন—মুসলমান সম্রাটের দৌরাত্ম্যে মহারাণা উদয়সিংহ চিতোর গড় হইতে বাহির হইয়া আরাবলী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে জগতের এক

রমণীয় স্থানে আসিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং স্বনামে তাহার নাম উদয়পুর রাখেন। পরে তাঁহার পুত্র, ভুবন বিখ্যাত মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং তাঁহার বংশাবলীর ক্রমে সেই স্থান ও প্রাসাদ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক ভীষণ অট্টালিকা করিয়াছেন। পূর্ব্বে রেল না থাকায় সর্ব্বসাধারণের যাইয়া সে দৃশ্য দেখিবার সুবিধা হইত না। কয়েক বৎসর হইল চিতোর গড় ষ্টেসন হইতে দেবারি পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে। উদয়পুর হইতে দেবারি ৪ মাইল মাত্র—পাহাড়ের উপর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি যাতায়াতের বেস রাস্তা আছে।

আমাদের সমস্ত রিজার্ভ গাড়ীগুলি প্রত্যূষে চিতোর গড় ষ্টেসনে কাটিয়া দিয়া গেল। সে সময় "দেবারি" ব্র্যাঞ্চ লাইনের গাড়ী না থাকায় সেখানে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজপুতনার নানাস্থান হইয়া উদয়পুর যাত্রার জন্য আজমীর পরিত্যাগ করি। ষ্টেসনটী শূন্য ময়দানে অবস্থিত—চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিতেছে; কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান ও ২।৪ খানি গোয়ালার কুটীর ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অদূরে এই রেলওয়ে লাইনের পূর্ব্বদিকে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে দেখিলাম; ইহারই ঠিক পূর্ব্ব গাত্রে চিতোর গড়ের জগদ্বিখ্যাত বিরাট দুর্গ আমাদের নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। বেলা তিনটা না বাজিলে দেবারি * যাইবার ট্রেন নাই—সুতরাং সেই স্থলে আমাদিগকে আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হইল। ষ্টেসন মাষ্টারের অনুমতিক্রমে ষ্টেসনের নিকটে একটী বৃক্ষতলে রন্ধনের ব্যবস্থা করা গেল; আমরা সকলে যে যার গাড়ীর ভিতর বাস করিতে লাগিলাম।

* দেবারি ষ্টেসন উদয়পুর হইতে ৪ মাইল মাত্র। তবে উভয় স্থানের মধ্যে এত পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে হয় যে, অন্য স্থানের ৮ মাইল ও এ ৪ মাইল সমান জানিবেন। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, সে সময় দেবারি পর্য্যন্ত রেল ছিল। শুনিতে পাই, অধুনা নাকি উদয়পুর পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে।

অন্যান্য চাকর বাকর ও সহিসেরা বাজার হইতে আটা ও ডাল আনিয়া রসুই চড়াইয়া দিল। আমাদের খাদ্যের জন্য ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইল—দেড়ে মুখুয্যে মহাশয় বাজার করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন; অন্যান্য বাবুদের গাড়ীর নিকট যাইয়া বলিলেন—"আরে ছ্যা—এমন জায়গায় আসে—এখানে আবার গাড়ী কেটে দে যায়? বাবা! তোমাদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই; কেবল উজাড় পাতুরে দেশে ঘুরবে, যতশালা ছাতুখোর—কিছু নেই—দোকানে কিছু নেই; জলখাবারের মধ্যে ... পকোড়ার দোকান আছে মাত্র (তেলেভাজা ফুলুরি ইত্যাদি)। ছাতু, গুড়, আটা, ডাল, চাল ও বড় জোর সেরটাক্ ঘি আছে। এস বাবা, কেউ এ সব খেতে রাজি থাকতো বল, বাজার ক'রে এনে দিচ্চি। এখানে মাথা মুড় খুঁড়লেও একটী আলু কি কোন রকম তরকারি পাবে না।"

মুখুয্যে মহাশয়কেও সকলে 'কাকা কাকা' বলিয়া ডাকিত। সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল "কাকা, বল কি! একেবারে যে ম'রে যাব—তিনটের পর গাড়ী ছেড়ে দেবারি হ'য়ে গরুর গাড়ীতে ২।৩ ক্রোশ গেলে তবে উদয়পুর পৌঁছিব—তাহ'লে রাত যে ঢের হবে—ততক্ষণ খাড়া উপোস ক'রে ম'রে যাব যে খুড়ো" !

আমার নিকট প্রিয় ফটিকচাঁদ ছিলেন—সমস্ত কথাই আমার গাড়ী হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। ফটিকচাঁদ গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "দূর শালা দেড়ে বামনা—ই'রির জন্য ভেবে ম'রছ—এর কাছে ওর কাছে আবার গজর গজর ক'রে ম'রছ কেন? এতক্ষণ আমায় বল্‌তে পারনি? ওরে শালা, তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে এ সব তোড় যোড় নিয়ে বেড়াই কেন? নাংলা বামনা কিনা, তোর বুদ্ধি আর কত ভাল হবে"।

আমাদের গাড়ীগুলি যেখানে, সেখানে প্ল্যাটফরম আদৌ ছিল না।

আর কোনরূপ উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ফটিকচাঁদ সলম্ফে একেবারে লাইনের উপর পড়িয়া দৌড়—একেবারে ভোঁ দৌড়—আমরা কাব্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সকলে গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘোড়া ও মালের গাড়ীগুলি অতিক্রম করিয়া একেবারে কুকুর ও বানরের গাড়ী খানিতে উঠিলেন। ক্ষণপরে এক গাছি ছিপ হস্তে বহির্গত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আমার গাড়ীতে উঠিয়া নিজ ট্রুঙ্ক হইতে একখানি পাঁউরুটি নির্গত করিয়া বলিলেন—"দেখ্, ব্যাটা বাম্না কি করি দেখ্। তুই বাজার থেকে চাল ডাল এনে খিচুড়ি চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা কর্—আর যতটা ঘি আছে, এই বেলা কিনে ফেল্‌গে যা। কেল্লার নীচে ঐ যে একটা নদী দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, তোর খিচুড়ি নামাবার আগে ওখান থেকে কি রকম মাছ ধ'রে আনি দেখ্।" এই কথা বলিয়াই ভোঁ দৌড়।

সূর্য্যবাবু বলিলেন, "পাগ্‌লা মাছ ধ'র্ত্তে পারুক আর না পারুক, মতলবটা ব'লেছে মন্দ নয়—এখনি গিয়ে ঘিটা আট্‌কে ফেল্‌তে হবে বাবা। মুখুয্যে! আর ভাবলে কি হবে বল, চল খিচুড়িরই যোগাড় করা যাক।"

দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চারিটী পাইখানা থাকায় আমাদিগকে হাত মুখ ধুইবার আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না। মুখুয্যে মহাশয়, সূর্য্যবাবু, বামুনঠাকুর ও আর আর চাকর বাকরেরা জল তুলিবার ও আহারাদি প্রস্তুতের জন্য রহিলেন। কতকগুলি বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমি চিতোরের প্রসিদ্ধ দুর্গ দেখিতে চলিলাম—

রেলওয়ে লাইন উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা পদব্রজে বরাবর পূর্ব্বদিকে চলিলাম; তখন বেলা প্রায় ৮টা বাজিয়াছে; একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রায় এক মাইল আসিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাইলাম। নদীর সেতু অতিক্রমণ করিবার সময় দেখি, প্রিয় ফটিকচাঁদ

পোলের নিম্নে বসিয়া মৎস্য শিকার করিতেছেন। তিনি এরূপ তন্ময় চিত্তে বসিয়া আছেন যে, আমরা দলে পুষ্ট হইয়া বহু প্রকারের গল্প করিতে করিতে যাওয়া সত্বেও তাঁহার চৈতন্য হইল না।

পোলের উপর হইতে রাখাল বাবু, প্রকাণ্ড একখানা প্রস্তর খণ্ড ফটিকের চারের উপর ফেলিয়া দিয়া দ্রুত দলে মিলিয়া যাইলেন। ফটিক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কোন্ শালা হায় রে?" পরিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগের দেখিতে পাইয়া বলিলেন "এ ভুতো শালার কাজ—শালা ফিরে এস আগে; চারে ঘা মার্চ্ছো—মাছ খেতে চাইলে গরম হাতা দিয়ে নোলায় ছেঁকা দিয়ে দেবো। আর সবাই মস মস ক'রে যাচ্ছো কোথায়? পাশ না হ'লে ঢুকতে পাচ্ছোনা। আমি কি বাবা, না চেষ্টা ক'রে আর ফিরে এসে মাছ ধ'র্চ্ছি—মহারাণার যে লোক পাশ দেন, সে ঠাকুর সাহেব কোথায় গেছেন—তিনি ফিরে না এলে একটী প্রাণীও ঢুকতে পাবেনা।" উত্তরে ভূতনাথ বাবু বলিলেন, "দূর শালা ফটিক-রাণীর ভেড়ো।"

গড়তো চিতোর গড়

আউর সব গড়িয়া।

পাঠক! চিতোরের দুর্গ মধ্যে যাইয়া আর কি দেখিব? বহির্ভাগ হইতে যে অদ্ভুত ও অভিনব দৃশ্য দেখিলাম, তা আর কি লিখিব। সাধারণতঃ পর্ব্বত মাত্রেই কিছু ঢালু হইয়া উপর দিকে উঠিয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিধাতা কি অপূর্ব্ব কৌশলে ভূমি হইতে প্রায় ত্রিতল সম উচ্চ পর্ব্বতের প্রাচীর সরলভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন, তা যিনি না দেখিয়াছেন; তাঁহাকে কিরূপে বুঝাইব। এরূপ সুন্দর ও ঋজু প্রাচীর—বিশেষতঃ শিরোভাগ সমতল (level) থাকায় কিছুতেই স্বাভাবিক পর্ব্বত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ক্রমে আমরা তোরণ-দ্বারের নিকট আসিয়া পৌছিলাম—আনাদিগকে ক্রমে উচ্চে উঠিতে উঠিতে আরো ২।৩টী বড় বড় তোরণদ্বার পার হইতে হইল। পাশের জন্য প্রহরীরা অবশ্য হাঙ্গামা করিয়াছিল—কিন্তু তাহাদিগকে আমি বুঝাইয়া দিলাম যে "হাম্‌লোগ তোমারা মহারাজ বাহাদুরকা মেমান (অতিথি) হায়—বড়া ভারি তামাসা লেকে আজ উদয়পুর যাতেহেঁ; হুঁয়াসে আপস্

আনেকা বাদ, তোমারা ইয়ে কিলাকা (কেল্লার) ময়দানমে ঘোড়েকো তামাসা হোগা; তোম্‌লোগোকো উস্ বকৃৎ কিসিকো এক কৌড়ি নেহি দেনে হোগা—সবকৈকো এক একঠো মুফৎ টিকট্ মিলে গা।”

আর উচ্চ বাচ্য নাই—ফ্রি টিকিটের নামে তাহারা একেবারে গলিয়া গেল। তাহারাতো তাহারা, থিয়েটার সার্কাস প্রভৃতির ফ্রি টিকিট লইবার জন্য কলিকাতার ধনবান বাবুদের যেরূপ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাদের ন্যায় অশিক্ষিত ব্যক্তি হইয়া যে এরূপ করিবে তাহার আর সন্দেহ কি ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত আমার সঙ্গ হওয়ার পর হইতে এটা বেস জানিয়াছি। তাহারা বলিল, “বহুত আচ্ছা হুজুর! বহুতাচ্ছা!! আপলোগ যব্ মেরা মহারাজা সাহেবকা মেমান হায়, তব্ আপ্‌লোগোকো জরুরি খাতির করনে চাইয়ে।” আমি বলিলাম “না বাবা, তোমাদের আর খাতির টাতির ক’র্ত্তে হবে না—দয়া ক’রে একজন আমাদের সঙ্গে এসে খানিক দেখিয়ে শুনিয়ে যাও, তাতে বরং বড় উপকার হবে।” তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে একজন লোক দিল—যতটা সম্ভব আমরা বেড়াইয়া আসিলাম; চিতোরের সুদৃঢ় কেল্লার পরিধি প্রায় দ্বাদশ মাইলের উপর—২।৪ ঘণ্টা পরিভ্রমণে কত আর দেখিতে পারি, আর দেখিবই বা কি, আপনাদের নিকট আর বর্ণনাই বা করিব কি!

শ্মশান! মহাশ্মশান!! স্তূপাকার ভগ্ন অট্টালিকা, ভগ্ন মন্দির, ভগ্ন প্রাসাদ, ভগ্ন স্তম্ভ দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়! বহুদূর যাইলে ক্রমে বন, নিবিড় বন দেখিতে পাইলাম—জনমানবশূন্য স্থান—নীরব ও নিস্তব্ধ; সমস্ত জগৎ যেন সুপ্ত। স্থানে স্থানে এরূপ ভয়াবহ জঙ্গল যে, বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ অবাধে বাস করিতেছে শুনিলাম।

হায়রে, যে স্থানে সূর্য্যবংশাবতংস বাপ্পারাও রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; যে স্থানে মহারাজ্ঞী কমলাবতী, মীরাবাই, তারাবাই প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য কলাপ দেখাইয়া ভারতের ইতিবৃত্তে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়া-

ছেন; মহারাণা সমর সিংহ, সংগ্রাম সিংহ, জয়মল্ল, রায়মল্ল, কুম্ভরাণা, হাম্বির, চণ্ড প্রভৃতি বীর কেশরীর যে স্থান জন্মভূমি; দিল্লীর সম্রাট, সেই পাষণ্ড আলাউদ্দিন, চিতোরের রাজসতী মহারাজ্ঞী পদ্মিনীর ভুবন-মোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে, যে স্থানে দলে দলে রাজপুত ললনাগণ চিতারোহণ পূর্ব্বক ভারতের ইতিহাসে সতীত্ব রক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সমগ্র জগৎ-বাসীকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন; ভারতবর্ষের নেপোলিয়ান, মহাবল প্রতাপ সিংহ অনাহারে, অনিদ্রায় সপরিবারে আরাবলী পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে, জঙ্গলে জঙ্গলে কাল কাটাইয়া, ভিলগণ কর্ত্তৃক সপরিবারে রক্ষিত ও স্বজাতি শত্রু দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়াও যেস্থান উদ্ধারের জন্য বার বার মোগল সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া হলদী ঘাটের বিরাট যুদ্ধে দিল্লির সম্রাটকে স্তম্ভিত করিয়া জগতের ইতিহাসে স্ববর্ণ অক্ষরে বীরত্ব কাহিনী খোদিত করিয়া গিয়াছেন—হায়রে! সেই স্থানে আমরা বসিয়া—সেই পুণ্যভূমি চিতোর দুর্গে বসিয়া—আমি আজ কি দেখিতেছি? শ্মশান! পাঠক, একেবারে মহাশ্মশান!!

আর দাঁড়াইতে পারিলাম না—অতীত কথার স্মরণে আর পূর্ব্বকালের ভগ্ন কীর্ত্তিকলাপ প্রভৃতি দর্শনে যথার্থই অলক্ষিতভাবে আমার চক্ষে জল আসিল—একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন মন্দিরের রোয়াকের উপর বসিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠক! চিতোরের আর অধিক পরিচয় কি দিব—একটী কথা সমস্ত হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার গুণ গরিমার কতক পরিচয় পাইবেন। বোধ হয় এই নিম্নলিখিত কথাটি অনেকেই জানেন—

"গড়তো চিতোর গড়, আউর সব্ গড়িয়া।
তালাওতো ভূপালতাল, আউর সব্ তালিয়া॥"

ইহার মর্ম্ম এই যে, যদি ভারতে যথার্থ কোন গড় (কেল্লা) থাকে,

তবে জানিবে সে চিতোরের কেল্লা, নতুবা আর সমস্ত দুর্গই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টিত মাত্র;—আর ভারতের মধ্যে যথার্থ যদি কোন জলাশয় থাকে, তবে সে ভূপালের তাল (বৃহৎ জলাশয়); নতুবা আর যত সব তালাও আছে (বড় বড় পুষ্করিণী বা জলাশয়) সে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপর হইতে নীচে নামিতে নামিতে পুনরায় ভীষণ তোরণদ্বারগুলির অদ্ভুত গঠন প্রণালী এবং চতুর্দ্দিকের সেই পূর্ব্ব বর্ণিত ১২।১৩ মাইল পরিধির উচ্চ পার্ব্বত্য-প্রাচীর দর্শনে, দুর্গটি বস্তুতঃই দুর্ভেদ্য ও অজেয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! কালের কি অপার মহিমা! কি কঠোর গতি—সেই চিতোরের জগদ্বিখ্যাত দুর্ভেদ্য ও অজেয় দুর্গও এক সময়ে শত্রুহস্তগত হইয়াছিল।

বেলা অধিক হইয়া যাইল; রৌদ্রের উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় সকলে দ্রুত চলিলাম। দুর্গের শেষ তোরণদ্বার পার হইয়া আমরা পুনরায় সেই সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, প্রিয় ফটিকচাঁদ, মস্তকে একখানি গামছা মাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক তখন পর্য্যন্তও মৎস্য ধরিতেছেন। বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা! কত মাছ ধ'র্লে?" ফটিক বলিলেন, "অনেক মাছ ধ'রেছি" এ নদীতে বড় মাছ নেই—সব মাঝারি মাঝারি, কিন্তু তাতে কি হবে বল—আমাদের দলে মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহতো কম নয়; আর চারটি না ধ'রে গেলে কিছুতেই সকলের কুলোবে না—তোরা তেল্ টেল্ মেখে স্নান টানের যোগাড় ক'র্‌গে যা—আমি আর গোটা কতক ধ'রে ঝাঁ ক'রে যাচ্চি। তোরাতো প্রিয়বাবুর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাবি—তা যা, আমি এই মাঠ দিয়ে একেবারে সিধে যাবো—দেখিস, তোদের আগে পৌঁছিব।"

পান্নালাল ও বনমালী বলিল "তা হ'চ্চে না বাবা! কি ধ'রেছ দেখি—যা হ'য়েছে তাই দাও—তাইতেই এখন বাটী চড়চড়ি লাগাইগে—খিচুড়ির সঙ্গে তোফা লাগ্‌বে।" এই বলিয়া ফটিক চাঁদের কোঁচড় ধরিয়া

টানাটানি আরম্ভ করিল। ফটিক বলিল, "ওরে বেটারা ক'রিস্ কি? ক'রিস্ কি? শেষ কি নেংটো ক'রে দিবি নাকি? মাছ কি আর আমার কাছে আছে—ঐ দেখ ঐ ঝোপের কাছে মাছ আছে।" পান্নালাল গিয়া ৫।৬টী বেলে ও পুঁটি মাছের মত মৎস্য পাইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ওরে বেটা কাকা! এই রোদে ৩।৪ ঘণ্টা ব'সে তুমি মোটে এই ৫।৬টা মাছ ধ'র্লে?" এই কথা শ্রবণে যেন অতি আশ্চর্য্যান্বিত ও চমকিত হইয়া ফটিক সেই স্থলে আসিয়া বলিলেন, "সেকিরে বেটারা—তোরা অবাক্ কর্‌লি যে; আরে আমি প্রায় ৩০।৪০টা মাছ ধ'রেছি, তোরা ব'ল্‌ছিস্ কি?" পরে ক্ষণেক ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন; "ওঃ! হ'য়েছে, হ'য়েছে; ঐ যে নদীর ধারে ৩।৪টী কাক আর ঐ কেল্লার মাথায় চিলগুলো বেড়াচ্ছে, ঐ শালারা এসেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।" একখানি রুমাল নদীজলে ডুবাইয়া বনমালী ফটিকচাঁদের মস্তকোপরি কিঞ্চিৎ জল সেচন করিয়া দ্রুত পলায়ন করিল—ফটিকচাঁদের মুখ বিবর হইতে অমনি অনর্গল গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। সে ব্রজবুলি অশ্রাব্য বোধে সকলেই ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। রেলওয়ে লাইনের উপর আহারের স্থান আর কোথায় পাওয়া যাইবে—যে যার গাড়ীতে আহারাদি করিলাম; যথা সময়ে ব্র্যাঞ্চ লাইনের ট্রেন আসিয়া আমাদের গাড়ীগুলি দেবারি পৌছাইয়া দিল।

উদয়পুর।

এই দেবারি ষ্টেসন হইতে আমাদিগকে পার্ব্বত্য পথে আরাবলী পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া গোশকটে সেই দিবসই উদয়পুর যাত্রা করিতে হইয়াছিল। পাঠক! আপনাদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য এখানকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিছু জানাইতেছি। উদয়পুর সহরটীও একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি অবস্থিত—আয়তনে জম্বু অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং লোকের বসতিও অধিক। কিন্তু জয়পুর, দিল্লী প্রভৃতি সহরের ন্যায়, অর্দ্ধ মাইল বা সিকি মাইল দূরে র‍্যামপার্ট কিম্বা প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর নাই। উদয়পুর সহরটী চতুর্দ্দিক হইতে স্বাভাবিক বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত। উদয়পুর রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে নগর প্রবেশের জন্য ঠিক চারি-চারি মাইল দূরে চারিটী ভীষণ তোরণদ্বার আছে। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ক্রমশঃ নিম্ন স্থানে সেই তোরণদ্বার নির্ম্মিত—সেই তোরণদ্বার হইতে উভয়দিকে প্রস্তর খণ্ডের উচ্চ প্রাচীর, উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের শিরোদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সেই সেই পর্ব্বতোপরি ও তোরণদ্বারের নিকট প্রচুর পরিমাণে সেনা থাকিবার বারিক। অবশিষ্ট পরিধি কেবল পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত।

পর্ব্বতগুলি বস্তুতঃ অনেক স্থলে দুরারোহ। সেই চারি মাইল দূরস্থিত তোরণদ্বার হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত ক্রমাগত কখন উচ্চ, কখন নিম্ন পর্ব্বত

থাকায়, সহরটী স্বভাবতঃই দুর্ভেদ্য দেখিলাম, ; শুনিলাম মহারাণা উদয়-সিংহ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির রাজত্ব কালে সেই ভীষণ পর্ব্বত মালার উপর প্রায় চতুর্দ্দিকে বরাবর সেনা-নিবাস ছিল। চিতোর গড় হইতে আসিবার কালীন যে দ্বার দিয়া আমরা এই নগর প্রবেশ করি, তাহার নাম দেবারি ; সেখান হইতে চিতোর গড়ের কেল্লা ও কোটা বুন্দি প্রভৃতি রাজ্যে যাওয়া যায়। যে দ্বার দিয়া ভবিষ্যতে আমরা নগর হইতে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ নাথদ্বার (নাথ্ :দ্বোয়ারা) মহা তীর্থের জন্য বাহির হইয়া যাই, তাহার নাম আমার স্মরণ নাই, তবে সেই দিক হইতে মাড়ওয়ার, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। পশ্চিম তোরণদ্বারের পথ কাঠিওয়ার, গুজরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতির দিকে গিয়াছে ; দক্ষি-ণের দ্বার দিয়াও ঐ গুজরাট অঞ্চলে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে যাওয়া যায়।

এখানকার রাজপ্রাসাদ, জম্বুর ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি অব-স্থিত। কিন্তু যথেষ্ট বড় এবং উপরে ৩।৪ মহল হইবে। ইহার পশ্চাৎ-ভাগে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। একটী সুবৃহৎ হ্রদ—হ্রদের চতুর্দ্দিকই পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত ; সাধারণ প্রস্তরের বর্ণ যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাতো কিছুই দেখিলাম না—পর্ব্বত গুলি প্রায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—এরূপ মনোরম স্থলে এরূপ বর্ণের পর্ব্বত, হ্রদের চতুষ্পার্শ্ব হইতে নানা ভঙ্গীতে গগনমার্গে উত্থিত হওয়ায় কিরূপ অভিনবঃদৃশ্য হইয়াছে, উদয়পুরে আসিয়া যে ব্যক্তি তাহা না দেখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে কিরূপে বুঝাই ?

প্রাসাদের দিকে অতি সুন্দর প্রস্তরের বাঁধ, সেই বাঁধের উপর সুপ্রশস্ত রাস্তা বরাবর গিয়াছে। সেই রাস্তা ও প্রাসাদের মধ্যে কয়েকটী অতি সুন্দর কৃত্রিম উপবন, বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকেই কৃষ্ণবর্ণের পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত থাকায়, এত মনোরম ও সুদৃশ্য হইয়াছে যে, ভারতে সেরূপ দৃশ্য আর দ্বিতীয় আছে কি না তাহা আমি জানি না। সেই হ্রদের মধ্যস্থিত দুইটী দ্বীপের উপর দুইটী সুন্দর অট্টালিকা থাকায়, আরও

এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। দ্বীপের কোনরূপ চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। অগাধ জল হইতে উত্তোলিত (যেন স্বভাবতঃ উত্থিত) স্বতন্ত্র স্থানে দুই টী স্বতন্ত্র অট্টালিকা দেখিলাম। শুনিলাম, একটি গত মহারাজার নিজ হাওয়া খাইবার জন্য; অপরটী নাকি দিল্লীর সম্রাট সাজেহান বাদসাহের জন্য নির্ম্মিত হয়। যখন নানা লোকের কুব্যবহারে অতিরিক্ত পীড়িত সম্রাট সাজেহান এই অট্টালিকায় আসিয়া অবস্থিতি করেন; তৎকালীন মহারাণা খাস সম্রাটের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই সুবৃহৎ ও সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী ঘাট হইতে সেই দুই দ্বীপে যাইবার জন্য রাজ সরকারের বহু বোট, নৌকা ও বজরা আছে। বহু দূরদেশ হইতে আগত শত শত দর্শক প্রত্যহ জলযানে যাতায়াত করিতেছে।

ভারত-গৌরব, দেশপূজ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহোদয় রাজস্থান ভ্রমণ করিতে আসিয়া কার্য্যগতিকে উদয়পুর পরিদর্শন না করিতে পারিয়া "র্যাম্‌বেল্‌স্‌-ইন্‌-ইণ্ডিয়া" (Rambles in India) নামক তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

" * * * I shall always regret that I was compelled to leave Rajasthan without seeing this marvellously picturesque place. Those who have seen Udaipur say that it is difficult to conceive anything more lovely than the beauty of this city, "when the early sun lights up the marble of the water palaces, with the dark water beyond, and the still darker back-ground of the hills."

একটী প্রবীণ ব্যক্তি (মুসলমান) এখানকার রাজদরবারের চিকিৎসক এবং বেস ধনবানও বটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সাহেব, উদয়-

পুর মহারাণার একজন সর্ব্ব প্রধান এডিকং (Aid-de-camp)। আমাদের অবস্থিতির জন্য মহারাণার আদেশ অনুযায়ী উক্ত ডাক্তার সাহেবের বাড়ীর নিকটেই আমরা একটী প্রকাণ্ড বাড়ী পাইয়াছিলাম। প্রত্যহ পরস্পর পরস্পরের বাড়ী যাতায়াত ও একত্রে বন্দুক বর্শা প্রভৃতি লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরাবলী পর্ব্বতের নানা স্থানে নানাবিধ জন্তু শিকারে যাওয়া আসায়, সেলিম সাহেবের সহিত আমার কেমন একরূপ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছিল যে, এখন সে কথা স্মরণ হইলে বস্তুতঃই তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা জনিত কষ্টে আমার প্রাণ বড়ই আকুল হয়। সেলিম সাহেবের কৃপা গুণে আমি মহারাণার দরবারে পরিচিত হই,—সেলিম সাহেবের অনুগ্রহেই প্রাসাদে যাতায়াতের জন্য দুইখানা সোয়ারি (গাড়ী) ও সেই জগদ্বিখ্যাত উদয়-সাগরে প্রত্যহ ভ্রমণের জন্য একখানি সুদৃশ্য নৌকা ব্যবহারের অনুমতি পাই। আমি সময় পাইলেই সদলে যাইয়া প্রায় প্রত্যহ সেই হ্রদে ভ্রমণ করিতাম এবং কর্ণধার, নাবিক প্রভৃতির সাহায্য আদৌ না লইয়া ব্যায়াম চর্চ্চার জন্য আমরা নিজেরাই সে কার্য্য সারিয়া লইতাম।

পাঠক! "জগদ্বিখ্যাত" উদয়-সাগর লিখিবার কারণ শুনুন। উপরে একস্থানে লিখিয়াছি, "রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী ঘাট হইতে সেই দ্বীপে যাইবার জন্য, রাজ সরকারের বহু বোট, নৌকা ও বজরা আছে—বহু দূরদেশ হইতে আগত শত শত দর্শক প্রত্যহ সেই সকল জলযানে যাতায়াত করিতেছে।" 'দূরদেশ' অর্থে এস্থলে কেবল কলিকাতা বা বোম্বাই অঞ্চলের ব্যক্তি নয় জানিবেন। সুদূর ইয়ুরোপ খণ্ডের খাস ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ইটালিয়ান্, আমেরিকান প্রভৃতি বড় বড় শ্বেত মূর্ত্তিকেও প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম। হায়! আমরা ভারতবাসী হইয়া জানি না যে, এই ভারতের মধ্যে কত কি অপূর্ব্ব দর্শনোপযোগী স্থান আছে—হায়! আমাদের মাতৃভাষায় এরূপ কোন উচ্চ অঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নাই

(বা থাকিলেও আমরা পড়িতে চেষ্টা করি না), যাহাতে এইরূপ মনোরম স্থান সকল পরিভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিতে চাহে। আমরা কেবল আগ্রার নিজামুদ্দিন, সেকেন্দ্রা, তাজমহল; দিল্লীর সব্‌দর্‌জঙ্গ, হুমায়ুনটুম্ব, জুমামস্‌জিদ, কুতবমিনার; লক্ষ্ণৌয়ের হোসেনাবাদ, মক্তি ভবন প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যের অতুল বৈভব পরিচায়ক কৃত্রিম দৃশ্য দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে জানি এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনের নিকট মাসাধিক কাল সদর্পে দেশ ভ্রমণের অপূর্ব্ব গল্প করিয়া থাকি—কিন্তু হায়! আমাদিগের আর্য্য জাতির পূর্ব্বকীর্ত্তি বা হিন্দুদিগের অলৌকিক কার্য্য কলাপ ও এই ভারতের কত স্থানে কত প্রকার অত্যদ্ভুত প্রাকৃতিক শোভা বিরাজমান রহিয়াছে, সে সকল জানিতে বা দেখিতে আমরা জীবনে কখন ভ্রমেও চেষ্টা করি না। দুই চারিটী উদাহরণ স্বরূপ না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

চিতোরের প্রসিদ্ধ অজেয় কেল্লা; উদয়পুরের এই উদয়-সাগর ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশ; বুন্দেল খণ্ডের পান্নারাজ্যের সন্নিকটে "পটার্‌কা নালা" নামক একটী উপত্যকা, যেখানে পাণ্ডুয়া নামক একটী মহাদেব মূর্ত্তি আছেন—ভাইজাগাপাটান সহরের নিকট বিজানা গ্রাম মহারাজ নির্ম্মিত "সীমাচলম্" নামক পর্ব্বতোপরি উঠিবার জন্য চারি আঙ্গুল পরিমিত উচ্চ উচ্চ ধাপযুক্ত সহস্রাধিক প্রস্তরের প্রশস্ত সিঁড়ি, ও বহু উচ্চে শিখরদেশে একখানি সুন্দর গ্রাম ও দেব মন্দির; উড়িষ্যায় প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরের মন্দির ও তৎগাত্রে আর্য্য জাতির অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্য; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ট্রিচিনাপোলির দুরারোহ পর্ব্বতোপরি অপূর্ব্ব কৌশলে নানাবিধ কারুকার্য্যময় মন্দির; কাবেরি ও কোলারম্ নদীর মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে সাতটী র‍্যাম্‌পার্ট (উচ্চ প্রাচীর) যুক্ত শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ মন্দির; সিন্ধুপ্রদেশে সক্করের সন্নিকট সিন্ধু নদের মধ্যস্থলে সাতবেলা নামক অপূর্ব্ব মনোরম দ্বীপের উপর শিখ সম্প্রদায়ের মন্দির প্রভৃতি কত

কত যে দর্শনোপযোগী স্থান আছে, তাহা এক্ষণে লিখিয়া আপনাদের আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না—অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে অভাগার এই "ভ্রমণ বৃত্তান্ত" পাঠ করিলে ক্রমে সকলই জানিতে পারিবেন।

সকল কথা মনে হইলে বা ভাবিলে প্রাণটা যথার্থই কেমন কেমন করিয়া উঠে—তাই বলিতেছিলাম, "হায়রে! ভারতের অধিবাসী হ'য়ে ভারত সন্তান হ'য়ে, আমরা এ সকল হিন্দু কীর্ত্তি ওপ্রাকৃতিক শোভা সকল দেখিতে যাই না—যাওয়া দূরের কথা উপায় সত্বেও জানিতে চেষ্টা করি না," কিন্তু ভাই দেখ,—পাঠ করিয়া—কেবল মাত্র কোন ইয়ুরোপীয় পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অথবা ভারতের ইতিবৃত্ত পাঠে সহস্র সহস্র ক্রোশ হইতে, সহস্র সহস্র মুদ্রা অজস্র ব্যয় করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া দূরদেশিগণ ভারতে আসিয়াছেন ও আমাদেরই মুখে চূণ কালি দিতেছেন! দারুণ গ্রীষ্মাধিকা বশতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা রাজপুতানায় গ্রীষ্মকালে তাঁহারা কোন ক্রমেই যাইতে পারেন না; কিন্তু শীতকালে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, কাণপুর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ইংরাজি হোটেল এবং জয়পুর, ভরতপুর উদয়পুর চিতোর প্রভৃতি স্থানের ডাকবাংলা বা রেলওয়ে রিফ্রেসমেণ্টরূমে ইয়ুরোপিয়ান পর্য্যটকদিগের অসম্ভব জনতায় তিলার্দ্ধ স্থল খালি থাকে না!

কিন্তু ভারতের ধনকুবের যাঁহারা—বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভায়ারা—আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত বা স্ত্রী পুত্রের মধ্যে কেহ অন্য কোনরূপ দুঃসাধ্য ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলে ডাক্তার, কবিরাজ, অবধূত প্রভৃতি চিকিৎসকের নিকট হইতে উপেক্ষিত হইয়া গঙ্গা যাত্রার সময় উপস্থিত না হইলে, পশ্চিম প্রদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার সুযোগ পান না। তবে খুড়ি—আমারই বল্‌বার ভুল হ'য়েছে;—এই যে রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষগণ কৃপা পুরঃসর শ্রীশ্রী ৺

দুর্গা পূজার ছুটি উপলক্ষে কন্‌সেসন্ (concession) দেন—অর্থাৎ এক ভাড়ায় যাতায়াত উভয়ই হয়—সেই সময় অবশ্য দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে, স্ত্রী বা উপপত্নী সঙ্গে, বড় বড় পেটওয়ালা বা বড় বড় হোমরাই চোমরাই বাবুদের দেশ পর্য্যটন বা ভারত উদ্ধার করিতে দেখিয়াছি বটে!

আরব সমুদ্রের উপকূলে পোরবন্দর নামক স্থানে পূজার ছুটির সময় যাইবার জন্য আমি একবার একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্ব্ব বর্ণিত বাবুদের ন্যায় গুটিকতক শাঁশালো বাবু ও বাবুনীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থান সমস্ত একেবারে পূর্ণ ছিল; ২।১ খানি রিজার্ভ করা গাড়ীর গাত্রে লেভেল পড়িয়া দেখিলাম, লেখা আছে "হ্যাট্‌রাস্ জংশন (Hathras junction)। তখনি বুঝিলাম, ইহাঁরা বৃন্দাবন যাত্রী—এই হ্যাট্‌রাস জংশন হইয়া মথুরার গাড়ীতে উঠিবেন এবং পরে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চয়ই ব্রজলীলা পূর্ণ করিবেন। আর একখানা গাড়ীতে লেখা আছে, "মোগল সরাই।" এবারেও আর বুঝিতে আমার বাকি রহিল না যে, বাছাধনেরা শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে যাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে যাইতেছেন। হা ভগবান! এই সমস্ত লঘু-হৃদয় বিলাসিগণের জন্যইকি এই সকল মহা তীর্থ স্থাপিত হইয়াছিল!

বাবুরা সংখ্যায় অধিক হউন আর নাই হউন, কিন্তু তাঁহাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যার মোটা মোটা গাঁটরি, বৃহৎ বৃহৎ ষ্টিল ট্রঙ্ক ও কেল্‌নার কোম্পানির মার্কা মারা হুইস্কির বাক্স, সোডা, লেমোনেডের ঝুড়ি, জলের কুঁজা, গড়গড়া প্রভৃতিতে, গাড়ি এরূপ পরিপূর্ণ, এমন একখানি গাড়ী পাইলাম না যে, তাঁহাদের পদপ্রান্তে একটু আড় হইয়া বসিয়া যাইতে পারি। কি করি, বিশেষ প্রয়োজন—যাইতেই হইবে; অন্য আর কোন উপায় নাই; আর সঙ্গে এত টাকাও নাই যে, কলিকাতা হইতে আরব সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া যাই—আর টাকা সঙ্গে থাকিলেই বা সামর্থ্য

কৈ ? অবশেষে ইণ্টারমিডিয়েট্ গাড়িতে উঠিলাম—সেখানেও প্রায় তদ্রূপ ! বহু কষ্টে উপরের ঝোল্নায় (Hanging bed) কোনরূপে শয়ন করিয়া রাত কাটাইলাম। পরদিন প্রাতঃকাল মোগলসরাইয়ে গাড়ী থামিলে বারাণসী যাত্রী ২।১ বাবুর দল গাড়ী খালি করিয়া দিলে আমি তথায় যাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া জান বাঁচাইলাম।

রেলওয়ে কোম্পানির কিন্তু এ ঘোর অত্যাচারের কথা—এত লগেজ কোন ক্রমেই গাড়ীর মধ্যে উঠাইতে দেওয়া (অর্থাৎ with owner করা) উচিত নহে, সম্ভব মত দ্রব্য গাড়ীতে দিয়া বাকি সমস্তই ব্রেক্ভ্যানে দেওয়া উচিত। হায়রে ! কেই বা বলে, আর কেই বা শুনে। বেবন্দোবস্তের দোষে, বসিবার স্থান থাকা সত্ত্বেও লোকে যে স্থানাভাবের ভয়ে উচ্চ শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারে না, রেলওয়ে কোম্পানির একি কম অত্যাচার ও তাহাদের লোকসানের কথা।

মহারাণা ও

রেসিডেণ্ট সাহেব।

ঠক! নানা কথায় মূল বক্তব্য হইতে বহুদূরে আসিয়াছি। আশা করি তজ্জন্য নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। সেলিম সাহেবের অনুগ্রহে উদয়পুরের মহারাণার দর্শন পাইলাম—এক সময়ে এই সুন্দর প্রাসাদ মহারাণা প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যোদ্ধার আবাস গৃহ ছিল বোধে, যথার্থই প্রাণে যে কত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম তাহা কি লিখিব।

যে প্রতাপসিংহ "চিতোর পুনরুদ্ধার না করিয়া, বৃক্ষতলে অথবা পর্ব্বত কন্দরে তৃণ শয্যা ব্যতীত অন্য কোনও শয্যায় শয়ন করিতেন না—সেই ব্রত উদ্যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্তিকা-পাত্র বা বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য কোনও পাত্রে যিনি ভোজন করিতেন না; ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ আপন আপন ইষ্ট সাধনার্থও যাঁহার অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করিতে পারেন নাই; সমগ্র জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাঁহার অপেক্ষা জীবন-ব্যাপী উদ্যম করেন নাই," সেই দেশপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের আবাস গৃহে আমি উপস্থিত—প্রতি প্রাঙ্গণ, প্রতি গৃহ, প্রতি বারাণ্ডা, প্রতি স্তম্ভ আমার

নয়ন সমক্ষে যেন রাণাগণের পূর্ব্ব স্মৃতি, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। রাজবাটীর বাহ্যিক দৃশ্যে, ইতিহাস বর্ণিত পূর্ব্বকার জাঁক জমক, ভড়ং ভাড়ং কোনও বিষয়ে যে হ্রাস হইয়াছে, এমন তো বোধ হইল না। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বহু হস্তী ও উচ্চ অঙ্গের নানা জাতীয় বহু বহু অশ্ব সারি সারি বদ্ধ রহিয়াছে। চাকর বাকর, লোক লস্কর, জমাদার চোপদার, কিছুরই অপ্রতুল নাই। সমস্ত সহর, রাজবাটী, সর্ব্বদাই রম্ রম্, গম্ গম্ করিতেছে। নানা কার্য্যের জন্য নানা স্থান হইতে রাজপুত অশ্বারোহিগণ দলে দলে যাতায়াত করিতেছে। কতিপয় শ্বেতকায় পুরুষকেও গমনাগমন করিতে দেখিলাম।

নানা বিষয়ের কথা বার্ত্তার পর, আমি মহারাণাকে বলিলাম, "মহারাজ! আপনার কৃপায় আমি অনেক রাজদরবারে গিয়েছি, অনেক রাজা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু আপনার সহরে এসে এবং মহারাজ বাহাদুরের শ্রীচরণ দর্শনে আমার প্রাণে যে কি সুখ হ'চ্চে. তা আপনাকে কি ব'লে প্রকাশ কর্ব্বো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" মহারাণা বলিলেন, "ইয়ে আপ্‌কা মেহের বাণী—বাঙ্গালী লোগ বড়া সাঁচ্চা হোতা হায়—হাম বাঙ্গালীওকো বড়া পেয়ার করতেহেঁ" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "মহারাজ! এ আপনার বড় অনুগ্রহ যে, বাঙ্গালী জাতিকে আপনি মন প্রাণের সহিত ভালবাসেন—এ আমাদের অবশ্য যথেষ্ট সৌভাগ্য ব'লতে হ'বে।

যে মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের অধিপতি মোগল সম্রাটের প্রভূত বীরত্ব, ঐশ্বর্য্য ও বাহুবল প্রয়োগ হইয়াছিল, যাঁহাকে দলিত করিবার জন্য রাজস্থানের সমৃদ্ধিশালী রাজারা একত্র হ'য়ে, দলে দলে মুসলমানের সহিত যোগ দান করিয়াছিল; যিনি সপ্তরথি পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় এককালে চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও একাকী হলদী ঘাট প্রভৃতির যুদ্ধে অসাধারণ শৌর্য্য

ও অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া সমস্ত জগৎবাসীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া ভারতের নেপোলিয়ান্ নামে অভিহিত হইয়াছেন—মহারাজ! সেই পুণ্যাত্মা মহারাণার বংশধর আপনি—সেই মহাবীর মহাত্মা প্রতাপ-সিংহের বংশধর আপনি—এখনও আপনি সেই মেওয়ারের সেই রাজ-তক্তে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মহারাজ! হিন্দু আমরা—আপনাকে দেখিয়া আমরা যে সুখ ও আনন্দ পাইলাম, তা আপনার সাক্ষাতে কি জানাইব! মহারাজ! আপনার নিকট আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, হিন্দি ভাষায় এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস নাই—রাজপুতানার হিন্দু রাজা-দিগের মধ্যে, মান সম্ভ্রমে উদয়পুরের মহারাণা এখন পর্য্যন্তও শ্রেষ্ঠ। মহারাজ, আর কিছুই না হউক, অন্ততঃ রাজস্থানের, বিশেষতঃ মেওয়ারের একখানি ইতিহাস প্রচার করান কি আপনার কর্ত্তব্য নহে? আমার এরূপ অনধিকার চর্চ্চার কারণ শুনুন;—এই রাজপুতানার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপর সাধারণ ব্যক্তির সহিত এ বিষয়ে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজি আদৌ জানেন না। উর্দ্দুও হয়তো নামে পড়িয়াছেন—সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষায় কোন-রূপ ভাল ইতিহাস না থাকায়, ঐ দুই ভাষায় তাঁহাদের ভালরূপে ব্যুৎপত্তি থাকিলেও এ বিষয়ে অনেকে অজ্ঞ দেখিলাম।

রাজপুত রাজাগণের অমিত তেজ, বিক্রম ও বল বীর্য্য এবং মুসল-মান সম্রাটগণের সহিত তাঁহাদের ঘোর যুদ্ধ বিপ্লব প্রভৃতির বিষয়, সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী বঙ্গের অধিবাসী হ'য়ে আমরা যতদূর জানি এবং এই রাজস্থানের রাজন্যবর্গের—বিশেষতঃ মেওয়ারের মহারাণাগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে আমরা যত আনন্দ উপভোগ করি, এখানকার মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াও ততদূর সংবাদ রাখেন কি না বা সে সুখ, সে আনন্দ উপভোগ করেন কি না, তা বলিতে পারি না।

আপনার এই উদয়পুর সহরের মধ্যেই আমাদের বাসার নিকট একটি পণ্ডিতজীর ক্ষুদ্র টোল আছে। সেখানকার ২।১টি ছাত্রের নিকট এই সকল ইতিহাস বর্ণিত রাজা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ আদৌ সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না। আবার সেই পণ্ডিতজী—এই ছাত্রগণের পূজ্যপাদ গুরুদেব যিনি—তিনি কখন বলেন 'জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজেহান,' কখন বলেন, 'সাজেহানের পুত্র জাহাঙ্গীর' কখন বলেন—'দুর্দ্দান্ত আওরঙ্গজেব চিতোর জয় করেন,' কখন বলেন, না ভুল হ'য়েছে 'জাহাঙ্গীর করিয়াছেন'—মহারাজ! এ কি কম আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় যে, অত বড় বিদ্বান ও জ্ঞানী পণ্ডিত এই সকল স্থূল স্থূল ঘটনার সংবাদও রাখেন না।"

আমার কথার উত্তরে মহারাণা বলিলেন "আপনি যা বলিলেন, তা সমস্তই ঠিক—আপনি কেন—এ অনুরোধ আমায় অনেকে ক'রেছেন। এ অভাব আমি স্বয়ং বিশেষ অনুভব করি। সেলিম সাহেবের সহিত কাল আমি আপনাকে এক স্থানে পাঠাবো—দেখিবেন রাজস্থানের কত বড় বৃহৎ গ্রন্থ প্রচারের আয়োজন হ'তেছে। এই নগরবাসী কোন এক বিচক্ষণ মহা পণ্ডিত তাহা লিখিতেছেন,—আমার বোধ হয় রাজস্থানের এত বড় ইতিহাস পূর্ব্বে আর কোন ভাষায় প্রচার হয় নাই। তা দেখে প্রোফেসার সাহেব! আমি নিশ্চিত বল্‌তে পারি আপনি খুব সন্তুষ্ট হবেন।"

এইরূপ নানা কথার পর, 'দুই রাত্রি ক্রীড়ার জন্য' অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মহারাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় আসিলাম। প্রাসাদের সম্মুখে সেই বিস্তীর্ণ ময়দানে তাম্বু পড়িল। মহারাজ্ঞী ও রাজান্তঃপুরের অপরাপর মহিলাগণ, ত্রিতলের কামরা হইতে সার্কাসের ক্রীড়া দেখিবেন সংবাদ আসিল—তাম্বুর কানাত খুলিয়া দিলেও অত উচ্চ হইতে কোন-

ক্রমে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—মহাচিন্তান্বিত হইলাম; কিন্তু প্রিয় সত্যলালের যত্ন ও কৌশলে সেই বৃহৎ তাম্বুর সম্মুখস্থ দুইখানি মধ্যপিস খুলিয়া লওয়ায়, উপর হইতে দেখিবার কোনপ্রকার অসুবিধা হইল না। দুই রাত্রি ক্রীড়ার পর পারিশ্রমিক মুদ্রার সহিত একখানি সার্টিফিকেট, মূল্যবান শাল ও অপরাপর বস্ত্রাদি উপহার দিয়া, মহারাজা আমাদিগকে বিদায় দেন।

প্রসিদ্ধ উদয়পুর রাজ্যের রেসিডেন্ট সাহেবের নাম কর্ণেল উইলি। নগরের এক প্রান্তভাগে তাউই নদীর তীরবর্ত্তী একখানি সুন্দর বাংলায় তিনি বাস করেন। উদয়পুর আসিয়া অবধি আমি তাঁহার সহিত ২।৩ দিবস সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমি যে কোন রিয়াসতে প্রথমে যাই, সেখানকার পোলিটিক্যাল এজেন্ট অথবা রেসিডেন্ট সাহেবের সহিত আলাপ পরিচয় ও মেশামিশি করাই আমাব প্রধান নিয়ম।

পাঠক! ইহাতে আমার অবশ্য স্বার্থ আছে জানিবেন; অল্পদিবসের পরিচয়ে তিনি আমায় যথেষ্ট ভালবাসিলেন। মহারাজার নিকট হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনিও এক দিবস প্রাসাদে আমাদের সার্কাস দর্শনে আইসেন; উদয়পুর পরিত্যাগের পূর্ব্বে আর এক দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম—আমার অনুরোধে ভূপাল রাজ্যের পোলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের উপর নিম্নলিখিত পত্রখানি দিয়া আমায় ধন্য করিলেন। যথাসময়ে উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আমরা সদলবলে অন্যত্রে যাইলাম।

My dear Nevill,

The great Bengal circus has performed here with great success and I understand the Maharaja was much

pleased with the entertainments he witnessed, at one of which I was present and thought well worth seeing. The manager has asked me for this note of introduction to you at Bhopal, so I venture to give it to him.

Dated the 22nd February, 1896. (*Sd.*) W. H. C. WYLLIE,

I. S. C., C. I. E.,

Political Resident, Meywar.

সার্কাসে দেওয়ালিশ

মেলা।

শ্মীর মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় লাহোরে আসিলাম। বাসায় আসিয়া শুনিলাম তখনও সার্কাসের ক্রীড়া বেশ চলিতেছে; ১৫।১৬ দিন আরো জোরের সহিত চলিতে পারে—কিন্তু কি করা যায়, মহারাজার সহিত বাক্‌দান করিয়া আসিয়াছি, সহস্র লোক হইলেও ক্রীড়া বন্ধ করিয়া সেখানে যাইতে হইবে। অদ্যই "শেষরজনী" (Last night, Last night!) বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপিবার ব্যবস্থা করিলাম; কিন্তু অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের মত না হওয়ায়, পর দিবস অর্থাৎ ২৪শে নবেম্বর "শেষরজনী" ছাপিয়া দেওয়া হইল। লাহোরস্থিত কি পঞ্জাবী, কি বাঙ্গালী, কি পার্শী বা কি ইংরাজ, আমাদের ক্রীড়ায় এত উত্তেজিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আফিসে আফিসে শেষরাত্রের বিজ্ঞাপন পাবামাত্র, চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের চাপরাসী ও পিয়নেরা আসিয়া পূর্ব্বাহ্নেই বহু বহু টিকিট ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অপর সাধারণ ব্যক্তি স্বয়ং আসিয়া দলে দলে লইতে লাগিলেন। অতবড় বিস্তীর্ণ তাম্বুর প্রায় অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর স্থান

রিজার্ভ হইয়া যাইল। অদ্যকার রাত্রের গতিক বড় ভীষণ বুঝিতে পারিয়া, বেলা ৪টা হইতে নানা কৌশলে স্থান বাড়াইবার আয়োজন করাইলাম। আনার কলির বাজার হইতে আরো বহু চেয়ার আনাইয়া উত্তমরূপে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলাম—এই রাত্রের ঘটনা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বোধে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য হইলাম।

রাত্রি ঠিক ৯৷৷০টার সময় ক্রীড়া আরম্ভ করিবার কথা। মিয়ানমির হইতে বেড্‌ফোর্ডসায়র পল্টনের বাজনা (Bedfordshire Regimental Band) আসিয়া ক্রীড়ার সহিত বাজিবে। শেষ রাত্রের ক্রীড়ায় সাধারণতঃ কিছু ভিড় হইয়া থাকে জানিয়া, আমরা সকলে সন্ধ্যা ৭টার সময়ে তাম্বুতে আসিলাম। আসিয়া দেখি, তখনও ভিতরের গ্যাস জালান হয় নাই; ২১১ টা সামান্য আলো জ্বলিতেছে মাত্র—তখন ৭৷৷০টা বাজিতে কিছু বিলম্ব আছে; কিন্তু চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য! দেড়ে মুখুর্য্যে মহাশয় এবং হেমরঞ্জন দুইটি স্বতন্ত্র গৃহে টিকিট বিক্রয় করিলেও কেহই আর কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছে না—তাম্বুর ভিতরে বৃহৎ বৃহৎ দুইটী গ্যাস জ্বালাইয়া ৮টা হইতেই লোক ছাড়া হইল; (কেরোসিন অয়েল গ্যাস) ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, ভিতরে লোকের অসম্ভব জনতা হইয়াছে; তৎক্ষণাৎ টিকিট গৃহ বন্ধ করিয়া, মাত্র একজন রিজার্ভ (ড্রেস সার্কেল), অপর একজন প্রথম শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। টিকিটের মূল্য—রিজার্ভ ৪৲, প্রথমশ্রেণী ২৲, দ্বিতীয়শ্রেণী ১৲ ও তৃতীয়শ্রেণী অর্থাৎ গ্যালারি ৷৷০;—৮৷৷০টার মধ্যে রিজার্ভ ও প্রথমশ্রেণীর স্থানও বিক্রয় হইয়া গেল।

আমাদের প্রকাণ্ড গ্যালারি;—তথায় স্থান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বাহ্ণেই গ্যালারির টিকিট-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলাম। চুক্তিপূর্ব্বক সকলের নিকট হইতে দুইটী করিয়া টাকা লইয়া বহুসংখ্যক লোককে গ্যালারিতে বসিতে দেওয়া হইল। আর পিপীলিকা প্রবেশের স্থান নাই—সোয়া নয়টা

বাজিলে রেজিমেণ্টাল ব্যাণ্ডের গোরারা সুললিত তানে ওভারচিয়ার বাজাইতে সুরু করিল। তাম্বুর বাহিরে হুলস্থূল ব্যাপার—সহস্র সহস্র লোক স্থানাভাবে টিকিট না পাইয়া, ম্লানমুখে ফিরিতে লাগিল; বদমাইস লোকেরা ৫০।৬০ জন একত্রিত হইয়া নদী তরঙ্গের ন্যায় তাম্বুধারে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক ডজন করিয়া পুলিশ কনেষ্টেবল প্রত্যহ ক্রীড়ার সময় উপস্থিত থাকিত; কিন্তু অদ্যকার ব্যাপার পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং কোতোয়াল সাহেব ৮॥০ টার সময়, আর দুইটি থানা হইতে একত্রিত করিয়া আর ২ ডজন পুলিশ আনাইয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কাহার সাধ্য সে মনুষ্য তরঙ্গের গতি রোধ করে? তাহারা কেবল চীৎকার করিতেছে "কেন তোমরা ইস্তাহার (বিজ্ঞাপন) দিয়াছিলে? অধিক মূল্য দিলেও কেন আমাদিগকে যাইতে দিবে না? স্থান আরো বড় না করিয়া কেন এরূপ ইস্তাহার জারি কর?"

পাঠক! আমাদের বাঙ্গালী জাতির ন্যায়, এখানকার বীর্য্যশালী পঞ্জাবীরা সেরূপ ভীরু নয় যে, 'ক্লাসিকের' দুর্গদাস বাবুর হুঙ্কারের ন্যায় উচ্চরব শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে—ক্রমে তাহারা পুলিশের সহিত দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এমত সময়ে লাহোরস্থিত আমার কোন এক বাঙ্গালী বন্ধু আমায় বলিলেন, "মহাশয়! এখনও আপনার খেলা আরম্ভ হইতে বোধ হয় ৮।১০ মিনিট বিলম্ব আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত এদিকে একবার আসিয়া একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া যান।" আমি চিরকালই কিছু কৌতূহলী—এত বড় ঘোর বিপদেও তাঁহার সহিত আনারকলির বাজারের দিকে যাইলাম। তাঁহার সহিত যতটুকু গেলাম, যেন কোন একটী মেলার মধ্য দিয়া যাইতেছি বোধ হইতে লাগিল। সার্কাসের ক্রীড়া দেখিবার জন্য এরূপ অদ্ভুত লোকের ভিড় জীবনে কখন দেখি নাই। অল্প দূর যাইয়া ফিরিয়া

আসিলাম—তিনি বলিলেন "মহাশয়! অমৃতসহরে বিখ্যাত দেওয়ালির মেলায় যেরূপ দেখিয়াছেন, আজ ঠিক্ সেইরূপ অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। আপনার সার্কাসের শেষ রাত্রের তামাসা দেখিবার জন্য লাহোরি দরজার মোড় হইতে আর এই নীলা গম্বুজ পর্য্যন্ত (যে স্থলে আমাদের তাম্বু আছে) অসম্ভব লোক জমিয়াছে, এবং টিকিট না পাইয়া শত শত লোক ফিরিতেছে।"

তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! ৯৷৷০টা বাজিয়া গিয়াছে অথচ এখনও ক্রীড়া আরম্ভ হইতেছে না; ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখি, লোকের কোলে লোক, চেয়ারের পৃষ্ঠের কাঠের উপর একজন, বসিবার স্থানে একজন, তাহার ক্রোড়ে একজন বসিয়াছে। গ্যালারিতে চতুর্গুণ লোক জোর করিয়া যাওয়ায় ২।১ স্থানে ভীষণ মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। আমিতো ঘোর বিপদে পড়িলাম—ভিতরে যাইবার এমন তিলার্দ্ধ স্থান নাই যে, ভগ্ন গ্যালারি সংস্কার করিয়া আহত ব্যক্তিগণের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করি। তাম্বুর পার্শ্বস্থিত কানাত (Side-wall) উঠাইয়া পতিত ব্যক্তিবর্গকে বাহিরে আনিয়া টিকিটের মূল্য ফেরত দিবার অনুমতি দিলাম। রিঙের মধ্যে (ঘোড়ার চক্রে) আসিয়া দেখি, ও হরি! এখানেও সর্ব্বনাশ উপস্থিত। প্রায় ১৪।১৫টী ইংরাজ রমণী ও পুরুষ টিকিট হস্তে স্থানাভাবে বসিতে না পাইয়া রিঙের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; স্থানাভাবে এত গোলযোগ এবং ৯৷৷০ বাজিয়া ৫ মিনিট হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বসাধারণে কোনরূপে কষ্টস্বষ্টে বসিতে পাইয়া একরূপ নিস্তব্ধ ছিল—এইবার কিন্তু খোদ প্রোফেসার বোসকে সশরীরে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া, একটা 'মার্ মার্ কাট কাট' রব উঠিল—বোধ হইতে লাগিল, বুঝি বা এইবার যথার্থই প্রোফেসার বোসের মুণ্ড লইয়া ভাঁটা খেলায়! রিঙের চতুষ্পার্শ্বে ৪৲ চারি টাকা আসনে গুটিকত পাঞ্জাবী সর্দ্দার ও কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু বাঙ্গালী বাবু ব্যতীত সমস্ত মেম ও সাহেবে পরিপূর্ণ

হইয়া কি শোভাই হইয়াছে! বোধ হইতেছে যেন, যথার্থই মল্লিকা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

মিয়ানমির হইতে আগত মিলিটারি অফিসারগণ এবং নর্থওয়েষ্টারণ্ রেলওয়ের গুটিকত সাহেব আমায় মিঠে কড়া গোছ বেস দুহাত নিলেন; বলিলেন "ওয়েল প্রোফেসার! ৯৷৷০টা বাজিয়া গিয়াছে, অথচ প্লে বসাইতেছ না কেন? লোকের যেরূপ জনতা ও গোলমাল হউক না কেন, প্লে সুরু করিলেই সকলে এখনি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে—আর বাহিরে যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে ভবিষ্যতে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে—এখনি যাইয়া কোতোয়ালকে বলুন, এদিক ওদিক না ঘুরিয়া, গেটের সম্মুখে সমস্ত পুলিস যেন এক লাইনে দাঁড়াইয়া প্রবেশ-দ্বার ভালরূপে বন্ধ করে ও সকলে এককালে ভিড় হঠাইতে থাকে। ব্যাণ্ডমাষ্টার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যান্য সাহেবকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, প্রবেশদ্বারের নিকট স্বতন্ত্র স্থানে বসাইলাম। রিং মধ্যস্থ টিকিটধারী সাহেব ও বিবিগণকে বাদ্যকরদিগের আসনে বসাইলাম।

এদিকে বাহিরে ভীষণ ব্যাপার—পুলিশে জনতা আর কিছুতেই রাখিতে পারিতেছে না—ইংরাজি বাদ্যের ঘন আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু সৈন্য দ্বারা দুর্জ্জয় দুর্গ-বিজয় চেষ্টার ন্যায় শত শত লোক তাম্বুর চতুষ্পার্শ্বের (Out fencing) বাঁশ বল্লি ও সুবৃহৎ ফটক ভগ্ন করিয়া তাম্বু প্রবেশ-দ্বারের নিকটবর্ত্তী কানাত পর্দ্দা প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সর্ব্বনাশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে তিন চারিজন আসিয়া আমায় সংবাদ দিল, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত; পাঞ্জাবী মুসলমান ও শিখেরা খেপিয়াছে—এত পুলিসেও কিছু করিতে পারিতেছে না—পুলিসেরা মার পিঠ করায় লোক আরো খেপেছে, ২।৪ খানা বড় বড় পাথরও প'ড়েছে। কোতোয়াল সাহেবের মাথায় এক খানা প্রকাণ্ড পাথর পড়ে—কপালক্রমে মস্তকে পাগড়ি থাকায় বেঁচে গেছেন। আপনি আর

কাহাকে রিং মাষ্টারির ভার দিয়ে স্বয়ং একবার চলে আসুন—কি করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করুন, নতুবা অন্তকার প্লে বন্ধ করুন!”

অন্তকার বিভ্রাট নিবারণ পুলিসের কর্ম্ম নয় এবং এই মহাগণ্ডগোল একেবারে না মিটাইয়া কোন ক্রমেই ক্রীড়া আরম্ভ করা সদ্‌যুক্তি নহে বুঝিয়া একটী নূতন কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিলাম।

রিফ্রেসমেণ্টরুমের নিকট টিকিট বিক্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র একখানি টেবিল ছিল। সেই টেবিলের উপর দ্রুত আরোহণ করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম;—“নাজরিন্! ইস্তাহারমে ‘আজ্‌কি রাত আখ্‌রি তামারা’ লিখা হায়; লেকিন যেগা ক’মি হোনেকো সবব্‌সে হাজারো আদ্‌মি লৌট গিয়া—আউর আপ্‌লোগভি আভি-তক ঘুম্‌তে হেঁ—আপ্‌লোগোকা ইয়ে বড়া মেহেরবাণি যো, মেরা তামাসা দেখনেকো ওয়াস্তে এতনা তখ্‌লিফ উঠায়ে হেঁ। আপলোগোকা খাতিরসে কাল ফের আউর এক তামাসা দেখলায়া যাগা। কাল্‌কা তামাসামে কোম্পানিকা সারা নয়া ও পুরাণা খেল দেখ্‌লানেকো ওয়াস্তে বন্দ্‌ বস্ত্‌ হোগা, আউর এক নয়া তর্‌কিব্‌সে তামসাকা ডেরাভি বহুৎ বাড়ায়া যাগা—সব্‌ সাহেবান, মেরা কয়না মান্‌লিজিয়ে। কাল জরুরি আউর এক তামাসা হোগা—কেঁও বে ফয়দা ৩।৪ রোপেয়া খরচ্‌ করকে ভিড়মে খাড়া হোকে তখ্‌লিফ্‌ করেঙ্গে—ফিন কাল এক রোপেয়া আট আনা দেনেসে বহুতি উমদা যেগা মিলেঙ্গে।”

আমার মুখনিঃসৃত ঐরূপ উক্তি বার বার শ্রবণে, ভদ্রলোক মাত্রেই সন্তোষ সহকারে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কতিপয় শিখ ও পাঠান গুণ্ডারা বলিল “বোস সাহেব! আপ্‌কা খাতিরসে হাম লোগ আভি যাতে হেঁ—নেহিতো আজ পুলিসকা হাল কেয়া হোতা, দেখ্‌লেতা”—অপর সাধারণ লোকও রাস্তার এদিক ওদিক ঘুরিয়া ক্রমে একে একে ম্লানমুখে ফিরিলেন।

বাঙ্গালীর গৌরব।

সহৃদয় পাঠক! আমার ২।৪টী কথায় আর কোনরূপ হাঙ্গামা না করিয়া এই ভয়ানক উত্তেজিত ব্যক্তিগণ এত শীঘ্র যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, ইহার কারণ আপনা-দিগকে বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু সকলের নিকট করযোড়ে নিবেদন, কেহ যেন ভ্রম-ক্রমেও মনে না করেন যে, আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি—

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে কি ইংরাজ কি দেশীয় সকলের নিকট, আপনাদের এ অভাগা প্রোফেসর বোস এরূপ পরিচিত ও সমাদৃত, খাঁটি দেশীয় ব্যক্তি দ্বারা এই বিশাল সম্প্রদায় পরিচালন করিবার আমিই প্রধান পাণ্ডা বা অধিনায়ক জানিয়া, প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায় ও সর্ব্ব সমাজের লোকে আমায় আপনার সহোদর তুল্য জ্ঞান করিয়া আদর যত্ন ও নিমন্ত্রণাদি করিয়া থাকেন—রবিবার অথবা অন্য কোন ক্রীড়াবদ্ধ রজনীতে যথার্থই বহু স্থান হইতে নিমন্ত্রণের চোটে আমাকে অস্থির হইতে হয়।

প্রসিদ্ধ বলবান শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা যেরূপ ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকেন ও ভাল বাসেন—স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে কি—সমস্ত ভারতের লোক আমাকে সেই ভাবে ও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন—প্রধান অস্ত্র মহাবীর বাদলচাঁদ ও যুবতী সুশীলা সুন্দরীর অলৌকিক ব্যাঘ্রক্রীড়া, আর বীর পবন চাঁদের (হায় তিনি এখন মৃত) নানাবিধ অমানুষিক ব্যায়ামক্রীড়া। ভাই বঙ্গবাসি! তোমরাও কি আমায় কম ভালবাস? আমার প্রতি তোমাদের অপার অনন্ত করুণা না থাকিলে কি, কলিকাতা গড়ের মাঠে হার্ম্মষ্টন্ সাহেবের সার্কাসের ন্যায় বৃহৎ ইয়ুরোপিয়ান সার্কাসের সম্মুখে, সম্পূর্ণ তিনমাস ধরিয়া ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি ৩।৪ বৎসর অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত সগর্ব্বে ক্রীড়া দেখাইতে পারি? অধিক লিখিলে আত্মগৌরব হয়। আমার কথাগুলির প্রমাণ জন্য শত শত সংবাদ পত্রের শত সুখ্যাতির মধ্যে কেবল 'ইংলিসম্যান পত্রিকা—অধিকাংশ ভারতবাসী যে পত্রিকাকে দেশীয় লোকের চিরবৈরী বলিয়া জানেন—সেই জগদ্বিখ্যাত 'ইংলিস্ম্যান' পত্রিকার খাঁটি বিলাতি সম্পাদক—অধিক দিনের কথা নহে—গত নবেম্বর মাসে স্বয়ং অভাগার সার্কাস দেখিয়া গিয়া কি লিখিতেছেন দেখুন——

"BOSE'S CIRCUS,—On Saturday there were large audiences at BOSE'S CIRCUS on the Maidan, both at the matinee and the performance at night. The most striking feats were those by Miss Susila and others on the Imperial ladders, on the double bar, the feats on the double trapeze, and the curious tricks by Gokul and Nori. But what impresses the observer most are the performances of Miss Susila with the two Royal Bengal tigers. Hindu women are notoriously most timid, but in the person of Susila, there is one who, with the utmost fearlessness, enters the den of two

apparently savage beasts, without either whip or any other defensive appliance, and goes through her performance with these animals with a nerve and fearlessness really startling to witness. She was over and over encored and deservedly so, a number of zenana ladies in the closed boxes joining in these marks of appreciation. The feats and tricks with naked swords by Hafiz and Amanut were particularly clean and good, but it was a gruesome sight, at the best, to see the Ceylon Monster, as he is termed, chew and swallow stones, pieces of brick and raw meat. The mesmerised girl, who to all appearances remains suspended in mid-air with her elbow alone resting on a fragile bar caused some sensation, the trick being performed in an extremely clever manner."—*The Englishman, 25th November, 1901.*

অনেক মহাত্মা বলিতে পারেন "ইংরাজই হউক আর বাঙ্গালীই হউক, একটু তৈল মর্দ্দন করিতে পারিলেই এডিটারদিগকে হস্তগত করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লিখান যাইতে পারে"—তাঁহাদের সে ভ্রম দূর করিবার জন্য আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। ধৈর্য্য সহকারে ইংরাজ বীর পুরুষগণের নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। যিনি সীমান্তে টিরা ক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান দমন করিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন—এই বিশাল ভারতের প্রধান সেনাপতি যিনি—সেই মহামতি পামার সাহেব আপনাদের বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া কি বলিতেছেন দেখুন—

I have much pleasure in certifying to the Excellence of the show provided by "Great Bengal Circus." *I had no idea that the vaulting ambition of Young Bengal aspired so high,* and I trust the blood-curdling Mr.

Badal Chand will continue to curdle without meeting a tragic fate from the teeth and claws of the Royal Bengal Tigers.

(*Sd.*) SIR A. P. PALMER, MAJOR-GENL.,
K. C. B., S. C.

Peshawar, 21st January, 1898 } *Commanding Tirah Expeditionery Force.*

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন আমরা ফয়জাবাদ যাই, সেখানকার কম্যাণ্ডিং অফিসর বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া কি বলিতেছেন দেখুন—

I witnessed with pleasure the performance of Professor Bose's Circus, and consider it extremely good. The manner in which a single man makes a full grown Tiger and Tigress perform as if they were trained dogs, shows wonderful training and power over the animals. *This part of the performance is in itself worth going to see.*

5th December, 1898. } (*Sd.*) A. H. TURNER, COLONEL,
Commanding at Fyzabad.

সেই বৎসর সেই মাসেই ঐ ফয়জাবাদের কমিসনর সাহেব কি বলিতেছেন দেখুন—

Mr. Vincent Smith, commissioner of Fyzabad, has much pleasure in certifying that Mr. Bose's Great Bengal Circus is very good. The Trapeze performances are remarkably well done, and the Tiger tamer show astonishing courage. I was perticularly struck by his lying down on the floor of the cage besides the tigers.

11th December, 1898. (*Sd.*) V. A. SMITH,
Fyzabad.

১৮৯২ সালে নভেম্বর মাসে এই ফয়জাবাদে আর একবার আমরা যখন প্রথম আসি, বীর পবন চাঁদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া কলাপ দেখিয়া এখানকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ কমিসনার কর্ণেল-ফেণ্ডেল-করি সাহেব কি লিখিতেছেন দেখুন—

* * * I have never seen any thing better in England than Bir Pavan chand on the high trapeze * *

27th November, 1892. (*Sd.*) col. FENDAL CURRIE,
Commissioner—Fyzabad Division.

ঐ বীর পবন চাঁদের ঐ ঐ ব্যায়াম প্রদর্শনে, রাওলপিণ্ডির প্রধান অফিসার কর্ণেল ইভান্স সাহেব, কি বলিতেছেন দেখুন—

* * * *But the trapeze feats are better than I have seen any where.* The whole performance is excellent and well worth a visit.

RAWALPINDI. (Sd.) H. M. EVANS, COLONEL.
22nd November, 1803, *Offg. Colonel, on the Staff.*

আমার শিক্ষিত 'লক্ষ্মী' 'নারায়ণ' নামক ব্যাঘ্রদ্বয়ের অপেক্ষা এরূপ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত ব্যাঘ্র জগতে যে হয় নাই *—অন্ততঃ ভারতের রাজধানী এই কলিকাতা মহানগরীতে এ পর্য্যন্ত কোন বিলাতি কোম্পানিও যে আনিতে পারেন নাই, অথবা আমার শিক্ষিত পুরুষ ও রমণীদ্বয় অপেক্ষা কোন বিক্রমশালী ব্যাঘ্র ক্রীড়ক ভারতে যে পদার্পণ করেন নাই, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য, আমি স্পর্দ্ধা করিয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ব্যাঘ্র অপেক্ষা অল্পতর হিংস্র জন্তু সিংহের সহিত ক্রীড়া করিতে এই কলিকাতায় একটী ইংরাজ মহিলাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের 'শুম্ভ' 'নিশুম্ভ' নামক দুইটী সুন্দর বনের বাঘের সহিত, উক্ত বঙ্গ রমণী, যেরূপ অসাধারণ বলবিক্রমের সহিত ক্রীড়া দেখাইয়া সহস্র সহস্র দর্শককে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়াছে, কলিকাতার অধিকাংশ অধিবাসীই বোধ হয় তাহা বিশেষ জানেন—যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা উপরোল্লিখিত 'ইংলিশম্যান' পত্রের মতামত এবং পঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত পত্রের ২।১টী ছত্র পাঠে কতক জানিতে পারিবেন—

* বিলাত ফেরত সম্ভ্রান্ত বাবুদের মুখ হইতে শুনিয়া, সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া কিম্বা ছবি দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্র শিক্ষার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সংবাদ জানিতে পারি বটে, কিন্তু রিক্ত হস্তে, সামান্য বস্ত্রে (মোটা কোট প্যাণ্ট আদৌ নহে—কেবল গেঞ্জি ও ট্রাউজার মাত্র) কোন মনুষ্যকে সতর্কতার জন্য ক্রীড়াকালে দাঁড়াইতে না দিয়া, অর্দ্ধঘণ্টার উপর বাঘে মানুষে প্রকৃত মল্লযুদ্ধ এবং ব্যাঘ্রগুলিকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া পিঁজারার প্লাটফরমের উপর একেবারে লম্ববান হইয়া শয়ন ও লক্ষ ত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত ব্যাঘ্রদ্বয় কর্ত্তৃক গ্রীবাদেশ ঘন ঘন দংশন করান ও পরস্পর ঘন ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রহণ প্রভৃতির এরূপ লোম হর্ষণ শোণিতশোষক ব্যাপার কেহ কোথায় দেখাইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

* * * Those of Miss Susila with the Tigers are also very creditable and are I believe unique of their kind in this country.

Lahore, 4th April, 1898 } (*Sd.*) P. C. CHATTERJEE, *Justice, Chiefcourt, Punjab.*

ইংরাজ রাজ্যের সমস্ত ভারতবর্ষস্থ স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজার মধ্যে বোধ হয় অতি কম মহারাজা বা রাজা আছেন, যিনি অন্ততঃ একবারও এ অধীনের সার্কাসের ক্রীড়া কলাপ দেখিয়া (অধিকাংশই স্ব স্ব প্রাসাদে বসিয়া) উচ্চ অঙ্গের সার্টিফিকেট পত্র না পাঠাইয়াছেন। উত্তরে হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী কাশ্মীর মহারাজা হইতে দক্ষিণে মহীসুর রাজ, আর পশ্চিমে গুজরাটের ভাউনগর, জামনগর, জুনাগড়, বরদা-মহারাজা প্রভৃতি হইতে, পূর্ব্ববঙ্গের কুচবিহারাধিপতি ও রাজা গোবিন্দলাল, রাজা জানকী-বল্লভ প্রভৃতি পর্য্যন্ত এমন স্থান এমন নগর, এমন রিয়াসত বোধ হয় অতি কম আছে, যেখানে আপনাদের এই দীনহীন প্রোফেসর বোস সদলে না গিয়াছেন।

এই সকল স্বরূপ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমার লেখনী হইতে বহির্গত না হইয়া—অনেকানেক সমালোচকের মতে—তৈল-লেপন-ভক্ত দেশীয় জমিদার, রাজা বা মহারাজা কর্ত্তৃক লিখিত না হইয়া, বীরাগ্র-গণ্য মহাযোদ্ধা ইংরাজ রথীগণ যাহা বলিয়াছেন—এবং নাম, ধাম, তারিখ মাস, সাল, প্রভৃতি সহ যাহা প্রকাশ করিতে আমি অনুমাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না—তাহা শ্রবণে বা দর্শনে—ভাই বঙ্গবাসী! তোমাদের প্রাণেও কি অপার আনন্দ হইতেছেনা—বাঙ্গালীর গুণ গরিমায় তোমাদের বক্ষের ছাতিও কি দশ হাত ফুলিয়া উঠিবে না? শত শত উচ্চ অঙ্গের প্রশংসা পত্রের মধ্যে আর ২।৪ খানি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরের (বড় লাটের) পত্রখানি প্রথমে সন্নিবেশিত করিলাম।

১৮৯৪ সালে আমরা যে সময়ে জুনাগড়ের নবাব বাড়ী পৌছিলাম, বোম্বাই গভর্ণর লর্ড হ্যারিস সাহেব বাহাদুরকে সার্কাস-ক্রীড়া দেখাইবার জন্য গোণ্ডালের প্রসিদ্ধ ঠাকুর সাহেব আমাদিগকে লইয়া যান এবং ক্রীড়াবসানে নিম্নলিখিত পত্রখানি আমার হস্তগত হয়। উহা এবং আর ২।১ খানি পত্র পাঠ করিতে যদি কোন পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতি হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা ত্যাগ করিয়া পর পৃষ্ঠা পড়িতে পারেন।

EROM HIS EXCELLENCY LORD HARRIS,
LATE GOVERNOR OF BOMBAY.

GONDAL.
17th November, 1894.

ON the occasion of H. E. Lord Harris' visit to the Gondal State, we have had the pleasure, at the invitation of H. H. the Thakur Saheb of Gondal, of witnessing the admirable performances of "Professor Bose's Great Bengal Circus." H. E. the Governor and all the party were much pleased with the performance.

(Sd.) E. C. K. M. OLLIVANT, C.I.E.,C.S.,
Political Agent, Kathiawar.

(Sd.) T. HARRIS, LIEUTENANT COLONEL,
Military Secretary.

---

* * * The training of the Tigers is certainly very remarkable.

(Sd.) J. H. WODEHOUSE, MAJOR-GENL.,
C. B., C. M. C.,

Secunderabad.
7th May, 1900.

Commanding Secunderabad District.

H. H. the NIZAM'S
AIDE-DE-CAMP'S OFFICE,
Hyderabad, Deccan, 9th June, 1900.

It was a very great pleasure of mine to be able to witness a performance of Professor Bose's Great Bengal Circus under the patronage of myself and officers of H. H. the NIZAM'S Regular Force. The feats were quite wonderful and they were done with great ease and neatness. The whole show was well worth a visit and *I am sure the company will rival the best troupe of performers anywhere.* I wish every success to this enterprise.

(Sd.) AFSURJUNG, MAJOR, C. I. E.,
A. D. C. TO H. H. THE NIZAM AND COMMANDER
TO H. H. THE NIZAM'S
Regular Forces and Golkunda Brigade.

Gondal.
17th November, 1894.

THE Circus, I believe is the *first of its kind in this country* and as such deserves every encouragement.

(Sd.) BHAGUVAT SINGHJI,
L. L. D., D. C. L., M. B., C, M., M. R. C. P., K. C. I. E.,
H. H. *the Thakore Saheb of Gondal.*

এতদ্ভিন্ন, গাইকোয়ার, হোলকার, সেন্ধিয়া, মহীসুর প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান মহারাজার শত শত প্রশংসা পত্র আমার নিকট ২ থাকার আছে, আবশ্যক হইলে সমস্ত দেখাইতে পারি।

শালা বাঙ্গালী লোক

ছচ্ যাদু জান্তা হায়।

আপনার করযোড়ে অনুরোধ এবং 'কল্য নিশ্চয় আর একবার তামাসা হইবে' শ্রবণে তাম্বুর সম্মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত লোকই সরিয়া যাইল। পুলিসের বাহাদুর সিপাহীরা এখন সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া মহা আস্ফালনের সহিত পরিক্রমণ করিতে লাগিল। ওদিকে বহু বিলম্ব হইতেছে বুঝিয়া, পুনরায় দ্রুতবেগে তাম্বুমধ্যে যাইয়া তৃতীয় ঘণ্টা বাজাইবার অনুমতি দিলাম; ঢং ঢং রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; ইংরাজি বাদ্যের বহুবিধ বংশীর সুমধুর ধ্বনি মিশ্রিত বৃহৎ ড্রমে ঘা পড়িয়া সুবৃহৎ তাম্বু কম্পান্বিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে, নৃত্য করিতে করিতে সুদৃশ্য ৮।১০টী অশ্বারোহী এককালে (Entry show দেখাইবার জন্য) নির্গত হইয়া দর্শক মণ্ডলীকে চমকিত করিল। অসম্ভব লোক সমাগম, উজ্জ্বল আলোক, সুসজ্জিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর অপূর্ব্ব ক্রীড়া প্রভৃতিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দর্শক বৃন্দ ঘন করতালির চোটে কর্ণ বধির করিবার উপক্রম করিল। সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ বস্তুতঃই

অতি উচ্চ অঙ্গের ক্রীড়া কলাপ দেখাইতে লাগিল। জনতার কেমন একরূপ অদ্ভুত হাওয়া গুণে যে যাহা করে তাহা অসম্ভব জমিয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যহ রাত্রি ঠিক ৯ টায় সুরু হইয়া ১২টার সময় সার্কাস ভাঙ্গিয়া থাকে, কিন্তু অদ্য প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্বে আরম্ভ হওয়াতে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ রাত্রি প্রায় ১২॥ টার সময় ক্রীড়া শেষ হইল। ষ্টেসনে মাল প্রভৃতি লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই কুলি, মজুর ও রয়েল গাড়ী সকল অপেক্ষা করিতেছে। পুনরায় কল্য ক্রীড়া প্রদর্শন করিব কি না, ইত্যাদি পরামর্শ করিতেছি। এমন সময় একটী ধবলমূর্ত্তি অশ্বারোহী আসিয়া বলিলেন,—

"Where is Professor Bose?" পার্শ্বস্থ একটী বাবু আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "Here is the Professor." সাহেবটী আমায় বলিলেন, "The District Superintendent of Police knows about the great crush of this night; he has also been told that you mean to have another show to-morrow evening. But until and unless you manage to considerably increase the capacity of your pavilion, you will not be allowed to continue your performance any longer, you must understand that this has been done on the ground of public safety."

প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম "I do not understand sir; I have my orders from the Deputy commissioner and the D. S. P. to hold nightly performance for one month. There are yet ten days to complete the period. However, do you hold any writen order from your superior officer?"

সাহেব। O no, nothing!

আমি। With whom have I the pleasure to hold this conversation sir?

সাহেব। I am the Assistant Superintendent of Police here.

আমি। Excuse me, it is already dark, I took you for some other person.

সাহেব। Never mind. Now professor, you will please see your way to stop further exhibition of your show, you understand me thoroughly now. It is not desirable that you should face such another crowd any more. We shall be too glad to receive you here in future, but you must come with a mammoth pavilion.

আমি। All right sir, I shall do the needful.

এদিকে পুলিশের আজ্ঞা—অপর দিকে কল্য প্রাতঃকালে জম্বু যাত্রা না করিলে হয়তো মহারাজা ঘোর অসন্তুষ্ট হইবেন, এই সকল চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাম্বু ভাঙ্গিবার অনুমতি দিলাম—কেবল মনে বড় দুঃখ রহিল যে, প্রতিশ্রুত হইয়াও লাহোর-বাসীকে আর একদিন ক্রীড়া দেখাইতে পারিলাম না। কি করি, আর কোন উপায় নাই—ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং "সিভিল মিলিটারি গেজেটের" সম্পাদককে নিম্নলিখিত ভাবে ছাপিবার জন্য দুই খানি অনুরোধ পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। অর্থাৎ 'উল্লিখিত কারণে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে লাহোর ত্যাগ করিতে হইল; কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে ৬ মাসের মধ্যে পুনরায় সদলে লাহোরে আসিব, যেহেতু প্রতিশ্রুতি মত কল্যকার কার্য্য করিতে না পারাতে আমি অতিশয় মর্ম্ম যাতনায় রহিলাম"।

দেখিতে দেখিতে তাম্বু ভূমিসাৎ হইল। অদ্য শেষ রাত্রের ক্রীড়া দেখাইয়া, আমাদের প্রত্যূষে যাত্রার পাকা কথা থাকায় পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত প্রস্তুত ছিল। ঠিকাদার (কণ্ট্রাক্টর) বহু সংখ্যক কুলি ও মজুরের সহিত তাম্বুর পর্ব্বত প্রমাণ সাজ সরঞ্জাম সারি সারি

বয়েল গাড়ীতে বোঝাই করিতে লাগিল। প্রভাত ৫ টার মধ্যেই সমস্ত মাল ও ব্যাঘ্রের গাড়ী লাহোর ষ্টেসনে চালান দিলাম।

যে বিস্তীর্ণ ময়দানে প্রায় ২৪।২৫ দিন হইতে অট্টালিকা বিশেষ একটী প্রকাণ্ড তাম্বু; স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুম, গ্রিন্‌রুম, টিকিট্‌গৃহ, ঘোড়ার আস্তাবল, সোডা, লেমোনেড, পান প্রভৃতির ৮।১০ খানি দোকান, এবং তৎসম্মুখে ও পশ্চাতে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্বু প্রভৃতি থাকিয়া সহস্র দর্শকের মনোরঞ্জন করিতেছিল, অদ্য রাত্রে যে ময়দানে পুনর্ব্বার সার্কাসের জরুরি আখ্‌রি তামাসা (নিশ্চয়ই শেষ ক্রীড়া) দেখিবার জন্য সকলে বিশেষ আগ্রহ সহকারে আশা করিতেছিল, সেই স্থানের সম্মুখে আজ প্রাতঃকালে লাহোরবাসীরা সম্পূর্ণ শূন্য ময়দান ব্যতীত আর কোন দ্রব্যের চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া রহিল।

ষ্টেসনের কার্য্যের জন্য নীলাগম্বুজের নিকট আসিয়া আমাকে গাড়িতে উঠিতে হইল। স্বকর্ণে শুনিলাম কতকগুলি লোকে বলিতেছে,—"শালা বাঙ্গালী লোক ছচ্‌ যাদু জান্তা হায়—তামাসা যাদুছে করতে হেঁ, জঙ্গলী সেরকা সাথ (বাঘের সঙ্গে) যাদুছে লড়তেহেঁ—আউর এ তাম্বুভি যাদুসে কাঁহা উড়ায় লে গিয়া কুচ পাতা নেই।" আমি হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গত রাত্রে আমি কিম্বা প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা অবশ্য কেহই নিদ্রা যাইতে পান নাই; রাখাল বাবু ও অন্যান্য ম্যানেজারেরা পূর্ব্বাহ্ণেই রেলে গিয়া মাল বোঝাই দিতেছিলেন। আমি ষ্টেসনে পৌছিয়া সমস্ত বুক করিয়া যাত্রা করিলাম।

যথা সময়ে সকলে জম্বুর "তাউই" নামক ষ্টেশনে পৌছিলে ৫।৬টা হাওদাকসা হস্তী, একখানি ওয়াগ্‌নেট গাড়ী ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য কয়েকখানি পাল্কী রহিয়াছে, দেখিলাম। পার্শনেল লগেজ প্রভৃতি (Personal

Luggage) গরুর গাড়ীতে চলিল; আমরা যে যাহাতে সুবিধা পাইলাম, আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। ডাকবাংলার উপরের সুসজ্জিত কাম্‌রা-গুলিতে আমরা সকলে অতি সুখে রহিলাম। মহারাজার ভাণ্ডার হইতে দুই বেলার উপযোগী প্রত্যহ:উপযুক্ত সিধা, মাংস প্রভৃতি আসিতে লাগিল। ব্যাঘ্র দুইটীর জন্য বড় বড় ২টি খাসি—যাহাতে অন্ততঃ অর্দ্ধ মণ মাংস হয়, ঘোড়ার দানা, ঘাস প্রভৃতি রীতিমত আসিতে লাগিল। তিন রাত্রি মহারাজা আগ্রহের সহিত সার্কাসের ক্রীড়া দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং ভীরু বাঙ্গালীর অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য দর্শন করিয়া আমাদিগকে বার বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পারিতোষিক স্বরূপ নগদ মুদ্রা ব্যতীত এক হাজার টাকা মূল্যের একখানি দোশালা (শাল) দিবার অনুমতি পত্র দিলেন।

আমি দুই দিবস হইতে তোষাখানার অধ্যক্ষ উজির দেবীদাসের সাহায্যে উত্তম রূপে বাছিয়া তিনটী দ্রব্য পছন্দ করিয়া লইলাম। তোষাখানার মধ্যে এত উৎকৃষ্ট অঙ্গের বহুসংখ্যক শাল, জামেয়ার, জোব্বা, গলাবন্দ দেখিলাম যে, বোধ হয়, ৫০টী সওদাগরের দোকান বুঝি একত্রিত হইয়াছে। শুনিলাম গত মহারাজা রণবীর সিংহের আমলে এই সমস্ত মূল্যবান্ শাল, বিতরণের জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল। আমি দুইখানি জামেয়ার ও এক জোড়া শাল পছন্দ করিয়া লইলাম। সমস্ত শালের গাত্রে যথার্থ মূল্যের টিকিট লাগান রহিয়াছে। হিসাব মত তিন যোড়া শালের যথার্থ মূল্য ১০১৪৲ টাকা হইল। আমায় বক্রি নগদ ১৪৲ টাকা দিতে হইল; সে টাকা তোষাখানায় জমা হইল। যদি এক হাজার টাকার মধ্যে ১০৲।২০৲ টাকা কম হইত, তাহা হইলে মুদ্রা কিছুতেই ফেরত পাইতাম না; ধার্য্যমূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে অবশ্য সে টাকা পূরণ করিয়া দিতে হইবে—এখানকার রাজসরকারের না কি এই নিয়ম।

মহারাজা ও অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট শেষ বিদায় লইবার কালীন নিম্নলিখিত সার্টিফিকেটখানি মহারাজা স্বহস্তে আমায় দিয়া সসম্মানে বিদায় দিলেন।

Professor P. N. Bose entertained His Highness and the gentry at the palace at Jammu, with his performance on the nights of the 29th & 30th November and the 1st December 1897. The whole party were much pleased by what they saw, and congratulate the Professor for the great success, which has attended his efforts in getting up his "Great Bengal Circus" of purely *Bengali Ladies and Gentlemen.*

The Professor received a suitable present in cash and kind.

(*Sd.*) AMAR SINGH, RAJA, K.C.S.I.,
Vice-President of Council,
Jammu and Kashmir State.

JAMMU,
2nd December, 1897.

সর্দ্দার স্রুজন সিংহ।

জম্বু সহর হইতে শিয়ালকোট আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল ক্রীড়া দেখান হয়। এইবারে সকলকে রাউল-পিণ্ডি যাত্রা করিতে হইবে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরাজ রাজের যতগুলি ক্যান্টোনমেণ্ট আছে, তন্মধ্যে এই রাউলপিণ্ডিই একরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেখানকার আয়োজন কিছু বিশেষরূপে করা আবশ্যক বোধে আমি পূর্ব্বাহ্লে শিয়ালকোট ত্যাগ করিলাম; সঙ্গে প্রিয় ফটিকচাঁদ চলি-লেন। উজিরাবাদ জংশন ষ্টেশনে আসিয়া পেশোয়ার মেলট্রেণে উঠিলাম।

আমরা গাড়ীতে উঠিবামাত্র "আইয়ে প্রোফেসর সাহেব, মেজাজ সরিফ" ইত্যাদি বাক্যে করমর্দ্দনপূর্ব্বক একটি স্থূলকায় বর্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্বে আমায় বসাইলেন। ক্ষণেক ভালরূপে দেখিয়া আমি চিনিতে পারিলাম—বলিলাম, "সর্দ্দার সাহেব! মাফ কিযিয়ে, চার বরষ হোগিয়া আপ্‌কা মুলুক ছোড়্‌কে কেৎনা মুলুক ঘুমা—এৎনা রোজ বাদ ঝট্ আপ্‌কো পছন্নে নেহি ছেখা—কসুর মাফ্ কি যিয়ে! আপিকা পাস্ মাই যাভে

হেঁ—আপ্‌কো পাস মেরা বহুৎ কাম্ হায়।” পাঠক! এ ভদ্রলোকটী সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে বিশেষ পরিচিত ও বিখ্যাত সর্দ্দার সুজন সিংহ—জাতিতে শিখ। রাউলপিণ্ডির মধ্যে একজন ধনকুবের। কলিকাতায় যেরূপ পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি স্থান দেখিবার জন্য পল্লীগ্রামস্থ ব্যক্তিগণ দলে দলে আইসেন, রাউলপিণ্ডিতেও এই সর্দ্দার সাহেবের সুসজ্জিত উদ্যানবাটী দেখিতে দলে দলে লোক আসিয়া থাকে।

রাউলপিণ্ডিতে যাইয়া প্রথমে ইঁহার নিকটই আমার যাইবার কথা। রাউলপিণ্ডি সহর এবং ক্যাণ্টোনমেণ্টের মধ্যবর্ত্তী সদরবাজারের নিকট, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেটের ন্যায়, এই সর্দ্দার সুজন-সিংহের একটী সুন্দর ক্ষুদ্র মার্কেট আছে (একটু ইংরাজী ধরণের বাজার)। এই বাজারের কম্পাউণ্ডের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ খালি ময়দান পড়িয়া থাকায় এবং স্থানটী উভয় সহরের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, গত ১৮৯৩ সালে যখন আমরা প্রথম এ প্রদেশে আসি, এক কপর্দ্দকও ভাড়া স্বরূপ না লইয়া সর্দ্দার সাহেব তথায় তাম্বু ফেলিবার জন্য অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমায় অনুমতি দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য নানা বিষয়েও আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন—এবারেও ষ্টেশনে নামিয়াই তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল। কারণ সর্ব্ব প্রথমে স্থানটী যোগাড় করিয়া পাকা না করিতে পারিলে অন্য কোন কর্ম্মে হাত দেওয়া যায় না। জগদীশ্বরের কৃপায় সৌভাগ্যক্রমে রাউলপিণ্ডি পৌছিবার পূর্ব্বেই রেলের গাড়ীর ভিতর সর্দ্দার সাহেবের সাক্ষাৎ পাওয়ায় আমার কার্য্য হাসিল হইয়া যাইল।

পরস্পরে নানা কথার পর “কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় বা গিয়াছিলেন” ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন—“সীমান্ত প্রদেশে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে, বোধ হয় জানেন—কতিপয় শিখসৈন্য অসীম বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে—

তাহাদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, অমৃতসরে স্মরণচিহ্ন (Memorial) স্থাপন উদ্দেশে আমাদের খাল্‌সা ধর্ম্মের (শিখ সম্প্রদায়ের) একটী বৃহতী সভা হয়—তজ্জন্য আমায় তথায় যাইতে হইয়াছিল—বহুকাল পরে আপনাকে পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম—এবারে শুনিতেছি আপনারা নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটা ব্যাঘ্র আনিয়াছেন—স্থানের জন্য কোন চিন্তা নাই; আপনারই স্থান মনে কর্‌বেন—আপনার যে দিবস ইচ্ছা সেই দিবস তাম্বু খাটাইতে পারেন; আর আমার দ্বারা আপনার যা যা কার্য্য হ'তে পারে তা সমস্তই হবে জান্‌বেন"। সর্দ্দার সাহেবের এত অনুগ্রহে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এইরূপ নানা কথায় সকলে নিদ্রা যাইলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি আমরা রাউলপিণ্ডি ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

ষ্টেশনে নামিয়াই দেখি আমার মাতুল শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইনি এখানকার মিলিটারি পে অফিসে বেশ ভাল গোছের কর্ম্ম করেন—শিয়ালকোট পরিত্যাগের পূর্ব্বে মামাকে টেলিগ্রাম করায় পূর্ব্ব হইতেই তিনি ষ্টেসনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

এইস্থলে পাঠকবর্গকে আমার নিজের পূর্ব্বকারের একটী দুঃখকাহিনী বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাসে এই রাউল পিণ্ডিতে যখন আসিয়াছিলাম, সে বারেও আমি এবং ফটিক-চাঁদ ঠিক্ এম্‌নি সময়ে, সেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হই এবং সেবারেও পূজনীয় মামা মহাশয় ঠিক্ এইরূপ সময়ে এই ষ্টেসনেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

বহুকালের পর মামার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আমাকে পাইয়া আহ্লাদের চিহ্ন আদৌ না দেখাইয়া মামা একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন—আমিও আর থাকিতে পারিলাম না—মামার বক্ষে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম।

ফটিকচাঁদ দুইটী কুলির মস্তকে সমস্ত মাল পত্র চাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন—আমাদের ঈদৃশ ভাব দেখিতে পাইয়া দ্রুত আসিয়া বলিলেন "প্রিয় বাবু! ছি, ছি; এই না তোমার মনের বল? এই না সে দিন লাহোরে বল্‌লে, না আর কখন আমি হা হুতাশ ক'র্‌বো না, আর কখন আমি ও কথা ভাব্‌বো না? আর মামাবাবু! আপ্‌নিও খুব লোক যা হোক্—আপনি কি আর জায়গা পেলেন না? কোথায় এত কালের পর দেখা হ'লো—হাসিমুখে আদর ক'রে দুটো ভাল কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন্; তা না হ'য়ে আপ্‌নিই আগে থেকে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন? নেন্, এখন কাঁদাকাটা রাখুন—ও সব বাড়ী গিয়ে হবে। এখন চলুন—কোথাকার জন্য গাড়ীভাড়া করতে হবে বলুন?"

আমার মামা বলিলেন, "মহাশয়! আপনি জানেন না যে আমাদের কি ভয়ানক ক্ষতি হ'য়েছে—প্রিয়নাথের যে কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তা আপনাকে আর কি ব'ল্‌বো? প্রিয়নাথের স্ত্রী, রূপে গুণে লক্ষ্মী ছিলেন, আমার ওরূপ ভাগ্‌নে-বৌএর মত বৌ আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না— ও এম্‌নি দুর্ভাগা, আর এমন হতভাগা ব্যবসা নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুর্‌চে যে, মৃত্যুকালেও একবার গিয়ে দেখে আস্‌তে পার্ল্লে না।"

এইবারে আমি বল্লেম, "না মামা! মিরেট থেকে আমি বাড়ী গিছ্‌লেম—প্রায় ১৫।২০ দিন ছিলেম—বাবা বিস্তর টাকা খরচ ক'রে, বড় বড় ডাক্তার দেখালেন; সকলে যমের সহিত যুদ্ধ করলেম—কিন্তু যখন দেখ্‌লেম, 'এ বিষম জ্বর আরাম করা শিবের অসাধ্য'—প্রসিদ্ধ ডাক্তার হীরালাল বাবু যখন মৃত্যু অনিবার্য্য ব'লে জবাব দিলেন, তখন সে অন্তিম দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য আর কিছুতেই কলিকাতায় থাকৃতে পার্ল্লেম না—বহু কষ্টে প্রবোধ দিয়ে তাকে বাপের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আবার পশ্চিম প্রদেশে ছুটে এলেম। কিন্তু হায় মামা! যা ভেবেছিলেম্ তাই হ'লো, অল্প দিন পরেই টেলিগ্রাম এলো—সে সোণার কমল অকালেই শুকায়ে গেছে!"

নগেন্দ্র মামা ব'ল্লেন,"যাক্ বাবা! ও সব কথা আর ভেবে কাজ নেই—মনোমোহন বাবু আমায় পত্রে সমস্তই লিখেছেন—বোধ হয় তোমার শুদ্ধ হবার আর ৫। ৭ দিন মাত্র বিলম্ব আছে। আমি কালীবাড়ীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব'লে ক'য়ে ঠিক ক'রে রেখেছি—যথা সময়ে সব ঠিক করা যাবে—এখন বাড়ী চল।" একখানি গাড়ীতে উঠিয়া আমরা তিন জনে কালীবাড়ীর সন্নিক[illegible] মামার বাসায় আসিয়া নামিলাম। যথাসময়ে কালীবাড়ীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বারা যথাবিহিত শ্রাদ্ধ শান্তি ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করান হইল।

সমস্ত দলবল আসিলে যথাসময়ে ক্রীড়া আরম্ভ হইল,—এখানকার ক্যাণ্টোন্মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বড় উদার প্রকৃতির লোক—আমায় নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন—সার্কাস দেখিয়া এবং আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া এই সার্টিফিকেটখানি পাঠাইয়া দেন ;—

I have had the pleasure of being present on two occasions at the Great Bengal Circus, during their visit to Rawalpindi. *I have no hesitation in saying that the performance is the very best I have seen in India.*

The proprietors deserve every encouragement, not only for their enterprise but for their courtesies and gentlemanly behaviour. I wish them all success.

(Sd.) C. DENNEYS, CAPTAIN, I. S. C.
Cantonment Magistrate.

RAWALPINDI.
30 th November, 1893.

পাঠক! এরূপ উচ্চ মিলিটারি অফিসারের নিকট হইতে এরূপভাবে সার্টিফিকেট পাওয়া শুদ্ধ আমার নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কি গৌরবের বিষয় নয়?

সে বারের ন্যায় অদ্য প্রত্যুষেও একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তিন জনে মামার বাসায় গেলাম ও সেখানে মাত্র ২।৩ দিবস থাকিলাম।

সদর বাজারের নিকট বড় রাস্তার উপরেই বৃহৎ বাড়ী ভাড়া করিলাম—যথা সময়ে সকলে আসিলে সর্দ্দার সুজন সিংহের মার্কেটে তাম্বু ফেলিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাউলপিণ্ডি খুব বড় কেণ্টোন্‌মেণ্ট—এখানে সাহেব, বিবি, গোরা, সৌখীন বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী বিস্তর—সুতরাং আমাদের যে আশাতিরিক্ত উপার্জ্জন হইল একথা লেখাই বাহুল্য।

রাউলপিণ্ডিতে বিস্তর বাঙ্গালী বাবু আছেন—অনেকে মোটা মাহিনা পান ; সমস্তই চাকরে। অনেকে আবার সৌখীন ও আমোদপ্রিয়। দুর্ভাগ্য-ক্রমে প্রায় অধিকাংশই মদ্যপায়ী। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে, এখন এ প্রদেশে দুরন্ত শীত—যথার্থ ই শীতের মাত্রাটা এত অধিক যে, বেহুলা-ঠাকুরুণের লৌহের বাসর-গৃহ-সদৃশ সুদৃঢ় ও সু-আচ্ছাদিত প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহে বাস করিয়া দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় তূলা ভরা জামা প্রভৃতি পরিধান পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকিলেও 'নিউমোনিয়ার' হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন।

প্রতি বৎসরে কত লোক যে এই কাল রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন তাহা আর কি লিখিব—অধিক কি, আমার মাননীয় পাঠিকা-বর্গ হয় তো শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, হিন্দু বঙ্গমহিলাগণ কৃপা করিয়া যখন এ অধীনের সার্কাস দর্শন করিতে আইসেন, প্রায় অধিকাংশ স্ত্রীলোক-দিগকে পায়ে জুতা মোজা প্রভৃতি পরিধান করিয়া আসিতে হয়।

এই শীতের দোহাই দিয়া বাবুরা নানাকথা বলিয়া থাকেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন চাঁইমশাই বলিলেন—"আরে মশাই! সাধ ক'রে কি আর ঘরের কড়ি ভেঙে মদ কিনে খাই? প্রত্যহ একটু একটু ষ্টিমিউলেণ্ট (stimulant) না ক'ল্লে কি আর প্রাণে বাঁচবো? একদিন যদি শীতকালে মদ খেতে না পাই—তার পর দিন দেখ্‌বেন, একেবারে নিশ্চয় বরফ হ'য়ে জ'মে গেছি"—আমি বলিলাম "মশায়! তা যদি হয়,

তবে আমরাও তো জোমে যেতেম, আপনি এখানকার শীত কি দেখাচ্ছেন, আমরা মুসুরি পাহাড়ে বেড়িয়ে এলুম, কোয়েটায় গেলুম—কৈ, কারও তো নিউমোনিয়া হয় নি—কেউ ত সুধা বিনা বরফ হ'য়ে জ'মে যায় নি।"

প্রত্যুত্তরে বাবুটী বলিলেন, "মশাই! আপনাদের কথা ছেড়ে দিন্, আজ এদেশ, কাল ওদেশ ঘুচ্ছেন—কেউ ঘোড়ায় চ'ড়্ছেন—কেউ তেরে-লেল্‌বারে ঘুর্‌ছেন—কেউ ঠ্যাং তুলে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছেন—আর কেবল রুটি গোস লুস্‌চেন—আপনাদের কথা ছেড়ে দিন। সমস্ত দিন কলম পিসে যদি একটু স্ফূর্ত্তি ক'র্ত্তে না পার্ব্বো, তবে সর্ব্বস্ব ছেড়ে এত দূরে বিদেশে এসেছি কেন বাবা?" নিজ নিজ মনকে প্রবোধ দিয়া বাবুরা এইরূপে বৈদেশিক লীলা করিয়া থাকেন।

রাউলপিণ্ডির সখের

যাত্রা।

ত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাব প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সহরে বাঙ্গালী বাবুদের ২।১টী অবৈতনিক থিয়েটার আছে। নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক স্থলে আমাদিগকে দেখিতে যাইতেও হইয়াছে—তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌ কমিসরিয়েট অফিসের হেড এসিষ্ট্যাণ্ট আমাদের গ্রামস্থ আত্মীয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বসুর যত্নে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমার পিতার প্রণীত প্রসিদ্ধ 'হরিশ্চন্দ্র নাটকের' অভিনয় ঐ লক্ষ্ণৌ সহরে যেরূপ সুন্দর দেখিয়াছিলাম, বিদেশে আর কোন সহরে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা উত্তম দেখি নাই। রাউলপিণ্ডি সহরে কিন্তু থিয়েটারের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালী বাবুদের একটি সখের যাত্রা আছে দেখিলাম। ছুটির রাত্রি হইলে বাবুরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের আখড়ায় আমাদের ২।৫ জনকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। সার্কাস ক্রীড়ার সঙ্গে, স্থানে স্থানে, ব্যাণ্ড বা অন্য কোন রূপ বাদ্য না পাইলে আমরা ৫।৭ জন মিলিত হইয়া সে কার্য্য আপনারাই কোনরূপে চালাইয়া থাকি। পান্নালাল বেস ভালরূপ ক্ল্যারিওনেট বাজাইতে পারেন ; বনমালি বেহালা বেস বাজায় ; গৌরগোপাল বাঁশী এবং কর্ণেট বেস বাজান ! আমি স্বয়ং বাঁশী, হারমোনিয়াম্, বেহালা বাজাইতে পারি—

যা চান্ তাতেই আছি—মোট কথা "Jack of all trades, master of none." কোন বাজনা ভালরূপে বাজাইতে পারি আর না পারি—আপনাদের অনুগ্রহে—সকল তাতেই একটু আধটু দখল আছে। তা ছাড়া, আমাদের এই কয়েকজন ব্যতীত তলপিদার বাজিয়েও কোন্ না আর ২।৪ জন আছে?

আমাদের শিক্ষিত ও গঠিত ঐকতানবাদনের সহিত, সেখানকার যাত্রার ৩।৪খানি বেহালার কন্সার্টের যে আদৌ তুলনা হইতে পারে না, এ কথা পাঠকবর্গকে অধিক করিয়া লেখা বাহুল্য। বিশেষতঃ একটা হারমোনিয়ম্ ও ৩।৪ খানি বেহালার সঙ্গে পান্নালালের সুমিষ্ট বংশীধ্বনি এবং গৌর বাবুর কর্ণেট হইতে খাদের সুর মিশ্রিত হওয়ায়, কতদূর পর্য্যন্ত সুমধুর ও সুললিত হয়, তাহা লিখিয়া কি জানাইব!

সেখানকার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী বাবুরা একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন, 'বসু মহাশয়ের সার্কস এখানে থাকিতে থাকিতে এক দিবস যাত্রা দিতে হইবে। কলিকাতার এত গুলি বাঙ্গালী এত দূরদেশে হঠাৎ পাওয়া ভাগ্যের কথা—সার্কস সম্প্রদায়ের সমস্ত বাবুকে দেখাইবার জন্য আগামী শনিবারে কালীবাড়ীতে যাত্রা হউক'।

মুখে যেমন বলা, কার্য্যেও তৎক্ষণাৎ করা। শনিবারেই যাত্রার দিন ধার্য্য হইল। সহর, ছাউনি, ও সদর বাজারস্থ পঞ্জাবী, বাঙ্গালী ও উত্তর পশ্চিমের হিন্দুস্থানি চাকরে বাবুদের নিকট নিমন্ত্রণের টিকিট গেল। কমিসরিয়েটের গমস্তা ও ঢোলকবাদক শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু এবং আর ৪।৫টী বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের বাংলায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া, দুইটী নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। বাবুরা বলিলেন, "মহাশয়! সার্কাসের খেলা দেখাইয়া এদেশের লোককে আপনারা যেরূপ মোহিত ক'রেছেন, সংগীত ব্যাপারেও অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি সেইরূপ দেখা'তে পারেন, তবে আমাদের বাঙ্গালীর মুখোজ্জল হয়। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, ঐ রাত্রে আপনাদের 'কন্সার্ট পার্টিটি' আমাদের

যাত্রার সঙ্গে বাজান।” তদুত্তরে আমি বলিলাম “আমাদের অধিক ক’রে আপনাদের কিছুই ব’ল্‌তে হবে না। বিরাজ বাবু পূর্ব্ব হ’তেই আমাদের সঙ্গে পরিচিত—উনি বোধ হয় বেশ জানেন, আমাদের সঙ্গে কোনরূপ কন্‌সার্ট পার্টি নাই; বাড়ীতে ব’সে নিজেরা আমোদ প্রমোদ কর্‌বার জন্য পরস্পরে অবশ্য গান বাজনা ক’রে থাকি—আর কোন ছোট খাট সহরে নিতান্ত পক্ষে ব্যাণ্ড না পেলে কষ্টে স্পষ্টে নিজেরাই চালাইয়া লই মাত্র।” তাঁহারা বলিলেন, “তা যাই হোক্—তাই তাই—আমরা তাই চাই। এখানে যত বাঙ্গালী আছেন, তাঁদের প্রায় সমস্ত মেয়ে ছেলে আস্‌বেন, আর হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য বাবুরাও এবারে যথেষ্ট আস্‌বেন—যাতে যা ভাল হয়, এ আপনাকে ক’র্ত্তেই হবে—এ বাঙ্গালীর কাজ—আপনাদেরই কাজ মনে ক’র্ত্তে হবে।”

আমি অগত্যা স্বীকার পাইলাম—বলিলাম—“আচ্ছা, তবে তাই হবে—কিন্তু শেষ রাত্রে আমরা কিছুতেই যেতে পার্ব্বোনা। আখড়াই বা আর ২।৪ খানা বাজনা, আপনারা নিজেরা সেরে নেবেন্—আমরা প্রত্যূষ ভিন্ন কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না। শনিবারে বৈকাল ৪টা ও রাত্র ৯টায় দুবার খেলা হবে (Double performance); তাম্বু থেকে বাড়ীতে ফিরে এসে ক্লান্ত হ’য়ে আমরা মুর্দ্দা হ’য়ে যাবো—রাত্রে বিশ্রাম নিতান্তই আবশ্যক—প্রভাতে নিশ্চিত যাচ্ছি জান্‌বেন।

বাবুরা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আবার বিপদে পড়িলাম—বাবুদের এবারকার এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটী বড় ভয়ানক। তাঁহারা বলিলেন “আমাদের এখানে ভাল ফার্স টার্স (Farce বা প্রহসন) বড় ভাল হয় না—যাত্রার শেষে আপনার লোক দিয়ে ছোট খাট রকমের যদি একটা ফার্স ক’রিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা বড়ই বাধিত হই; অবশ্য ফার্সটী আপনাকেই লিখ্‌তে হবে।” প্রস্তাব শুনিয়া আমিতো অবাক! আমি বলিলাম “সেকি মহাশয়! বলেন কি? সার্কাসের লোকে

ফার্স ক'র্ব্বে কি? আমি আপনাদের সত্য কথা ব'লছি, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এক্টর বা পুস্তক লেখক নাই।"

তাঁহাদের মধ্যে এক রসিক ও প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন—তখনও বাবুর মুখ বিবর হইতে সুরভির সৌগন্ধ ছুটিতেছে—বিরাজ বাবুতো ও বিষয়ে একচেটে—বাবুটী বলিলেন—"মহাশয়! ভোগান্ কেন? মনোমোহন বোসের বেটা আপ্নি—আপ্নি একখানা ফার্স ক'রে দিতে পার্ব্বেন না? শুধু কি চাবুক্ ধ'রে ঘোড়ার পোঁদে হেট্ হেট্ ক'রে তাড়া দিতেই শিখেছেন?" বিরাজ বাবু ঢুলু ঢুলু স্বর্ণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিলেন, "তা হ'চ্চেনা প্রিয়বাবু! তা হ'চ্চেনা—ফাঁকি দিতে পাচ্চো না বাবা—যা হয় একটা তোমায় ক'র্ত্তেই হবে।"

নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখে ও বেগতিক বুঝে বল্লেম—"আচ্ছা তা যেন হ'লো—কিন্তু সময় কোথায় মহাশয়? আজতো বুধবার—আপনারা ব'লছেন আগামী শনিবার চাই—তা ছাড়া আমাদের প্রত্যহ প্লে—রবিবার ভিন্ন ছুটিও নেই—কি রকমে কি করা যায়?" প্রথম বারের বাবুটী এইবার কিছু ঝাঁকারি মারিয়া বলিলেন—"দেখুন মহাশয়! আমাদের কাছে বেসি চালাকি ক'র্ব্বেন না; আমরা হোলেম বোতলের লোক—আপনার বিদ্যা বুদ্ধি আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই—বরিশালে কি ক'রেছিলেন মনে নাই?—আমি তখন বরিশালে জজের কোর্টে চাকরী ক'র্ত্তেম—একরাত্রে সুর দিয়ে, গান বেঁধে, সুর নাচ শিখিয়ে, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একখানা বৈ লিখে কি সহর তোল পাড় করেন নি? বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কাগচে তাই নিয়ে কি হুলস্থূল প'ড়ে যায়নি?"

আমি ব'ল্লেম "সে কথা সত্য বটে—কিন্তু সেই বই লিখে, আর সেই ফার্স ক'রে, তার পর দিনতো একেবারে সাত সাত জনকে আসামীর কাটগোড়ায় দাঁড়াতে হ'য়েছিল—এতো বাবা 'non-regu-

lated province'—এখানেও আবার একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে বলেন নাকি ?

ক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলাম, "আচ্ছা আপনারা যান—আপনাদের আপিসের বেলা হ'লো—যাতে যা ভাল হয় আমি তা ক'র্‌বো—আপনাদের আর অধিক কিছু ব'ল্‌তে হবে না।" বিরাজ বাবু ব'ল্‌লেন্—"তবে ভায়া! ফার্স সম্বন্ধে আমরা বেফিকির র'ইলুম ?" আমি বলিলাম "হাঁ, তা বটে—কিন্তু তাই ব'লে, প্রকৃত প্রহসন আপনারা কোনরূপে আশা ক'র্ত্তে পারেন না—যাত্রার শেষে রং ঢং ক'রে, ২।৪টী গান টান দিয়ে এরূপভাবে ম'জিদারি সং বার কোরে দেবো, যাতে এখানকার বাণ্‌চাল বাবুরা দর্পণে নিজ নিজ ছবিগুলি পরিষ্কাররূপে দেখ্‌তে পেয়ে, পরে যেন সার্কাস পার্টিকে অজস্র গালি বর্ষণ করেন।" নমস্কার প্রতি নমস্কারের পর বাবুদের বিদায় দিয়া আমি কার্য্যান্তরে গমন করিলাম।

বল্ মা তারা যাই কোথা।

বিরাজবাবু এবং ঐ বাবুগুলিদের সহিত কথোপকথনের ঠিক ৩।৪ দিন পূর্ব্বেই আমাদের সার্কাসে একদিবস ক্রীড়ার সময় ৩।৪টী বাঙ্গালী বাবু মদ্যপান পূর্ব্বক বড়ই অভদ্র ব্যবহার করেন—পার্শ্বস্থ ২।১টী পঞ্জাবী যুবক ও পল্টনের গোরার গাত্রে ঢলিয়া পড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা বলবান হইলেও পশ্চিমের বাঙ্গালী বাবুদের যথেষ্ট সম্মান দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জন স্বতন্ত্র স্থানে উঠিয়া বসিলেন—২।৪টী মিলিটারী অফিসার আমায় ডাকিয়া, আমাদের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিন্দা করিয়া তাঁহাদের বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সাধারণের শান্তি রক্ষার জন্য এবং তাঁহাদের মাত্রাটা ক্রমেই সপ্তমে চড়িতেছে দেখিয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কয়েকটা বাঙ্গালী-কুল-কলঙ্ককে বাধ্য হইয়া আমায় বাহির করিয়া দিতে হইল। এই কারণে কতক-গুলি বাঙ্গালীর প্রাণে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পর দিবস শুনিলাম, আমার বিরুদ্ধে নাকি ২।১টী প্রাইভেট

কমিটি হইয়াছে, আর সেই কমিটির মেম্বরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া স্থির করেন যে, তাঁহাদের বাড়ীর ছেলে মেয়ে বা আর কাহাকেও 'বোসের সার্কাসে পাঠান হইবে না।" তাঁহাদের বিচারে অবশ্য আমিই দোষী। সমস্ত কথা বা নিন্দাবাদ নীরবে সহ্য করা ভিন্ন আর কি করিতে পারি? কিন্তু উচ্চ বেতনভোগী কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী ভায়াদের বিদেশে অতিরিক্ত মদ্যপানে পাশবাচরণ দেখিয়া বস্তুতঃই মর্ম্মাহত ছিলাম।

আগামী শনিবার কালীবাড়ীতে, বাবুদের যাত্রা সমাপ্তে;যে প্রহসন হইবে—যাহাতে এই শ্রেণীর বাবুদের উত্তম মধ্যমরূপে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে—সেই জন্য অন্য কোনরূপ প্রহসন না লিখিয়া, উপদেশ মূলক ২।১টী গান বাঁধিলাম এবং পুরাতন ২।১টীও সন্নিবেশিত করিয়া আসরে নামাইবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম।

আজ শনিবার। আজ আমাদের দুইবার খেলা (Double Performance) আবার যাত্রায় যাইতে হইবে, প্রতিশ্রুত আছি। যাত্রার সং দেখাইবার ভার আমার উপর—সুতরাং তাহার আয়োজন করিতে লাগিলাম। রাত্রের খেলায় সদর বাজারের ইনিস্পেক্টার সাহেব তাম্বুতে আসিলে, তাঁহার নিকট হইতে একটী হেড কনেষ্টবলের পোষাক, পাগড়ি, রুল, বেল্ট, ক্রীচ ও নাগরা জুতা ভিক্ষা করিয়া লইলাম। ক্রীড়া সাঙ্গে বাসায় আসিয়া প্রিয় ফটিক চাঁদের সাহায্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া ২।৪ খানি গান রিহার্সাল দেওয়াইয়া লইলাম; ইহার পূর্ব্বেও অবশ্য ২।১ বার রিহার্সাল দেওইয়াছিলাম।

প্রত্যূষে ২।৩টী বাবু আমাদের লইতে আসিলে যন্ত্রাদি সহ সকলেই যাত্রা করিল—আমি আগামী সোমবারের জন্য কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় একঘণ্টা পরে তথায় যাইলাম। গিয়া দেখি আসর সরগরম—লোকে লোকারণ্য—ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে যাওয়া দায়; তখন কি একটা অ্যাক্টিং হইতেছে। আমি যাইবা মাত্র ২।৪ টী বাবু আমায় ভিতরে লইয়া

গেলেন—তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ, আমাদের বাদ্য সুরু হয়। প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। কোথায় কলিকাতা আর কোথায় সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী প্রদেশে এত বাঙ্গালী সমাগত ও চিক মধ্যে মহিলাগণ উপবিষ্টা—আবার বাঙ্গালীর যত্ন ও উদ্যোগে এই যাত্রার আয়োজন এবং কতকগুলি পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানি ভদ্রলোকের পদার্পণ—একি কম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়! আর তাই বা কোথায়? একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক স্থাপিত কালীবাড়ীতে—আমাদের এ কি কম আহ্লাদ ও গৌরবের কথা!

আমাদের ঐকতান বাদন সুরু হইলে চতুর্দ্দিক হইতে একটা যেন হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। ৩৪ খানি বেহালা, একটা কর্ণেট ও একটা ক্ল্যারিওনেটে একখানি কাফি সিন্ধু আরম্ভ হইলে 'বহুত আচ্ছা আর বাহবার চোটে' কালীবাড়ীর নবনির্ম্মিত নাটমন্দির একেবারে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—বোধ হয় এতক্ষণ কাঁচা হাতের মাত্র ২।৩ খানা বেহালা বাদনে আসরের ভাব একরূপ ছিল, এখন কলিকাতার কয়েকটী সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা বিশেষতঃ প্রিয় পান্নালালের মধুমাখা বংশী নিনাদে যাত্রার আসরের ভাব আর একরূপ ধারণ করিল। বাবুরা আমাকেও যে না বাজাইয়া ছাড়েন নাই, এ কথা লেখাই বাহুল্য।

বিদেশে—বিশেষতঃ রাউলপিণ্ডির ন্যায় এত দূরদেশে বাবুরা যেরূপ যাত্রা গাহিলেন, তাহাতে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। কলিকাতার অলিতে গলিতে কখন কখন যেরূপ হেঁজি পেঁজি সখের যাত্রা দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট দেখিয়া, বাবুদের নিকট আমি বার বার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ মাননীয় বিরাজ বাবুর ঢোলক বাদনে, আমি যথার্থ বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। সমস্তই ভাল দেখিলাম—কিন্তু বাঙ্গালী দর্শকের মধ্যে কতকগুলি কুলাঙ্গারের মাতলামি

ও এই সমস্ত মহিলাগণের সম্মুখেও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণে বড়ই ব্যথিত হইলাম; শুনিলাম তাঁহাদের নাকি কিছু বলিবার যো নাই—বলিলে নাকি এখনি দলাদলি হইবে—আবার ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নাকি এই যাত্রার পৃষ্ঠ-পোষক।

যাত্রার মেলাত্রা গাহিবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে পান্নালাল এই কালীবাড়ীর সম্মুখে মাতার বাসায় যাইলেন; প্রিয় ফটিকচাঁদ গ্রীনরুমে গেলেন। যথাসময়ে যাত্রার পালা শেষ হইলে সকলে দেখিল, একটী মাতাল গীত গাহিতে গাহিতে আসরে অবতীর্ণ হইতেছেন—মাতাল আর কেহ নহে—আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত ফটিকচাঁদ। পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র ও একটী হস্তবিহীন ধপ ধপে সাদা কামিজ—সেই কামিজের উপর চিত্র বিচিত্র করা কর্দ্দমের ছিটা; এক পদে একটী মোজা, অপর পদে একটী ছেঁড়া চটিজুতা, আর কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ একটী বোতল ও হস্তে গেলাস লইয়া টলিতে টলিতে ঢলিতে ঢলিতে আসিয়া—নিম্নলিখিত গীতটী আরম্ভ করিলেন।

'চরণ যেওনারে বেঁকে।
মনের সুখে যাচ্চি আমি, নেশার ঝোঁকে ঝোঁকে!
নর্দ্দামাতে প'ড়্বো সুখে, কুকুর এসে মুত্বে মুখে,
রাবণ বেটা আস্বে রুকে, রামের উপর ঝেঁকে। (ঐ পাহারাওলা)
বড় ভয় ঐ রাস্তায় পড়া, চৌকিদারের ঝোলায় চড়া,
হুঁস আছে তাই ব'ল্ছি আমি, (এখনও হুঁস আছে বাবা)
হুঁস আছে তাই ব'ল্ছি আমি, পুনঃ তোমায় ডেকে!'

আর কাহারও কিছু আমোদ হউক আর না হউক, পূর্ব্বকথিত মাতাল বাবুদের "বাহবা, বাহবা,—বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, ফটিক বাবু, জয় জয়কার হোক, বোস বাবু, তোমারও জয় জয়কার হোক বাবা—কি গানই

শুনালে—প্রাণে যেন মধু ঢেলে দিলে বাবা” ইত্যাদি উচ্চ রবে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। ফটিকচাঁদ চিরকালই নাক কাণ কাটা—দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আরো নানা অঙ্গভঙ্গির সহিত গান গাহিয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে বাহাদুরি লইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে এই কালীবাড়ীর বহির্ভাগ হইতে একটী কনষ্টেবল আসিয়াই ফটিকচাঁদকে রুলের গুতা দিয়া বলিল,—“আরে শ্যালে! তোম্ কোন্ হায়? আউর যেগা নেহি মিলা—কালী বাড়ীমে সরাপ পিকে আয়া? শালে, তেরা মালুম নেহি হায় যো, সরাপ পিনা আর কুত্তাকা পেসাব পিনা একি হায়? চল্ শালে চল্—তোম্‌কো হাম্ থানামে লে যাঙ্গে।” পুলিশের এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—একটী বাবু বলিলেন,—“What business has the Police to come here? Drive him at once.”

দৃশ্য বড় মন্দ নহে—পুলিশ হস্তে রুলের গুতা খাইতে খাইতে মাতালবেশে ফটিকচাঁদ দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং করযোড়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া গীত ধরিলেন—দর্শকের মধ্যে ২।১ জন বিশেষ উত্তেজিত হইয়া কনষ্টেবলের হস্তধারণ পূর্ব্বক ঝট্‌কা মারিয়া বলিলেন—“তোমারা হিঁয়া কেয়া কাম? যাও আভি হিঁয়াসে নিকাল্ যাও—আভি যাও—শালে, আঁখ নেহি হ্যায়? দেখ্‌তা নেহি যো, ইয়ে তামাসা হোতা হ্যায়—যাও হিঁয়াসে ভাগ—আভি ভাগ।” ক্রমে ২।১ ঘা প্রহারও পড়িবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, কনেষ্টবলকে মৃদুরবে বলিলাম “দাড়ি গোঁফটা শীঘ্র ফেলে দাও—আর তোমরা দুজনে সেই গানটা গাও—যদিও শুদ্ধ ফটিকের গাহিবার কথা—তা হোক, এ গণ্ডগোলে দুজনে না গাহিলে কিছুতেই ম’জ্‌বে না।”

আমার ইঙ্গিত পাবা মাত্র কনেষ্টবলটী কিত্রিম দাড়ি গোঁফ ফেলিয়া দিয়া ফটিকচাঁদের সহিত একত্রে গাহিতে লাগিলেন,—

'রুলের গুতোয় আমার প্রাণ জ্ব'লে যায়,
প্রাণ্ জ্ব'লে যায় আমার, জান যে জ্বলে যায়!
ছেড়ে দে সার্জ্জন বাবা, ধ'রি তোমার পায়॥
আর মদ খাবোনা, দোকানে আর যাবোনা,
এবার কালী মাকে পূজা দিয়ে, ধ'র্‌বো শিবের পায়'!

জাল কনেষ্টবল বুঝিতে পারিয়া, বিশেষ অপর কেহ নহে—সাধারণের প্রিয়দর্শন প্রসিদ্ধ পান্নালালকে দেখিতে পাইয়া এবং সুরের সহিত উভয়ের গলা একত্রে মিশ্রিত হইয়া অতিশয় শ্রুতিমধুর হওয়ায়, দর্শক মণ্ডলী এককালে বস্তুতঃই বিমোহিত হইয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন! এইতো গানের শ্রী; কিন্তু উঁহারা এন্‌কোর এন্‌কোরের চোটে সকলকে অস্থির করিয়া মারিলেন। এইবার এ-গান ছাড়িয়া উভয়ে এই নিম্নলিখিত সুদীর্ঘ গীতটী ধরিলেন—এইবার দস্তুর মত জুড়ি দোয়ারকি করিয়া গাওয়া হইল—আমাদের বাবুরা দোয়ারকি করিতে লাগিলেন।

(এবার্) রক্ষে কর্ মা রক্ষেকালী এই ভিক্ষে তোর্ রাঙা পায়্।
(ওমা) পেটের দায়্ প্রবাসে এসে, (শেষে) নেশার দায়্ মা জান্‌টা যায়্!

চাক্‌রি ক'র্ত্তে এলেম্ দূরে,
চাক্‌রি জুট্‌লো ঘুরে ঘুরে,
তাও সে খোসামোদের্ জোরে,
বিদ্যার্ জোরে নয়্ মা, হায়্!

বুড়ো বাপ্ মা রৈল ঘরে,
বৌকে আ'ন্‌লেম ছুতো ক'রে,
তবু তখন্ মাস্‌কাবারে,
তাঁরাও কিছু পেতেন্ তায়্!

তা দেখে সব্ মাতাল দলে,
মাগ্-মুখো নাম্ রটিয়ে দিলে,
তাড়িয়ে দিত পশু ব'লে,
ম'রে যেতেম্ সেই ঘেন্নায়!

শেষে তাই কুবুদ্ধি এলো,
দলে মিশ্‌তে সাধ গেল,
কিন্তু কোথায় যাই মা বল,
-(প্রায়) সব শালাই মাতাল্ হেতায়্!

এই যে মা তোর্ রাউলপিণ্ডি,
সহস্র কেরাণীর্ গণ্ডি,
জীয়ন্ত বাঙালীর্ পিণ্ডি,
মদের্ গয়ায়্ হয়্ হেথায়্!

একদিন্ মা তোর্ প্রসাদ্ ব'লে,
শালারা এক্ চক্রে ফেলে,
কালী ব'লে মুখে তুলে,
ঢেলে দিলে রসনায়্!

সেই দিন্ থেকে দশায়্ ধ'ল্লো,
টলটলে পা ক্রমে ঘট্‌লো,
রাস্তায়্ থানায়্ পতন্ চ'ল্লো,
ছুঁচো বুলে যায়্ মা গায়্!

লোকে ধ'রে নে যায়্ ঘরে,
পাঁক্ ধুয়ে বৌ কেঁদে মরে,
গায়ের্ গন্ধে বমি করে,
(থাক্‌লো) খাবার্ প'ড়ে কে আর্ খায়্!

কোথা বাপ্‌ মার্‌ মাস্‌কাবারি,
শুঁড়ির্‌ দেনাই শুধ্‌তে নারি,
মুদী করে শমন্‌ জারি,
বল্‌ মা তারা যাই কোথায়্‌!

গান সমাপ্তে সমস্ত আসরের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সাধারণ ভদ্রলোক মাত্রেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "চমৎকার! চমৎকার!! প্রোফেসর মহাশয়! বেঁচে থাকুন—গুটিকতক কুলাঙ্গারের জ্বালায় রাউলপিণ্ডি একেবারে টল্‌টলায়মান হ'য়ে উঠেছে—আপনার ফটিক বাবু এবং পান্নালাল বাবুর এই অভিনয়ে বাবুদের যদি একটুও চৈতন্য হয়, তাও মঙ্গল।" একটা ছল করিয়া আমি মামার বাসায় সরিয়া পড়িলাম। জনতার সহিত আমাদের বাবুরাও ক্রমে বাসায় যাইলেন। পরে শুনিলাম, গুটিকতক ঐ প্রকৃতির বাবু পথে আসিতে আসিতে আমাদের বাবুদের উপর যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিয়াছেন—পূর্ব্ব হইতেই আমার উপদেশ দেওয়া ছিল—নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া সকলে বাসায় আসিলেন। ক্রমে রাউলপিণ্ডির লীলা শেষ হইলে আমরা অন্যত্রে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।
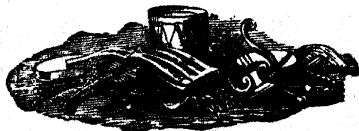
পেশোয়ার।

মামার নিকট বিদায় লইয়া রাউলপিণ্ডি ত্যাগ করিলাম। রাত্রি ৮টা ৩৭ মিনিটের সময় পেশোয়ার ক্যাণ্টোনমেণ্ট ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সীমান্ত প্রদেশে এই সময়ে ভীষণ লড়াইয়ের হাঙ্গামার জন্য এখানে কোনরূপ বাড়ী বা বাংলা আদৌ খালি পাওয়া যায় না। গ্রামস্থ আত্মীয় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বসু কমিসরিয়েট আফিসে চাকুরী করেন এবং এখানকার বাঙ্গালী মেসে (Mess) থাকেন—এ কথা রাউলপিণ্ডিতে মামার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। উইলসন সাহেব, ফটিকচাঁদ ও আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া বরাবর তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সত্য বাবু আমাকে বহুদিনের পর দেখিতে পাইয়া বড়ই আদর অভ্যর্থনার সহিত তাঁহাদের বাসায় রাখিলেন এবং নিকটে একটী ইংরাজী হোটেলে উইলসন্ সাহেবের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উইলিয়ম্ ও উইলসন্ নামক দুইটী ইংরাজ যুবক কয়েক মাস হইতে সার্কাসে কর্ম্ম করিতেছে। কুলি দ্বারা গোরা পণ্টনে ভালরূপে বিজ্ঞাপন বিলি করা, ক্রীড়ার সময় টিকিট কলেক্ট করা, গ্যালারিতে লোক প্যাক করা প্রভৃতি কার্য্য তাহাদের দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়—সময়ে সময়ে আমার সহিত পূর্ব্বাহ্নে

পরবর্ত্তী সহরে আসিতে হয়। পর দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া বাংলার অনুসন্ধানে যাইলাম। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত সমস্ত পেশোয়ার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, সামান্য একখানি কুটীর পর্য্যন্ত যোগাড় করিতে না পারিয়া হতাশ্বাস হইয়া মেসে ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠকবর্গের যেন স্মরণ থাকে যে, এ সময়ে সীমান্ত প্রদেশে ইংরাজের সহিত পাঠানদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ও চলিতেছে এবং টিরাক্ষেত্র প্রভৃতি জয় করিয়া বহু পল্টন এই পেশোয়ার নগরীতে একত্রিত হইয়াছে। আর একবার পেশোয়ারে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এরূপ জনতা পূর্ব্বে দেখি নাই। এখন পথে চলা ভার—সিপাহী, বেহারা, গোরা, খান্‌সামা, বাবুর্জি প্রভৃতিতে এত ভিড় যে, যথার্থই পথে চলা দুষ্কর। বাজারের দ্রব্যাদি মহার্ঘ—সামান্য বেতনভোগী মেসের বাবুদিগের পর্য্যন্ত ১১৷১২ এগার বার টাকা মণ হিসাবে চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে। স্থানের কথা আর কি বলিব? উচ্চ পদস্থ যে মিলিটারি অফিসর আপনার সহধর্ম্মিণী ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তিকে লইয়া এক বাংলায় থাকিতে নারাজ; যাঁহার শ্যালক, অন্য কোন কুটুম্ব বা নিজ ঔরস-জাত পুত্র পর্য্যন্ত আইলেও ডাকবাংলায় বা হোটেলে প্রেরিত হয়—সেই সেই শ্রেণীর ইংরাজ মহোদয়গণকে পর্য্যন্ত অনন্যোপায় হইয়া ৫৷৬টী করিয়া অতিরিক্ত সাহেব সঙ্গে বাস করিতে হইতেছে।

গতিক বড় মন্দ দেখিয়া আমি বরাবর টেলিগ্রাফ অফিসে যাইয়া রাউলপিণ্ডিতে ভ্রাতার নিকট নিম্নলিখিত ভাবে আর্জেন্ট (Uurgent) টেলিগ্রাফ করিলাম। "Not a single room available here, Dont start, am going by mail."

টেলিগ্রাফ করিলাম বটে, মনে কিন্তু বড়ই অশান্তির উদয় হইতে লাগিল। এত বড় সহর—তার উপর এই লড়াইয়ের হাঙ্গামে এরূপ জমজমাট—দুর্ভাগ্য আমাদের যে, থাকিবার স্থানাভাবে পেশোয়ারে প্রে

করিতে পারিলাম না। ছোট ছোট তাম্বু ভাড়া করিবার জন্ত কত স্থানে ঘুরিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে একটীও পাইলাম না—নতুবা এই স্থানে এই সময়ে প্লে করিলে দুপয়সা যথেষ্ট যে পাইতাম তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাঙ্গালী বাবুদের মেসে ফিরিলাম; স্নানাহার করিয়া বাহিরে আসিতেছি, এক জন পিয়ন আসিয়া আমায় একখানি টেলিগ্রাম দিল—পাঠ করিয়া দেখি, লেখা আছে,—"Horses Tigers goods already despatched, party going by next train, secure house anyhow—at any rate. Dont leave Peshawar."

টেলিগ্রাম পড়িয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল—বোধ হয় সমস্ত ছাউনি আতি আতি পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছি, অতি সামান্য ক্ষুদ্র বাড়ী পর্য্যন্তও খুঁজিতে বাকি রাখি নাই—কিন্তু কি করি, আর তো উপায় নাই। প্রত্যূষে সকলে আসিলে কোথায় দাঁড় করাইব, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া আকুল হইলাম। নিশ্চেষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে আর কি হইবে, এই ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আনাইয়া বাহির হইলাম—নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে জেনারেল সাহেবের বাড়ী ও সদর বাজারের মধ্যস্থলে যে একটী ময়দান আছে—যেখানে গত বারে আমাদের প্লে হইয়াছিল—তাহারই সম্মুখে একটী খোলার বাড়ীর কতিপয় শূন্য গৃহ দেখিতে পাইয়া আনন্দে তথায় যাইলাম। বারাণ্ডার নিকট যাইতে না যাইতে দেখি, গৃহ মধ্য হইতে একটী বাবু বহির্গত হইতেছেন। বাবুটীর পরিধানে খাকি কোট, খাকি হাফ প্যাণ্ট, মস্তকে টুপি এবং পায়ে প্রকাণ্ড বুট ও তদুপরি হাঁটু পর্য্যন্ত কাল বনাতের পটি জড়ান।

বাবুটী আমাকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, "একি! প্রোফেসর যে? তুমি কোথা থেকে এলে?" আমি ভালরূপে দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম ও বলিলাম, "আরে, সতীশবাবু না? তুমি কোথা থেকে?

এত দূরদেশে তুমি কিরূপে এলে?” পাঠকবর্গকে এস্থলে বাবুটীর একটু পরিচয় দিয়া দিই। বাবুটীর নাম—সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নিবাস রাণাঘাট—প্রসিদ্ধ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের শ্যালক—সিমুলিয়ার বাটীতে থাকিবার কালীন গুরুদাস বাবুর বাড়ী ও আমাদের বাড়ী ঠিক পাশাপাশি থাকায় বাল্য-কালে পরস্পরে বড়ই সখ্যভাব ছিল। প্রায় ৮।১০ বৎসরের পর সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। বেশ ভূষায় ও জিজ্ঞাসায় জানিলাম, তিনি এখন কমিসরিয়েটের গমস্তা হইয়াছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েক মাস থাকিয়া উপস্থিত কয়েক দিবস হইল রেজিমেণ্টের সহিত পেশোয়ারে আসিয়াছেন। যত দিবস মফঃস্বলে ছিলেন, তাম্বু মধ্যেই থাকি-তেন, কিন্তু পেশোয়ার আসা পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারিবর্গকে নিজ নিজ বাসায় থাকিতে হইত। সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া কুত্রাপি বাসোপযোগী স্থান না পাওয়াতে অগত্যা এই জঘন্য ও কদর্য্য ক্ষুদ্র খোলার গৃহে চতুর্গুণ ভাড়া দিয়া তাঁহাকে বাস করিতে হইতেছে—সঙ্গে মাত্র একটী ভৃত্য আছে। সতীশ বাবুর দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং কোনরূপ পাকা খোলার বাড়ী অথবা গৃহ আর একটীও খালি নাই জানিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আমি অন্যত্র যাইলাম।

বাজারের নিকট কোন এক পার্শি সাহেবের বড় দোকানে বসিয়া তথাকার ম্যানেজারের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে, সেই দোকানের সম্মুখেই একটী আস্তাবল ও পুরাতন গাড়ীর কারখানা দেখিতে পাইয়া তথায় যাইলাম—একটী প্রাচীন মুসলমানকে জিজ্ঞা-সায় সে বলিল, “এ সামান্য গাড়ীর কারখানা আমার—আর এই ঘরের ভিতর আমারই কেরাচি গাড়ীর ৩।৪টী ঘোড়া থাকে—জালালাবাদের এক পাঠানের এই বাড়ী—আমি মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া ভাড়া দিয়া থাকি।”

সেই ক্ষুদ্র ভগ্ন বাড়ী বা আস্তাবলের চতুর্দ্দিকে ভগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বহু খালি স্থান এবং তাহার ৩৪ স্থলে কতিপয় বৃক্ষ থাকায়, সেই বৃদ্ধটীকে বলিলাম—"দেখো, তোমরা তাবেলেকা অন্দর, দো চার ঘোড়া ও চার পানঠো টুটা গাড়ী যো হায়—বাহার—ইয়ে ময়দান্‌মে ওসব্ আচ্ছিতরেছে আছেক্তা। যেয়াদেছে যেয়াদা হাম্‌কো হিঁয়া পোনেরা ষোলা রোজ রয়না হায়—তোম্ খোদ্ পূরা এক মাহিনাকো ওয়াস্তে পাঁচ রোপেয়া কেরায় দেতে হো—আউর আধা মাহিনাকো ওয়াস্তে, তোম্ হাম্‌ছে দশ রোপেয়া লেও, বিশ রোপেয়া লেও, পঁচিশ রোপেয়া লেও, তিশ রোপেয়া লেও, পঁচাশ চায়িয়ে, পঁচাশ লেও—কুচ পরোয়া নেই; লেকিন্ চন্দ্ রোজকো ওয়াস্তে তোমরা ইয়ে ঘর মোকাম সব খালি করনে পড়েগা—কেঁও বুড়া মিয়া, ইস্‌মে মঞ্জুর হায়?"

বৃদ্ধ নিশ্চয় বুঝিল যে, বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহা অনায়াসসাধ্য; বস্তুতঃই গৃহের বাহিরে এ সকল দ্রব্য অক্লেশে রাখা যাইতে পারে। বোধ হয় এই সকল কথা ভাবিয়াই বলিল, "বহুতাচ্ছা বাবুজি, রোপেয়াতো পেস্‌গি (অগ্রে) মিলেগা"? আমি বলিলাম, "হাঁ, জরুর—পেস্‌গি নেহিতো কেয়া দো মাহিনা বাদ মিলেগা"? উভয়ে সম্মুখস্থিত পূর্ব্ব বর্ণিত সেই পার্শি সাহেবের দোকানে গেলাম। এক মাসের ভাড়া ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা ধার্য্য করিয়া একখানা ষ্ট্যাম্পের উপর রসিদ লইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধের লোকেরা বাড়ী ঘর সব সাফ করিয়া দিল। অভ্যন্তরে গিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! একেবারে হোড়! আস্তাবলটী বেস বড় এবং চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের দেওয়াল আছে বটে, কিন্তু কাঁচা মেজে এবং বহু দিবস হইতে ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তু দিবারাত্রি তথায় থাকাতে স্থানটী যেন একবারে দক হইয়াছে—দুর্গন্ধে কাহার সাধ্য তথায় এক মিনিট দাঁড়াইতে পারে; মনে মনে ভাবিলাম, হায়! কপালে এত

দুঃখও ছিল। এরূপ স্থানে কিরূপে বাস করিব এবং কিরূপেইবা আর আর ভদ্র সন্তানদের এস্থলে রাখিব।

কি করি—অনন্যোপায়; ওদিকে তাহারা প্রত্যুষেই আসিতেছে—ঘোর বিপদে পড়িলাম। সেই পার্শি সাহেবের অনুগ্রহ ও সাহায্যে, পুরুষ ও রমণীতে প্রায় ৮।১০টী কুলি ও ৫।৬ জন রাজমিস্ত্রী পাইলাম। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তমরূপে সমস্ত সাফ হইয়া গেলে তথায় দুই গাড়ী সুরকি বিছানো হইল—দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে চূণকাম করাইয়া দিলাম। সদর বাজারের কাবাড়ির দোকান হইতে কতকগুলি কানাত ভাড়া করিয়া আনিলাম ও তাহাতেই ৪।৫টী কম্পার্টমেণ্ট প্রস্তুত হইয়া গেল। বাজার চৌধুরীর মারফত ২৫।৩০ খানি চারপাইয়া ভাড়া করিয়া আনিয়া রাখিলাম। জালা ও কলসী আনাইয়া জল পূরাইয়া রাখিতেও ভুলিলাম না। রাত্রি ৮ টার সময় মেসে যাইলাম। আমি পেশোয়ার পরিত্যাগ করি নাই এবং সমস্ত সার্কাস পার্টি এই খানেই আসিতেছে শ্রবণে, সমস্ত বাবুই অবশ্য সন্তুষ্ট হইলেন—কিন্তু অপূর্ব্ব কৌশলে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার আস্তানা যে ঠিক করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, ইহা শুনিয়া বাবুরা আরো আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে ষ্টেসন হইতে সকলকে আনিবার জন্য আমি যাত্রা করিলাম। বড় রাস্তায় আসিয়া দেখি, ক্রমাগত সারি সারি উষ্ট্র চলিতেছে। প্রতি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ৩।৪টী করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুষ্ক ঘাসের বোঝা (Hay)। বোঝা অর্থে পাঠকবর্গ যেন না বুঝেন যে, আমাদের দেশের জানবাজার বা কাশীপুরের ঘাসের দোকানের বোঝা। বিলাতি কাপড়ের গাঁইট যেরূপ দেখিয়াছেন, এ ঘাসের বোঝাগুলিও ঠিক সেইরূপ কলের দ্বারা অপূর্ব্ব কৌশলে প্যাক করা—ওজনে নাকি প্রত্যেকটী দুই মণ করিয়া হইবে। বাসা হইতে ষ্টেসন প্রায় এক মাইলের উপর—রাস্তায় যতক্ষণ যাইতে লাগিলাম, ক্রমাগত এইরূপ সারি সারি উষ্ট্র,

চলিতেছে দেখিলাম। ইহার প্রধান কারণ, পেশোয়ারের পর নাকি গরুর গাড়ী যাইবার রাস্তা বড় সুবিধাজনক নাই; তাই উষ্ট্র পৃষ্ঠে কমিসরিয়েটের দ্রব্যাদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতেও হয়।

ষ্টেশনে গিয়া ১০ মিনিট দাঁড়াইবার পর, আমাদের দলবল সহ ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। আমি বাসার অবস্থা জানাইয়া উইলসন সাহেবের সঙ্গে সকলকে সেই আস্তাবল বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। সমস্ত মাল পত্র, জন্তু জানোয়ার প্রভৃতি বিদায় দিয়া বাসায় যাইতে আমার অবশ্য বিলম্ব হইল—বেলা ১২টার সময় আমি ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলাম। পুনরায় পথিমধ্যে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম—সেই সারি সারি উষ্ট্র—পৃষ্ঠদেশে সেই কলে প্যাক করা ঘাসের বোঝা লইয়া সারি সারি চলিতেছে। আশ্চর্য্য যে বিরাম নাই—সেই প্রত্যূষ হইতে অবিরাম চলিয়াছে—জানি না কখন এ গতির শেষ হইবে! আর পল্টনেরতো কথাই নাই—নানা বর্ণের, নানা সজ্জার কত প্রকারের রং বিরঙের দেশী ও বিলাতি সৈন্য, দলে দলে এদেশ ওদেশ যাইতেছে আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। শত শত অশ্বারোহী, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর প্রভৃতির অবিরল গতিবিধি ও ঝন্ ঝনাৎ শব্দে পেশোয়ার এবং নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ কম্পান্বিত হইতেছে।

বাসায় আসিয়া দেখি, সকলের সহিত প্রিয় ফটিকচাঁদের বেস বচসা চলিতেছে। পূর্ব্বের কথা কিছুই শুনি নাই—কেবল ফটিকের মুখনিঃসৃত এই কথা শুনিলাম যে, "শালারা বাড়ী বাড়ী ক'চ্ছিস কি? দুশো টাকা দিলেও একটী ঘর খালি পাবি না—ভাগ্যিস প্রিয় বাবুর সঙ্গে আমি য্যাড্ভান্স এজেন্ট হ'য়ে এসেছিলেম, তাই বুদ্ধি ক'রে এই আস্তাবলটা খুঁজে ভাড়া ক'রে দিয়েছি; নইলে—এই বড় গলা ক'রে ব'লছি—আর কারো বাবার সাধ্য নাই যে, এই সহরে এখন চার জন লোকের মাথা

খুঁজে থাক্‌বার বাসা যোগাড় করে। এই সবাই দেখ বাবা, পুলিস লাইনের মতন সারি সারি চারপাইয়া বিছিয়ে রেখেছি—খেমো খেমো গ্র্যাম্‌পেট্‌ মটন এখানে খুব পাওয়া যায়—ঠাকুর ডেক্‌চি ডেক্‌চি রাঁধুক—এন্তার খাও, আর সব গড়া গড় শুয়ে পড়; এততেও যদি কোন শালার মন না উঠে, তবে আমি নাচার।” ফটিকের এই অলীক আত্মশ্লাঘা শ্রবণে আমি মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিপদ বিপদের

অনুগামী।

বিপদ কখন একেলা আইসে না—'বিপদ বিপদের অনু-গামী'—এ মহাবাক্য যথার্থই বটে। এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার আর এক বিপদে পড়িলাম। বাড়ীর হাঙ্গামা যদিও বা কথঞ্চিৎ মিটিল, আবার খেলিবার জমির হাঙ্গামায় পড়িলাম। ১৮৯৩ সালে যে কাপ্তেন ডেনিস (Capt. Denneys) রাউলপিণ্ডির ক্যাণ্টোনমেণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ও যিনি আমাদের ক্রীড়া ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া উচ্চ অঙ্গের সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন ও যাহা ১০৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করিয়াছি, সেই ডেনিস্ সাহেব মেজর (Major) উপাধি পাইয়া অধুনা পেশোয়ারের ক্যাণ্টোনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাবধি আমায় বড় ভাল বাসেন—পেশোয়ারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সদর বাজারের পার্শ্বে, বর্ডার লাইনের নিকট পূর্ব্বকারের জমিতে তাম্বু ফেলিবার অনুমতি লইলাম এবং ষ্টেসন হইতে আনীত তাবৎ মাল পত্র সেই ময়দানে ফেলাইলাম।

আহারান্তে সকলে তাম্বু খাটাইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় একজন অশ্বারোহী সিপাহী আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া, পিয়ন বুকে নাম সহি করাইয়া চলিয়া গেল। পত্রের উপরেই 'On Her Majesty's service only' লেখা দেখিয়াই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল—ভয়, পাছে আবার কোন নূতন বিপদ হয়; পত্র পাঠে জানিলাম, বিগ্রেডিয়ার জেনারল্ এলিস্ সাহেবের অফিস হইতে আমায় তলব হইয়াছে। চিন্তায় প্রাণ উড়িয়া গেল—নানা লোকের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, "এ ভয়ানক সময়ে কখনই সার্কাস ক্রীড়ার অনুমতি পাইব না—যে যারে পাইতেছে খুন জখম করিতেছে—প্রত্যহ ৫।৬টা করিয়া খুন হইতেছে—বিশেষ পাঠানেরা বাগে পাইয়া ইংরাজ দেখিলেই গুলি করিতেছে—সংপ্রতি নাকি ২।৩টী ইংরাজ পেশোয়ার সহর হইতে ছাউনি আসিবার কালীন, পাঠানের অব্যর্থ সন্ধানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সেই কারণে রাত্রে লোক চলাচল একেবারে বন্ধ—সুতরাং অধিক রাত্রে সার্কাস ভাঙ্গিলে এত লোকের যাতায়াত একরূপ অসম্ভব"—এইরূপ নানা দুশ্চিন্তা আমার মনে উদয় হইতে লাগিল—ভাবিয়া আর কি করিব—তৎক্ষণাৎ ধড়াচূড়া পরিধান করিয়া ষ্টেসন্ ষ্টাফ অফিসের দিকে (Station Staff office) যাত্রা করিলাম।

অফিসে যাইয়া সংবাদ পাইলাম—যা ভাবিয়াছিলাম তাই বটে—ময়দানে মাল পত্র পড়িবার সংবাদ পাইয়া, জেনারেল সাহেব অনুমতি দিয়াছেন, 'কোন ক্রমেই ঐ স্থানে সার্কাস হইতে পারিবে না—সহরের নিকট কোন এক স্থানে তাম্বু খাটান হউক এবং পুলিস সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ও ডেপুটি কমিসনার সাহেবদের নিকট প্রোফেসর বোস অথবা তাঁহার অন্য কোন ম্যানেজার যাইয়া সেখানকার জমির জন্য অনুমতি লউন'।

ছাউনিতে সার্কাস কিছুতেই হইতে পারিবে না শুনিয়া, আমিতো চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম—শত শত টাকা ব্যয় করিয়া এখানে আসিয়া

শেষে কি পাঁদাড়ে যাইয়া সর্ব্বস্ব হারাইব? কি করি, কোথায় যাই—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জেনারেল এলিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমার ভিজিটিং কার্ডখানি পাঠাইলাম। চাপরাসি বরাবর জেনারেল সাহেবের নিকট না যাইয়া রবার্ট সাহেবের হস্তে কার্ড দিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, "সাহেব বলিলেন, এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব—লড়াই সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মে তিনি বড় ব্যস্ত আছেন।"

হতাশ হইয়া ফিরিলাম—নিকটেই পুলিস সাহেবের বাড়ী ছিল—তাঁহার নিকট যাইয়া সমস্ত জানাইলে তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন—"ইহা অসম্ভব। তাঁহাদের কি? তাঁহারাতো নিজেদের রিস্ক (Risk) হইতে বাঁচিয়া আমার ঘাড়ে চাপাইতে চান—আমি কিন্তু ইহাতে ঘোর আপত্তি করিতেছি। রাত্রি ১২ টার পর, সহর হইতে দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া ইংরাজ দর্শকেরা দলে দলে ফিরিবে—সে সময়ে কোনরূপ বিপদ বা পাঠানদের হস্তে য়্যাক্সিডেণ্ট হইলে তজ্জন্য কে দায়ী হইবে? আপনি জেনারেল সাহেবের নিকট গিয়া স্পষ্ট বলুন যে, "আমি কোন ক্রমেই সহরে প্লে করিবার অনুমতি দিতে পারি না এবং একথা আমি এইক্ষণে ডেপুটি কমিসনারের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেছি।"

আমারতো এইবার একুল ওকুল দুকুল গেল! কি করি, অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় কেণ্টোন্‌মেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মেজর ডেনিসের নিকট গেলাম—প্রাণের জ্বালায় এবারে বেস ২।৪ কথা বলিয়া ফেলিলাম—নানা কথার মধ্যে বলিলাম যে, "আপনি গতবারে রাউলপিণ্ডিতে আমায় কত সাহায্য ক'রেছেন—আপ্‌নার যত্ন ও উদ্যোগে রাউলপিণ্ডির বাঙ্গালী স্কুলের উন্নতি হ'য়েছে এবং আপনার নামেই সে বিদ্যালয় এখনও পর্য্যন্ত চ'লে আসছে—আপনার মৌখিক অনুমতি পেয়ে আমি ঐ ময়দানে মাল পত্র ফেলেছি—এ বিপদের সময় আপনি ভিন্ন আর কে রক্ষা ক'র্‌বে—আমি আর কিছু চাহিনা—জেনারেল সাহেবের সঙ্গে কেবল মাত্র একবার

দেখা ক'র্ত্তে ইচ্ছা করি। আপনি যদি দয়া ক'রে আমার নামে একখানা ইনট্রোডক্টরি পত্র (Introductory letter) দেন এবং জমি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দেন তবে বড়ই উপকৃত হই; নতুবা এখান হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিলে, আমার প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা লোক্সান হবে জানিবেন।"

মেজার ডেনিস সাহেবের প্রাণটা বরাবরই উচ্চদরের এবং তিনি ঐ জন্যই সাধারণের প্রিয়—পঞ্জাব প্রদেশের অনেকে একথা জানেন। আমার বাক্যগুলি শুনিয়া—তাঁহার উচ্চতম অফিসরকে পরের জন্য এইরূপ অনুরোধ পত্র লেখা নিতান্ত অবৈধ, ইহা জানিয়াও—নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া আমার হস্তে দিলেন।

My dear general,

Could you kindly grant Professor Bose an interview? He has apparently got leave to open his circus on the grass plot, near the Sadar Bazar, and I, as cantonment Magistrate do not wish to place any obstacle in his way, although I think, some other site would have been more suitable.

11th January, 1898. (Sd.) C. DENNEYS.

তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া, পত্র হস্তে আমি পুনরায় ব্রিগেড অফিসে আসিলাম। এবারে আর সে চাপরাসির সহিত আদৌ সাক্ষাৎ করিলাম না—ভয় পাছে পুনরায় সে রবার্ট সাহেবের হস্তে পত্রখানি দিয়া, পুনরায় আমার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়। এবারে পত্রের সঙ্গে আমার কার্ডখানি দিয়া অপর একজন আর্দ্দালিকে বলিলাম, "এই লও দুটী টাকা; এ তোমার বক্‌সিস—আর এই লও পত্র ও কার্ড—বরাবর যাইয়া জেনারেল সাহেবের

হস্তে এই পত্র ও কার্ডখানি দাও—আমার কার্য্য হাঁসিল হ'লে আবার বক্‌সিস পাবে—কিন্তু অন্য কোন সাহেবের হস্তে দিয়া যদি ইহা পাঠাও, তবে আর এক পয়সাও পাবে না।”

আর্দ্দালি বরাবর ভিতরে যাইল; তিন মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “সাহেব সেলাম দিয়া।” তৎক্ষণাৎ ভিতরে যাইলাম—জেনারেল সাহেব আমাকে সম্মুখের চেয়ারে বসিবার আজ্ঞা দিলেন। আফ্রিদি যুদ্ধে জেনারেল এলিস সাহেবের যেরূপ বীরত্ব কাহিনী পড়িতাম, সেইরূপ বীরোচিত, ঔদার্য্য ব্যঞ্জক সুদীর্ঘ প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া, যথার্থ আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

সার্কাস খোলা সম্বন্ধে নানা বিষয়ক আপত্তিজনক কথা খণ্ডন করিয়া, বহু কষ্টে তাঁহার অন্তঃকরণ কোমল করিতে সমর্থ হইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থিত রবার্ট সাহেবকে ডাকিয়া, ডেনিস সাহেবের পত্রোত্তর দিবার জন্য গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া কি উপদেশ দিলেন—চলিয়া যাইবার সময় আমায় সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গৃহে যাইলে তিনি বলিলেন,—“আপনার বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনি এ যাত্রা সার্কাস খুলিবার অনুমতি পাইলেন—নতুবা এ বিষম বিপ্লবের সময় কোন ক্রমেই কোনরূপ সাধারণ আমোদ প্রমোদ হওয়া উচিত নহে—মেজর ডেনিসের পত্র এবং আপনার বিস্তর অনুরোধে, জেনারেল সাহেব যদিও অনুমতি দিয়াছেন—কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান—অসন্তব জনতাবশতঃ যদি দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় বা অন্য কারণে নিশাকালে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হয় অথবা অন্য কোনরূপ য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়—যাহা আজকাল প্রায় প্রত্যহ হইতেছে—তাহা হইলে আপনাকে তৎক্ষণাৎ দলবলসহ পেশোয়ার পরিত্যাগ করিতে হইবে জানিবেন। পুলিসের বন্দোবস্ত ভালরূপ রাখিবেন—ক্রীড়াকালে আমরা মিলিটারি পুলিসও অবশ্য পাঠাব।” এইরূপ উপদেশ দিয়া মেজর ডেনিসের পত্রের অপর পৃষ্ঠায় এই কয়েকটী ছত্র লিখিয়া দিয়া আমার

হস্তে পত্রখানি দিলেন। বাহিরে আসিয়া খোলা চিঠি পড়িয়া দেখি, এইরূপ লেখা আছে—

Dear Major,

General officer commanding approves of Professor Bose using that ground, but if there is *any noise or any complaint* he is to be turned out of it. I have told him this.

11th January, 1898. (Sd.) H. ROBERT.

আর আমাকে পায় কে? আনন্দে নাচিতে নাচিতে ডেনিস্ সাহেবকে অর্ডার খানি দেখাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। যথা সময়ে ক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভারতের অধুনা প্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) পামার সাহেব এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এলিস সাহেবের বাংলায় আর এক দিবস যাইয়া সাক্ষাৎ করিলাম। উভয়েই আগামী ২০শে জানুয়ারি অধীনের সার্কাস দর্শন করিতে আসিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কথা (Staff night and Grand Patronage night) ছাপিয়া ২০শে জানুয়ারি মহা সমরোহে ক্রীড়া দেখান হইল। কলিকাতার কোনও স্থলে বড়লাট যাইলে (Vice-regal night) যেরূপ জনতা হয়, অদ্যকার ব্যাপারেও সেইরূপ ইংরাজ, হাইল্যাণ্ডার, সিপাহী, মোগল, পাঠান, হিন্দু প্রভৃতির অসম্ভব ভিড় হইল। স্থানাভাবে শত শত লোক যে ফিরিলেন, এ কথা লেখাই বাহুল্য।

সেই রাত্রের ক্রীড়া দেখিয়া মহামতি পামার সাহেব যাহা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে এই পুস্তকের ৯২ ও ৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছি। বিগেডিয়ার জেনারেল এলিস্ সাহেব ২৬শে জানুয়ারি আমায় যে পত্রখানি পাঠান তাহাও এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম,—

Sir,

I attended your circus at Peshawar on the 20th January and the performance fully came up to my expectation. *The performance on the Triple Horizontal Bar was as good as I have ever seen.*

Peshawar, 26th January.

(Sd.) E. R. ELLES, C. B,
BRIGADIER GENERAL,
COMMANDING, PESHAWAR DISTRICT.

পাঠকবর্গকে এস্থলে বলিয়া রাখি যে, যে ট্রেপিল হোরাইজন্ট্যাল্ বারের অপূর্ব্ব ক্রীড়া দেখিয়া এলিস সাহেব এত উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, যে অত্যদ্ভুত ব্যায়াম দেখিয়া বস্তুতঃই ব্যায়াম-বিদ্যা-বিশারদ শত শত গোরা হইতে প্রধান প্রধান অফিসার পর্য্যন্ত মন্ত্র-মুগ্ধবৎ ছিলেন, সেই ট্রিপিল বারের প্রধান ক্রীড়ক আপনাদের চির পরিচিত, প্যারিস একজিবিসন প্রত্যাগত আমার প্রিয় শিষ্য পান্নালাল। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম পান্নালাল বর্দ্ধন—অন্যান্য নানাবিধ আশ্চর্য্য ও অভিনব ক্রীড়া ব্যতীত ব্যাক ফ্লায়িং খাইয়া তিনটী বার ধরা এবং ডবল ছমার্সল্ট খাইয়া পরিষ্কার রূপে দাঁড়ানো, প্রিয় পান্নালাল যেরূপ একচেটে ও জলবৎ করিয়াছেন, অনেক নামী ইংরাজ খেলাড়িও এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

সৈন্ধব-লবণের পাহাড়।
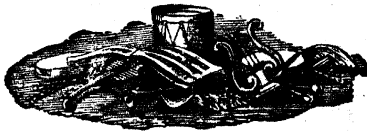
কিয়ৎদিবস পরে, ডেরা ইস্মাইল খাঁ যাত্রার জন্য ফটিকচাঁদের সহিত পেশোয়ার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা ৫টা ১৫ মিনিটের সময় ট্রেন ছাড়িল। এক ফটিকচাঁদের মধ্যে মধ্যে পাগ্‌লামির জ্বালায় অস্থির, পুনরায় এবার হইতে আর এক নূতন পাগল আসিয়া জুটিল। ইহার নাম চন্দন খাঁ; নিবাস জলন্দর ডিষ্ট্রীক্ট। জলন্দরের নিকট হোসিয়ারপুর সহরে আমাদের সহিত প্রথম মিলিত ও পরে তাম্বুর একজন প্রধান কর্ম্মচারিরূপে নিয়োজিত হয়। ইহার শরীরে অসুর-বল; বস্তুতঃই চন্দন খাঁ একজন ভাল পালোয়ান। সার্কাসের ক্রীড়ার সঙ্গে অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ইহার সহিত সে প্রদেশের পালোয়ানদিগের ২।৪ বার কুস্তিও হইয়াছিল। লোকটা কিছু বাতুল—কথায় কথায় বলে, "আমি সার্কাসের সমস্ত খেলা করিতে পারি—আমার ওস্তাদ যদি সার্কাসের খেলা করিতে পারে, আমি কেন না পারিব ?"

মোট কথা, দিবারাত্রি তাহার ওস্তাদের দোহাই দিয়া নিজের কথা এত বলিতে চেষ্টা করে যে, আমি ইহার চন্দন খাঁ নামের পরিবর্ত্তে "হাজি"

নাম না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই অবধি কোম্পানির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উহাকে কেহ হাজি, কেহবা হাজি সাহেব বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। ক্রমে হাজি সাহেব নামটাই রহিয়া যায়। পেশোয়ার ছাড়িবার পূর্ব্বে হাজি সাহেব ষ্টেসনে এক চমৎকার ব্যাপার দেখাইলেন।

আমি সেকেণ্ডক্লাসের একটী কম্পার্টমেণ্টে বসিয়া আছি—ঐ গাড়ীতে আর দুইটী ইংরাজ মিলিটারি অফিসারও আছেন—হাজিসাহেব ঘড়ি ঘড়ি আসিয়া আমার সংবাদ লইতেছে। তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তিটীও কি আপনার সহিত যাইবে, ওটী কে?" আমি বলিলাম, "এটী আমার একজন পাগল ভৃত্য—বেশ বড় গোছের পালোয়ান—কিছু পাগলের ছিট থাকায় যা কিছু গোল করিয়াছে। নতুবা ইহার শরীরে অনেক গুণ আছে।" সাহেব দুইটী কিছু রঙ্গ প্রিয়; তাঁহারা হিন্দিতে হাজিকে বলিলেন, "তোমার বাবুকে লইয়া পাঠানের মুলুকে যাইতেছ; যদি বিপদ হয় তবে কি করিবে?" তদুত্তরে হাজি বলিল, "কেঁও হুজুর, মেরা সাথ 'মওলা বকস্' হায়—ডর কেয়া?" আমি ঐ বাক্য শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া ফেলিলাম। তাঁহারা আমায় বলিলেন, "কি, ব্যাপার কি? 'মওলা-বকস্' নাম শুনিয়া আপনি ওরূপ হাঁসিলেন যে?" আমি তাঁহাদের কথায় কোন উত্তর না দিয়া হাজিকে তাহার মওলা-বকস্ লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। ইঙ্গিত পাইবামাত্র তিন লম্ফে তৃতীয় শ্রেণীস্থ একটী কামরা হইতে হাজি সাহেব তাঁহার প্রাণের প্রাণ 'মওলাবকস্' লইয়া উপস্থিত। একটী ভীষণ ও অতিরিক্ত মোটা যষ্টিহস্তে আমাদের গাড়ীর সম্মুখে পাঁয়তারা করিয়া হাজিসাহেব বিকৃত ভাবে দণ্ডায়মান। সাহেবদ্বয় এবারে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন। ভীমাকৃতি হাজির হস্তে ভীম ভাবে ভীম যষ্টি দেখিয়া প্ল্যাটফর্ম্মস্থিত বহু ইংরাজ-রমণী ও অফিসারগণ একত্রিত হইলেন। যে কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার কি?" তাহার উত্তরে হাজিসাহেব ভীম বিক্রমে

বলেন, "ইয়ে মেরা মওলাবকস্—ইস্‌মে হাম্ হাজারো আদ্‌মি হটানে ছেক্তেহেঁ"। ওদিকে ঘণ্টা পড়িলে হুইসিল বাজিল—গাড়ী ছাড়িতে আর এক মিনিট মাত্র বিলম্ব আছে—হাজি সাহেবের কিন্তু হুঁস নাই—ষ্টেসনের একজন কর্ম্মচারী ধাক্কা দিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠাইয়া দিল।

সহর-ষ্টেশন (city station) পার হইলে ক্রমে পেশোয়ারের কেল্লা দর্শনের অতীত হইল। সিটি ষ্টেশনের নিকট শত শত তাম্বু পড়িয়াছে দেখিলাম; কালা পল্টনের হাঁসপাতাল সেথান পর্য্যন্ত হইয়াছে; যুদ্ধের ফেরত এত অসম্ভব রোগী ও আহত সৈন্য পেশোয়ারে জমিয়াছে যে, ছাউনির হাঁসপাতাল কিংবা ছাউনির অন্য কোনও স্থান আদৌ খালি না থাকায় ৩।৪ মাইল দূরে সহরের বাহিরে তাম্বু ফেলিয়া হাঁসপাতাল করা হইয়াছে এবং কত শত অভাগা তাহার মধ্যে পড়িয়া যে কত কষ্ট পাইতেছে তাহা আর কি লিখিব।

সহর ষ্টেশন পার হইয়া সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে তারু নামক একটী ছোট ষ্টেশনে (Flag Statlon) ট্রেন থামিল। এখানে লড়াইয়ের আর এক ব্যাপার দেখিলাম—ষ্টেসনের পার্শ্বেই এক বিস্তীর্ণ ময়দান—সেই ময়দানে কত সহস্র অশ্বতর ও টাটু কাতারে কাতারে, লাইনে লাইনে বাঁধা রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মনুষ্য মনুষ্যকে বধ করিবার জন্য কত প্রকার যে আয়োজন করিয়া থাকে, তাহা এই সকল প্রদেশে এই সময় স্বয়ং যিনি আসিয়া না দেখিয়াছেন, তিনি তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিবেন না। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট তারু ষ্টেশনের বিস্তীর্ণ ময়দানে অশ্বতর ও টাটুর চাষ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেনইবা না হইবে? ইহারই দুই তিন মাস পূর্ব্বে আমরা যখন নিম্ন-পঞ্জাব প্রদেশে ছিলাম, প্রত্যেক সহরে দেখিয়াছি যে, সেই প্রদেশের তহসিলদার ১০৲ টাকার স্থলে ২০৲ টাকা; ২০৲ টাকার স্থলে ৪০৲ টাকা দিয়া; কোথাও

বা জোর জবরদস্তির সহিত ঐ সকল জানোয়ার ক্রয় করিয়া সীমান্তপ্রদেশে যুদ্ধের জন্য পাঠাইতেছেন।

রাত্রি ঠিক ১২ টার সময় ডাকগাড়ী রাউলপিণ্ডি আসিয়া পৌছিল। আমি পূর্ব্ব দিন পেশোয়ার হইতে একখানি পত্র আমার নগেন্দ্র মামাকে লিখিয়াছিলাম। গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিলে দেখিলাম, তিনি আমার জন্য প্ল্যাটফরমের উপর অপেক্ষা করিতেছেন। হাতে পোঁটলার মত কি একটী দেখিলাম; জিজ্ঞাসায় বলিলেন, "কল্য লালামুষা হইতে যে লাইনে সমস্ত দিন যাইবে, সে লাইনে ভাল খাবার কিছুই পাইবে না, সেইজন্য কিছু খাবার আনিয়াছি—পথে তোমরা উভয়ে খাইও"। প্রত্যূষে ৬টা ১৩ মিনিটের সময় লালামুষা জংশনে আসিয়া পৌছিলাম। এখান হইতে সিন্ধু-সাগর-লাইন (Sind-sagar-line) সুরু হইয়া মুলতান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনের অধিকাংশ ভাগ সিন্ধু নদীর ধার দিয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম সিন্ধু-সাগর হইয়া থাকিবে।

পরদিবস প্রাতঃকাল ঠিক ৬টা ৪৩ মিনিটের সময় লালামুষা জংসন হইতে গাড়ী ছাড়িল। বেলা সোয়া ৯টার সময় মালাকওয়াল জংসন পার হইলে, ঝিলাম নদীর একটী সেতু পার হইয়া হারানপুর নামক একটী ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া লাগিল। এই ষ্টেশন হইতে একটী বাঙ্গালী বাবু আমার গাড়ীতে আসিলেন—পরিচয়ে জানিলাম যে, তিনি একজন রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারী (Travelling Inspector) খুসাব নামক ষ্টেশনে নামিবেন। বাবুটী বেশ মিষ্টভাষী—রেলে বেলা ২॥টা পর্য্যন্ত একত্রে আসিতে আসিতে তাঁহার সহিত এ প্রদেশ সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল।

হারানপুর পার হইয়া চালিশা নামক একটী ফ্ল্যাগ ষ্টেশনে (Flag Station) আসিলাম। ২ দুই মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া ট্রেন খানি বামভাগে অর্থাৎ উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। কিন্তু এই চালিশা

হইতে অপর একটী ব্র্যাঞ্চ লাইন বরাবর পশ্চিমাভিমুখে যাইতে দেখিয়া, সেই বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ লাইন কোথায় গিয়াছে? হারানপুর হইতে আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, লাইনের উভয় পার্শ্বের জমি যতদূর দেখা যায়, কেবল সমতল ও ধূ ধূ করিতেছে—কোন চাষ বাসের চিহ্নও দেখিতেছি না; অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় শ্বেতবর্ণ কেন? অথচ বালি দেখিতেছি না।" তদুত্তরে বাবুটী বলিলেন, "মহাশয়! এই যে চালিশা হইতে ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে দেখিলেন, উহা হারানপুর হইতে "খেওড়া" নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রেলওয়ে লাইনের দক্ষিণভাগে যে পর্ব্বত দেখিতেছেন, উহা সাধারণ পাহাড় নয়— উটী একটী লবণের পাহাড়। আমরা যে সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা এই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবেন। উহার উপরিভাগ প্রস্তরময় বটে—অভ্যন্তরে কিন্তু ক্রমাগত লবণ। আপনি বোধ হয় রাণীগঞ্জে কয়লার খনি দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ লবণের খনি কয়লার খনি অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য। খেওড়াতে এই লবণের খনির জন্য গবর্মেণ্টের নিযুক্ত বড় বড় ইংরাজকর্ম্মচারী হইতে কত শত কুলি যে রহিয়াছে, তাহার নির্ণয় করা যায় না। কয়লার খনি বরং কখন কখন পড়িয়া যাইবার ও তাহার দুষিত গ্যাস প্রভৃতিতে লোকের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আশ্চর্য্য—এ সৈন্ধব লবণের খনিতে সে সকল কোন প্রকার ভয় নাই।" তাঁহার এবং আরও ২।১টী ব্যক্তির মুখে সেখানকার অদ্ভুত দর্শনোপযোগী বিষয়ের কথা শুনিলাম।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের সময়, এই পর্ব্বতের একস্থান খোদিত করিয়া যে সুবৃহৎ খনি হইতে সৈন্ধব লবণ বাহির করা হইত, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সে দ্বার এখন বন্ধ করিয়া স্বতন্ত্র স্থান হইতে লবণ বাহির করিতেছেন এবং রেলগাড়ী দ্বারা সহস্র সহস্র মণ লবণ প্রত্যহ নানা প্রদেশে প্রেরণ করিতেছেন।

লবণের পর্ব্বতটী এত বৃহৎ ও বহুদূরব্যাপী যে, পুরাকালের মহর্ষিগণের সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ভারতের কত প্রদেশে কত লক্ষ, কত কোটি মণ লবণ যাইতেছে তথাপি ইহার অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই এবং এখনও সমস্ত ভারতবাসীর জন্য সহস্র সহস্র বৎসর ঐ লবণ ব্যবহৃত হইলেও কিছুমাত্র অকুলান হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপরিউক্ত খেওড়া ষ্টেশন হইতে পর্ব্বত নিম্নে কালাপানি নামক স্থান পর্য্যন্ত ঐ লাইন যাইয়া শেষ হইয়াছে। কালাপানি কয়লার খনির জন্য প্রসিদ্ধ—সেখানেও লবণের খনির ন্যায় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত আছে এবং রেল দ্বারা সর্ব্বস্থানে সেই কয়লা পরিচালিত হইয়া থাকে।

ক্ষণপরে (Pind-Dadan-khan) পিণ্ড-দাদন-খাঁ নামক একটী ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে এটী একটী পাঠান নবাবের সহর ছিল, সুতরাং এরূপ নাম—দাদন খাঁ একজনের নাম, পিণ্ড অর্থে গ্রাম।

সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী কুণ্ডিয়ান নামক জংসন ষ্টেশনে সন্ধ্যা ৬।০ সওয়া ছয়টার সময় গাড়ী আসিয়া থামিল, কিন্তু সমস্ত দিন গাড়ীর মধ্য হইতে আমরা একটী অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। হারাণপুরের নিকট হইতে যতদূর আসিলাম, পরিষ্কার সমতল ভূমির উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন আসিতে দেখিলাম—দূরে সৈন্ধব লবণের সেই পর্ব্বত বরাবর দক্ষিণ-দিকে রাখিয়া চলিলাম। এই লাইনে যতদূর আসিলাম, রেলওয়ে কোম্পানী, তাহাদের লৌহঃ লাইন ফেলিবার জন্যই যে, কষ্ট স্বীকার করিয়া জমিকে সমতল (Level) করিয়াছেন, আমার বুদ্ধিতে এরূপ বোধ হইল না। বিধাতা যেন রেল কোম্পানীর সুবিধার জন্য কোদালি দ্বারা শতাধিক মাইল জমি একেবারে সমতল করিয়া দিয়াছেন। লাইনের উভয় পার্শ্বে কোন প্রকারের শস্য অথবা ঘাস জন্মাইতে দেখিলাম না; কুত্রাপি কোন কোন গ্রামবাসীর বহু যত্নে রোপিত সামান্য ভূমি খণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র—যথার্থই চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিতেছে; কিন্তু বালুকাময়

মরুভূমি নহে—তবে লবণময় মরুভূমি বটে। যেরূপ কোন চাঁচা ছোলা পরিষ্কার ভূমির উপর সোরা ছড়াইয়া দিলে ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া সাদা সাদা চিহ্নে চিহ্নিত বলিয়া বোধ হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ—যথার্থই যেন লবণের মরুভূমি।

পিণ্ড-দাদন-খাঁয় গাড়ী খানি প্রায় ২০ মিনিটের উপর দাঁড়াইল। আমার অনুরোধে বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্টর বাবুটী, সেখানকার পাঞ্জাবী ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন—আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, লবণের মত এ সকল কি? এগুলি কি প্রকৃত লবণ? কিরূপে পর্ব্বত হইতে ৫।৬ মাইল দূর পর্য্যন্ত আইসে এবং এ প্রদেশে শস্য না হইবার কারণই কি ঐ?"

প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন "মহাশয়! নিকটে এই লবণের পর্ব্বত—আবার এ প্রদেশের অধিকাংশ ভূমিই এইরূপ লোণা—পর্ব্বতের বহু নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত লবণ থাকায় ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী ভূমির মধ্য দিয়া উহার প্রাকৃতিক শক্তি যাইয়া সমস্ত স্থানকে লবণাক্ত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ফসলের আশা কিরূপে করা যায়?"

বহু প্রদেশ ঘুরিয়াছি, কিন্তু এরূপ অভিনব ব্যাপার কোথায়ও দেখি নাই। প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া আমাদের কথোপকথন হইতেছিল, আমাদের প্রিয় ফটিক চাঁদ গ্রীবা বক্র করিয়া, ফটিক রাণীর অতি আদরের সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের দাড়িটী হস্ত দ্বারা আঁচড়াইতেছিলেন; হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা ও সব বাজে কি ব'কছেন? আমি আপনাদের রাসায়নিক প্রমাণ দিতেছি দেখুন"; এই বলিয়া দৌড়—আমরা সকলে অবাক্! ফটিক চাঁদ একেবারে প্ল্যাটফরমের বাহির হইয়া নিকটস্থিত ময়দান হইতে খানিকটা সেই সাদা দ্রব্য উঠাইয়া আনিলেন, এবং জিহ্বায় দিয়া "আঃ মাগো—থু থু, ভারি নোস্তা" বলিয়া সমস্ত ফেলিয়া দিলেন। বস্তুতঃই ফটিক একজন সায়েনটিফিক ম্যান—আমরা এতক্ষণ থিয়োরিটি-

ক্যাল বাজে বকিতেছিলাম, ফটিক প্র্যাক্‌টীক্যালি তাহা দেখাইয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বড়ই উপকার করিলেন ; সুতরাং ফটিক চাঁদের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম ও এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই—ততোধিক ধন্যবাদ—মাননীয়া ফটিকরাণীকে, যিনি এরূপ দেব-দুর্লভ ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনাকে আপনি ধন্য করিয়াছেন !

রাত্রি ১০টার সময় ট্রেণ খানি দরিয়া খাঁ ষ্টেশনে আসিয়া লাগিল। রাত্রে ষ্টেসনের ওয়েটিংরুমে রহিলাম। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ডেরা ইস্মাইল খাঁর জন্য যাত্রা করিলাম। দরিয়া খাঁ ষ্টেশন হইতে সিন্ধুনদের বালুকাময় চড়া অতিক্রম করিলে তবে নদের জল দেখিতে পাইলাম। পরে বোট-ব্রিজ পার হইয়া অপর পারে সহরে যাইয়া পৌছিলাম। তথাকার ডেপুটি কমিসনর গি সাহেবের (H. W. Gee) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু ডেরা ইস্মাইল খাঁ সহরটী অতি ক্ষুদ্র ও জঘন্য দেখিয়া এবং বহুদূর-ব্যাপী বালুকাময় চরের উপর দিয়া ব্যাঘ্রের বৃহৎ পিঁজারা আনয়ন করা দুঃসাধ্য বোধে, সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পুনরায় দরিয়া খাঁ ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি ১০টার সময় আমাদের দলবল সহ লালামুষা হইতে ট্রেন আসিলে কাহাকেও গাড়ী হইতে নামিতে না দিয়া সকলে একত্রে সেই ট্রেনেই মুলতান যাত্রা করিলাম। আমি পূর্ব্বাহ্ণে সমস্ত টিকিট ক্রয়পূর্ব্বক অন্যান্য দ্রব্যের পুনর্ব্বার অতিরিক্ত ভাড়া দিয়া অর্থাৎ Rebook করিয়া রাখিয়াছিলাম। সুতরাং আমাদের মাল পত্র বা অপর কাহাকেও তথায় নামিতে হইল না— যথা সময়ে সকলে মুলতান পৌছিলাম।

প্রহ্লাদ-পুরী।

মুলতান সহরের মিশন ইস্কুলের সম্মুখে বৃহৎ কেল্লার নিম্নে হোসেনগাহি দরজার সম্মুখেই আমাদের প্রকাণ্ড তাম্বু পড়িয়াছে—একদিকে উচ্চ কেল্লা, অপর দিকে সহর—মধ্যস্থলে পুরাতন গড়খাই ও আধুনিক পাকা রাস্তা। কেল্লার উচ্চ দেওয়ালের নিম্নেই সহরের দিকে খানিকটা সমতল জমি—তাহার পরে বিস্তীর্ণ গড়খাইয়ের বেস চিহ্ন রহিয়াছে। যদিও তাহা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট বুজাইয়া দিয়াছেন ও স্থানে স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ হইতেছে, তথাপি এখনও তাহার বহু চিহ্ন রহিয়াছে এবং সহরের প্রতি ফটক হইতে এক একটী সুদীর্ঘ সেতু রহিয়াছে; বর্ষাকালে গড়-খাইয়ের চতুর্দ্দিকে এখনও পর্য্যন্ত জল জমিয়া থাকে।

আমি ২।৩ দিবস কেল্লার উপর ও নিম্নে বহুবার বেড়াইয়া দেখিলাম—যতদূর বুঝিলাম, ইহা যে একটী উৎকৃষ্ট অঙ্গের সুদৃঢ় কেল্লা ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ গজ অন্তর এক একটী বুরুজ এবং ৩।৪ কেতা পাকা ইমারতের প্রাচীর বহু উচ্চ পর্য্যন্ত ছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজরাজ বহু বৎসর হইতে কেল্লার উচ্চ প্রাচীরের তাবৎ ইষ্টক গুলি খুলিয়া লইয়াছেন—কেবল মৃত্তিকার বুরুজ ও দেওয়াল

আছে মাত্র। যেমন কোন বস্তুর অঙ্গ হইতে ছাল খুলিয়া লইলে তাহার অভ্যন্তরের অবয়বটী স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজ কর্তৃক ইষ্টক-বিচ্যুত মৃত্তিকার বড় বড় গম্বুজগুলিও সেইরূপ বোধ হইতেছে; উপরি-ভাগের অধিকাংশ স্থানে ইংরাজ সৈন্যের থাকিবার বারিক প্রস্তুত হইয়াছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা ৪টার সময় হোসেন গাইয়ের সম্মুখের ময়দানে আমাদের তাম্বুতে বেড়াইতেছি—পূর্ব্ব কথামত সদর বাজারের কালীবাড়ীর পুরোহিত পণ্ডিত শঙ্কর দাস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পুরো-হিত ও ইঁহার পিতৃপুরুষের আদি নিবাস এই মুলতান সহরে।

আমি রাখাল বাবু এবং পণ্ডিতজী টমটমে চড়িয়া প্রহ্লাদপুরী দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। সেস্থান হইতে প্রহ্লাদপুরী ১০ মিনিটের রাস্তাও নয়—কেল্লার পূর্ব্বভাগে একপ্রান্তে এই প্রহ্লাদ-পুরী। বহু কষ্টে বন্ধুর রাস্তা দিয়া কেল্লার উপর টমটম খানি লইয়া গেলাম। দূর হইতে প্রহ্লাদ-পুরীর শ্বেতবর্ণ প্রাচীর দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লাম,—"পণ্ডিতজী মহারাজ! এই কি যথার্থই প্রহ্লাদ-পুরী? এই থানেই কি স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনারায়ণ নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করেন? এই কি সাবেক বাড়ী?" তদুত্তরে শঙ্কর দাস বলিলেন "বাবু! স্থান এইটী যথার্থই বটে, কিন্তু মন্দির ও দেওয়াল যাহা দেখিতেছেন উহা পুরাতনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মেরামত করা হইয়াছে—যথার্থই এইখানে নরসিংহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়।"

কেল্লার পূর্ব্বভাগের রাস্তা ধরিয়া বরাবর উচ্চে উঠিয়া পশ্চিমভাগে প্রাচীর-বেষ্টিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে পৌঁছিলাম -উঠানে ৫টী ঝাউ, একটী গোঁদি, একটী শিশম, একটী নিম, দুইটী বট ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের বৃক্ষ থাকায়, স্থানটীর অতিশয় শোভা হইয়াছে; মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র কূপ রহিয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া উত্তর মুখে অল্প উচ্চস্থানে

উঠিয়া আর একটী ক্ষুদ্র আঙিনা পাইলাম। তাহার আশে পাশে সাধু বা অতিথিগণের থাকিবার ২।৩টী গৃহ রহিয়াছে; পুনরায় পশ্চিমদিকে ৫টী মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপ পার হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। এইস্থানে যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বিনামা পরিত্যাগ করিতে হইল। উপরে উঠিয়া দেখি বামভাগে একটী বেস কুচকুচে ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে। অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড একত্রীভূত করিয়া একটী ক্ষুদ্র মহাদেবের মূর্ত্তি করা হইয়াছে, ইহার উপর বহু ফুল বিল্বপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ভক্তিভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে প্রণিপাত করিলাম। ইহারই উভয় পার্শ্বে পূজারিগণের জন্য ২।১টী ক্ষুদ্র কামরা দেখিলাম।

পুনরায় পশ্চিমমুখ হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম—মন্দিরের সম্মুখেই বেস প্রশস্ত দালান। দালানের অভ্যন্তরের বামভাগে এক স্থানে মহাবীরের মূর্ত্তি—দক্ষিণের কোণে ২টী মোড়ার উপর ২টী চামড়ার নাগরা রহিয়াছে—আরতির সময় প্রত্যহ তাহাদিগকে বাজান হয়। দালানের উপর সমস্ত টালি বিছান; টালিগুলি খুব পাকা—যেন রক্তবর্ণ। উহার চতুর্দ্দিকে দেওয়ালের মধ্যস্থলে কুলঙ্গির পরিবর্ত্তে চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্শি গাঁথা রহিয়াছে, এবং দেওয়ালে কতিপয় দেবদেবীর পট ও কড়িকাষ্ঠ হইতে গুটিকতক বেল লণ্ঠন ঝুলিতেছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে নারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ ব্যতীত তিনটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলাম। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ নরসিংহ মূর্ত্তি, ইহারই বামভাগে লক্ষ্মী দণ্ডায়মানা; দক্ষিণে প্রহ্লাদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—তিনটী মূর্ত্তির গঠন প্রণালী অতিশয় চমৎকার—দেখিলে বস্তুতঃই প্রাচীন কথা হৃদয়ে জাগরূক হইয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়—বিশেষতঃ প্রহ্লাদের অপূর্ব্ব মুখশ্রী এবং অন্যান্য গঠন প্রণালী বস্তুতঃই এত সুন্দর যে, লিখিয়া কি জানাইব!

প্রহ্লাদের মস্তকোপরি সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র পাকড়ী এবং যথোপযুক্ত

বেশ ভূষা থাকায় আরো মনোরম শোভা হইয়াছে। মূর্ত্তিত্রয়ের বস্ত্র গুলি পীতবর্ণের—মধ্যে মধ্যে হরিদ্বর্ণ শাটিনের পপ এবং সাঁচ্চা জরি ও নানাবিধ গোটা সংলগ্ন থাকায় প্রহ্লাদ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য আরো শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই মূর্ত্তিত্রয়ের ঠিক পশ্চাৎ ভাগেই একটী গোলাকার স্তম্ভ ভূমি হইতে বরাবর মন্দিরের উচ্চ গম্বুজের শিরোদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে দেখিলাম। স্তম্ভটী শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। পূজারিগণকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, ঠিক এই স্থলেই পুরাতন স্তম্ভ ছিল, এই খানেই সেই স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনারায়ণ নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মহারাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করেন। তবে দুষ্ট মুসলমান নবাবগণের দ্বারা পুরাতন স্তম্ভ নষ্ট হওয়ায় পুনরায় শ্বেত প্রস্তরের প্রস্তুত করা হইয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণের জন্য বেশ প্রশস্ত স্থান আছে। আমরা পণ্ডিত শঙ্কর দাসের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। বিদায় কালে বৈরাগী পূজারিরা চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া আমায় পাগল করিয়া তুলিল—সকলেই সার্কাসের খেলা দেখিবার জন্য পাশ চাহিতে লাগিল— আমি প্রধান পূজারির নিকট আনন্দ সহকারে পাশ লিখিয়া দিলাম এবং বলিলাম, "যে দিবস ইচ্ছা হইবে আপনারা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন। তাঁহারা রামানন্দ বৈরাগী—প্রধানের নাম অযোধ্যা দাস; এলাহাবাদের নিকট রিওয়া রিয়াসতের অন্তর্গত কোন এক গ্রামে আদি বাস; বহু বৎসর হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন—ইহাঁদের উপর একজন মোহান্ত আছেন, তিনিই সমস্ত বিষয়ের মালিক।

এখান হইতে সিকি মাইল দূরে—সহরের মধ্যেই এক মন্দির আছে, তিনি সেখানে সর্ব্বদাই থাকেন; সেখানেও এক বৃহৎ নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে। কেল্লার এই স্থানকে প্রহ্লাদপুরী কহে, এবং সহরস্থিত সেই স্থানটী নৃসিংহ-পুরী নামে পরিচিত হইয়া থাকে; সেখানে প্রত্যহ

রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা কথা হইয়া থাকে। এস্থানে প্রতি বৈশাখ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে এক ভারি মেলা হয় এবং হিন্দুস্থান ও আমাদের প্রদেশের রামলীলার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পুত্তলিকা বা সং বাহির হইয়া থাকে। কখন নরসিংহমূর্ত্তি দুরন্ত রাজা হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করিতেছে, কখন প্রহ্লাদ ও তাঁহার বাল্যসখা বালকগণ দলে দলে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেছে—এইরূপ নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া এখানকার মেলা সাঙ্গ হইয়া থাকে।

মুলতানে—ছাউনি (ক্যাণ্টোনমেণ্ট) ও সহর, উভয় স্থানেই আমাদের ক্রীড়া হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের বাসা সদর বাজারেই ছিল। ক্যাণ্টোনমেণ্ট অফিসের হেড ক্লার্ক (তাঁহাকে সকলেই বাজার বাবু বলিয়া থাকে) এবং সদর বাজারের আর ৫।৬ জন বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমাদের বড়ই হৃদ্যতা হয়—আমাদের বাসায় আসিয়া পান তামাক খাওয়া, একত্রে তাস খেলা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ প্রায়ই হইত। বাবুদিগের মধ্যে, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের সন্নিকট দোগাছি নামক গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার বন্ধুত্ব কিছু অধিক হয় এবং সেই সূত্রে ২।৩ দিবস পরস্পরে নিমন্ত্রণাদি করিয়া আহারাদি হয়। তিনি কমিসরিয়েট অফিসের একজন গমস্তা। ১৮৮২ সাল হইতে তিনি এ প্রদেশে আসিয়াছেন এবং পর বৎসর হইতে কমিসরিয়েটে কর্ম্ম করিতেছেন। সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই মুলতানে অবস্থিতি করিতেছেন।

এক দিবস অপরাহ্ণ ৫টার সময় বাহিরের গৃহে বসিয়া প্রহ্লাদ-পুরী সম্বন্ধে ২।৪টী কথা নোট করিতেছি, এমন সময় গোপাল বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! কি লিখিতেছেন? এ কাগজগুলি কি আমি দেখিতে পারি?" আমি বলিলাম "সে কি গোপাল বাবু—আপনি ওরূপ কথা বলেন কেন? কোন আপত্তি নাই—অক্লেশে দেখিতে পারেন।"

দুই চারি খানা কাগজ পত্র ক্ষণেক এদিক ওদিক দেখিয়া পুনরায় বলিলেন "মহাশয়! বড় সন্তুষ্ট হ'লেম। বোধ হয় ভবিষ্যতে কোন প্রকার গ্রন্থ প্রচার করিবার জন্যই এ সমস্ত সংগ্রহ করিতেছেন। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সামান্য জীবনের যৎকিঞ্চিৎ আত্মকাহিনী যদি আপনার এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন, তাহা হইলে চিরবাধিত হই—অবশ্য অন্য কোন বিষয় নহে—সমস্তই যুদ্ধ সংক্রান্ত। বাঙ্গালী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের সময় কি প্রকারে পল্টনের সহিত অবস্থিতি করিয়া দিনযাপন করিয়াছি এবং শত্রু হস্তে জীবন সংশয় জানিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কি প্রকারে ভীষণ পর্ব্বত, নদী, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়াছি, সে সকল বিষয় হয়তো আপনার পাঠকবর্গের খুব মনোরঞ্জন হইবার সম্ভব।"

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম,—"বলেন কি গোপাল বাবু! ও কথা আবার আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন? আমি বাজার বাবুর প্রমুখাৎ আপনার যুদ্ধস্থলে যাইবার ঘটনা সমস্তই শুনিয়াছি; আপনি বলুন, আমি লিখিতে থাকি। আর ভবিষ্যতে আমার পুস্তক প্রকাশের সময় অতি আনন্দের সহিত আমি ইহা সন্নিবেশিত করিব জানিবেন।"

যুদ্ধের অভিযান।

৮৯৭ সালের জুন মাসের ১৪ই তারিখ আমি কমি-সরিয়েট গুদামে কর্ম্ম করিতেছি, এমন সময় আমাদের অফিসর কাপ্তেন বরলটন সাহেব (Capt Burlton) একখানি টেলিগ্রাফ হস্তে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাবু! অদ্য তোমায় মিয়ানমির যাত্রা করিতে হইবে, সত্বর প্রস্তুত হও।"

প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম "কত দিবসের জন্য যাইতে হইবে? সরকারি কার্য্যের বিস্তর হিসাব পত্র আমার হস্তে আছে, সেগুলির কি করিতে হইবে অনুমতি দিন।"

সাহেব বলিলেন "তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে সীমান্ত প্রদেশে টৌচি ক্ষেত্রে পাঠানদের সহিত আমাদের ভয়ানক সমর বাঁধিয়াছে; আপাততঃ তোমায় যেরূপে হউক মিয়ানমিরে যাত্রা করিতে হইবে। ট্রেন ছাড়িবার আর ৬ ঘণ্টা বিলম্ব আছে মাত্র; এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব অপর ব্যক্তিকে কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া মিয়ানমির যাত্রা কর। সেখানে প্রধান কমিসরিয়েট অফিসর যেরূপ ভাবে উপদেশ দিবেন, যেখানে যেমন যাইতে বলিবেন, সেখানে যাইতে হইবে; সুতরাং শীঘ্র প্রস্তুত হও"—এই কথা বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

আমি তো সাহেবের মুখ নিঃসৃত মধুর আজ্ঞা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া আকাশ পাতাল দেখিতে লাগিলাম! একেতো যুদ্ধস্থলে যাইবার সংবাদ, তাহার উপর মোট ৬ ঘণ্টা সময়। কখন্ নিজের কাপড় চোপড় গুছাইব, আর কখনই বা অন্যের উপর সরকারী কাগজ পত্রের ভারার্পণ করি। সর্ব্বোপরি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চিন্তা গৃহিণীর নিকট কিরূপে বিদায় লইব? কি করিয়া তাঁহাকে বলিব যে "প্রিয়তমে, আমায় বিদায় দাও, আমি যুদ্ধে চলিলাম!" যদিও আমি মিসর, গিলগিট প্রভৃতি যুদ্ধ স্থানে আরো ২।১ বার গিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রাণ—এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া বিদায় লইব; এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে এক জনের উপর অফিসের কাজ কর্ম্মের ভার দিয়া গৃহে গমন করিলাম।

মাতা ও সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত বলিলাম—হুলুস্থূল্ ব্যাপার—পাঠক সে অবস্থা সকলেই অনুমান করিবেন, অধিক লিখিয়া আপনাদের কি জানাইব। যাহা হউক, একমাত্র সর্ব্ব শুভদাতা জগদীশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিরা মা দুর্গা ব'লে যাত্রা করিলাম। ১৫ই প্রাতঃকালে মিয়ানমির পৌছিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর তিনি আমায় নিম্নলিখিত কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। বলিলেন, "১৭ই জুন তোমাকে স্পেশ্যাল ট্রেনে দুই শত অশ্বতর (Mules) ও অন্যান্য দ্রব্য সহ খোসাল-গড় যাত্রা করিতে হইবে; সুতরাং প্রস্তুত থাকিও"। সাহেবকে সেলাম করিয়া বিদায় হইলাম। প্রাণের ভিতর কত কি যে তোলাপাড়া হইতে লাগিল, কি বলিব।

এদিকে ষ্টেসন হইতে ছাউনি পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে দেখিলাম, যুদ্ধের জন্য ভয়ানক আড়ম্বর উদ্যোগ হইতেছে—কত দ্রব্য, কত জানোয়ার ষ্টেশনে একত্রিত হইয়াছে তাহা কি বলিব—পাঠানদের হস্তে কতিপয় বড় বড় অফিসর ও বিস্তর সৈন্য যে মারা গিয়াছে, তাহাও আমার কর্ণগোচর হইতে বাকী রহিল না।

১৭ই জুন বেলা ২টার সময় একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনে দুই শত অ
এবং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও রক্ষক সহিত যাত্রা করিয়া পর দিবস বেলা ৪টার সময় খোসালগড় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

আমাদের ট্রেনখানি পৌঁছিবামাত্র একটি গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার জমাদার ও চাপরাশি ষ্টেশনের বাহিরে আছে—তোমাদের যেখানে থাকিতে হইবে, তাহারা তাহা বলিয়া দিবে।" পরে জানিলাম যে, তাঁহার নাম লেফ্‌টনেন্ট এন্‌সলি—এই যুদ্ধের সময় খোসালগড়ে যত মাল আসিতেছে, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন—যেখানে যাহা রাখিবার বা পাঠাইবার প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন। আমার অনুমতি পাইবা মাত্র সমস্ত গাড়ী খালি করা হইল। অশ্বতরদিগের গিয়ার (Geer—অর্থাৎ তাহাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য) সহিস ও আমাদিগের থাকিবার তাম্বু প্রভৃতি বোঝাই দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। লেফ্‌টনেন্ট এনেস্‌লির চাপরাসি, থাকিবার স্থান নির্দ্দেশের জন্য অগ্রে অগ্রে চলিল—আমি আমার জমাদারকে সর্ব্ব বিষয়ের উপদেশ দিয়া বিদায় দিলাম এবং বলিলাম, "তোমরা যাও, আমি যুদ্ধের ব্যাপারটী কি একবার দেখিয়া যাইতেছি।"

যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার; পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না যে, এতদূর গুরুতর ব্যাপার হইয়াছে! খোসালগড় ষ্টেসনের ভিতর ও বাহিরে তিল ধরিবার স্থান নাই—চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র মণ মাল আসিয়া পড়িয়াছে; সহস্র সহস্র আটা ও দানার বস্তা, এবং ঘৃত, চা, চিনি প্রভৃতিতে স্তূপাকার হইয়া গিয়াছে। লেফ্‌টনেন্ট সাহেব ও আর কতিপয় সার্জ্জেন্ট সেই সমস্ত মাল চতুর্দ্দিকে পাঠাইতেছেন।

ষ্টেশনের বাহিরে দেখি, শত শত উষ্ট্র দাঁড়াইয়া আছে। ইংরাজ-রাজের অধিকারভুক্ত নানা স্থানের নগর ও গ্রাম হইতে তহশিলদারগণ প্রত্যহ যে কত শত উষ্ট্র পাঠাইতেছেন তাহা সংখ্যা করা যায় না।

কতিপয় অফিসার সেই সকল জন্তু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতেছেন এবং যেগুলি অকর্ম্মণ্য, তাহাদিগকে ফেরত দিতেছেন; আর যেগুলি কার্য্যের উপযুক্ত তাহাদের গাত্রে একেবারে নম্বর দাগিয়া দেওয়া হইতেছে। পাঠক মহাশয়েরা যেন মনে না করেন, গবর্ণমেণ্ট এই জন্তুগুলি খরিদ করিতেছেন—এ সমস্তই ভাড়া লওয়া হইতেছে জানিবেন।

চালক সহিত প্রতি উষ্ট্রের ভাড়া মাসিক ১৮ টাকা—তিনটী উষ্ট্রের একটী করিয়া চালক থাকাই নিয়ম। যুদ্ধাবসানে যাহার উষ্ট্র তাহাকে পুনরায় ফেরত দেওয়া হয়। যদি কোন উষ্ট্র, স্বাভাবিক ব্যারামে মরিয়া যায়, তবে সে উষ্ট্রের অধিকারীর যাইল; আর যদি গবর্মেণ্টের কার্য্যে—যথা, গুলি খাইয়া, অথবা দুরন্ত শীতে বা বরফে অথবা অন্য কোন কারণে মারা যায়, তবে প্রতি উষ্ট্রের মূল্যবাবদ ৬০৲ টাকা করিয়া সরকার হইতে উষ্ট্রাধিকারী পাইয়া থাকে—কত উষ্ট্রওয়ালা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইবে বলিয়া হা হুতাশ করিতেছে।

৩।৪ দিবস থাকিবার পর, খোসালগড় হইতে এক দিবস সন্ধ্যার সময় মার্চ (কুচ) সুরু হইল। আমাদের সহিত সৈন্য সামন্ত, লোক লস্কর বিস্তর চলিল। 6th Bengal Light Infantry, 2 companies of Bengal Sappers & Miners, one native field Hospital—এতদ্ব্যতীত ৩।৪ শত অশ্বতর, শতাধিক গোশকট, প্রায় এক শত টাট্টু, হাঁসপাতালের ব্যবহার্য্য গাড়ী, টঙ্গা, ডুলি প্রভৃতি ছিল। সমস্ত রাত্রি কুচ হইল; যদিও পাহাড়ী রাস্তা, কিন্তু কোহাট হইয়া বন্নু পর্য্যন্ত টঙ্গা যাইবার বেস রাস্তা আছে। প্রত্যুষ ৫টার সময় গুম্বট নামক পড়াওয়ে পৌঁছিলাম। চলতি সৈন্যগণের বিশ্রামের জন্য এখানে বিস্তর তাম্বু পড়িয়াছে—গবর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত একজন তহশিলদারের প্রকাণ্ড আড্ডা ও মুদির দোকান রহিয়াছে দেখিলাম।

পর্ব্বত প্রমাণ দানা, ভূষি, আরো কত কি দ্রব্য রহিয়াছে তাহা আর

কি বলিব। যত মণ দানা ভূষির আবশ্যক, তহশিলদারের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে, তৎক্ষণাৎ সমস্তই পাইলাম। ডেপুটি কমিসনারের আদেশ মত একখানি সাইন বোর্ডে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যের ধার্য্য মূল্য লেখা রহিয়াছে—দেশীয় পল্টনের সৈন্যেরা নিজ নিজ পয়সা খরচ করিয়া সরকারি মুদির দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আহারাদি করিল।

গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ আজ কাল দিনমানে কুচ হইতেছে না—পুনরায় সন্ধ্যার সময় কুচ সুরু হইল—রাত্রি ৪টার সময় সকলে কোহাট পৌঁছিলাম। কোহাট বেস একটী কুচকুচে সহর—বাজারটীও বেস; আবশ্যকীয় প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। কোহাট ছাউনির নিকটেই একটী সুবৃহৎ কেল্লা দেখিলাম—কেল্লার নিকটেই মসজিদ্—মসজিদটী একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই মসজিদের বাহিরে ২।৩টী স্থান হইতে সামান্য সামান্য বুদ্‌বুদ ভাবে জল উত্থিত এবং ক্রমে সকলগুলি একত্রিত হইয়া কোহাটের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দিবসে পুনরায় মার্চ্চ সুরু হইল—এইরূপে কতিপয় পড়াও অতিক্রম করিয়া আমরা বন্নুতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

বন্নুতে আমাদিগকে তিন দিবস থাকিতে হইল—আমার আনীত সমস্ত বস্তুই আমি সেখানকার কমিসরিয়েট বিভাগে বুঝাইয়া দিলাম। লড়াইয়ের জন্য যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য বণ্টন হয়, তাহাকে বেস্-কমিসরিয়েট-অফিস বলে; আমাকে দাত্তাখেল যাইবার জন্য সেই আফিস হইতে আজ্ঞা হইল। এক জোড়া মজবুত বুট জুতা, দুই জোড়া মোজা, এক খানি ওয়াটার-প্রুফ্ কাপড়, দুই খানি কম্বল, গলদেশ হইতে ঝুলাইয়া রাখিবার খাকিরঙের ব্যাগ একটী (Haversack), জল রাখিবার টিনের বোতল প্রভৃতি পাইলাম।

উজিরিস্থান ও

টোচি ভ্যালি।

—•—

বন্নু হইতে প্রায় ২৫০ আড়াইশত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সমস্ত মাল পত্র বোঝাই দেওয়া হইল—ছোলা, আটা, ঘি, চিনি প্রভৃতিতে ভরা। পাহাড়ী রাস্তায় প্রতি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ৪ চারিমণ করিয়া মাল দেওয়া হইল— সমতল স্থানে অবশ্য অধিক করিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে অপরাপর বিস্তর লোক (ইহাদিগকে Followers কহে); যথা—সহিস, ভিস্তি, মেথর, পাল্কির বেহারা ইত্যাদি। ২৫।৩০ খানি মালভরা গো-শকটও চলিল। মাইজরের যুদ্ধের সময় পাঠানেরা বলপূর্ব্বক কামানের দুই খানা চাকা চুরি করিয়া লইয়া যায়—অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য ব্যতীত দুই খানি চাকাও আমায় লইয়া যাইতে হইল। এখান হইতে দাত্তাখেল পর্য্যন্ত যাইবার কালে পূর্ব্বে কোনরূপ ভয়ের কারণ ছিল না—কিন্তু আজ কাল এসকল স্থান অতিশয় ভয়াবহ হইয়াছে।

বন্নু ছাড়িবার পর হইতে আমরা ও আর আর ফলোয়ার্সরা সরকারি নিয়মানুসারে রেসন (Ration বা আহারীয় দ্রব্য) পাইতে লাগিলাম। গমস্তা, রাইটর ও দেশী সৈন্য ইত্যাদি একরূপ। প্রত্যহ ১৷৷০ পাউণ্ড

আটা, ৪ আউন্স ডাল, ২ আউন্স ঘৃত, এক আউন্সের তিন ভাগের ২ ভাগ লবণ, ৬ ভাগের একভাগ লঙ্কা, ৬ ভাগের এক ভাগ হলুদ, ২ আউন্স গুড়, অর্দ্ধ আউন্স আম্‌চুর, ১॥ পাউণ্ড কাষ্ঠ পাইয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন প্রতি সপ্তাহে এক দিবস ৮ আউন্স করিয়া মাংস পাইয়া থাকি; কিন্তু যে দিবস মাংস পাইব, সে দিবস ২ আউন্স গুড় ভক্ষণে বঞ্চিত হইতে হইবে—সরকারের এই নিয়ম। আর কলোয়ার্সদের জন্য আটা, ডাল, কাষ্ঠ, আমচুর প্রভৃতি সবই ঐরূপ—কেবল ২ আউন্সের পরিবর্ত্তে ১ আউন্স ঘৃত ও এবং হলুদ ও লবণ দেওয়া হয় না।

আজ কাল রৌদ্রের উত্তাপ যদিও দিন দিন অতিশয় প্রচণ্ড হইতেছে, কিন্তু শত্রুর ভয়ে রাত্রে মার্চ্চ একেবারে নিষেধ। এখান হইতে ৫০ জন সিপাহী আপন আপন বন্দুকে গুলি ভরিয়া সমস্ত মাল পত্রের আশে পাশে চলিল; বন্নু হইতে প্রত্যূষে বাহির হইয়া বেলা তিনটার সময় সায়েদ্‌গি পৌঁছিলাম। সায়েদ্‌গি আসিবার রাস্তা অতিশয় জঘন্য—গোশকটগুলি আনিতে আমাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইল। এই খানে আসিয়া একটী নদী দেখিতে পাইলাম—জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহার নাম টোচি রিভার। উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতমালা—মধ্যে এই টোচি নদী প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। এই নদীর গাত্রেই ব্রিটিশরাজের একটী পোষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম।

পোষ্টের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৬ ফুট উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর—বহু প্রস্তর খণ্ড একত্রিত করিয়া দেওয়াল তোলা হইয়াছে—কোনরূপ মসলা দিয়া গাঁথুনি হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে নালা (Ditch) কাটা রহিয়াছে। সেই নালার বাহিরে প্রাচীরের উপর বিস্তর কাঁটা ও আগাছা—অভিপ্রায়, অকস্মাৎ কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে। পোষ্টের অভ্যন্তরে খানিক খালি জমি এবং সিপাহীগণের কতিপয় তাম্বু খাটান রহিয়াছে। কোন পোষ্টে দুই কোম্পানি, কোথাও এক কোম্পানি

সৈন্য এবং কমিসরিয়েটের এক জন গোমস্তা ও এক জন করিয়া অফিসার আছেন। এ পর্য্যন্ত যত লোক লস্কর, সৈন্য সামন্ত গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহাদের সকলেরই রেশন প্রত্যহ এই কমিসরিয়েট অফিস হইতে দেওয়া হইতেছে।

আমরা সদলে সমস্ত রাত্রি সেই পোষ্টের ভিতরে অবস্থিতি করিয়া পর দিবস পুনরায় যাত্রা করিলাম। যে ৫০ জন সিপাহী বন্নু হইতে আমাদের লইয়া আসিয়াছিল, সায়েদ্‌গি পর্য্যন্ত সকলকে পৌঁছাইয়া তাহারা বন্নুতে ফিরিয়া গেল—এই সায়েদ্‌গি হইতে পুনরায় এখানকার ৫০ পঞ্চাশজন সিপাহী আমাদের লইয়া চলিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইদক্, মিরান্‌সা প্রভৃতি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মিরান্‌সা একটী বিস্তীর্ণ উপত্যকা—এখানে বড় রকমের পোষ্ট আছে। এই মিরান্‌সা হইতে 'বয়ায়' যাইতে হয়—কিন্তু রাস্তা আদৌ নাই। নদীর গর্ভ দিয়া আমরা চলিলাম। ক্রমে এরূপ দুর্গম স্থলে আসিয়া পড়িলাম যে, সম্মুখে কোথায় যে আমাদের যাইতে হইবে, তাহার স্থিরতা হয় না। এক নদী প্রায় শতবার পার হইতেছি—পর্ব্বতগাত্রে পা পিছলাইয়া কতবার যে পড়িয়া গিয়াছি, এবং শতবার নদীর জল অতিক্রম করিবার জন্য—জুতার মধ্যে জল উত্থিত হইয়া—পদদ্বয় যে কিরূপ ভয়ানকরূপে হাজিয়া গিয়াছে, তাহা কি বলিব!

এইরূপে শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে সকলে যাইতেছি, অদূরে ২০।২৫টী ভীমমূর্ত্তি পাঠান সশস্ত্র দণ্ডায়মান দেখিলাম। আমাদের উপর অত্যাচার করা তাহাদের যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। কিন্তু দৈবক্রমে তাহারা অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় আমাদের উপর কোনরূপ উপদ্রব করিবার সুযোগ আদৌ না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজন ইঞ্জিনিয়ার একজন কমিসরিয়েট অফিসর ও কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুত যাইয়া কৌশলে তাহাদের নিরস্ত্র

করিলেন। কোনরূপ অত্যাচার বা গ্রেফ্‌তারের আদেশ না দিয়া, কেবল-মাত্র নাম ধামাদি উত্তমরূপে লিখিয়া লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন।

বয়া পার হইয়া আর নদী দেখিতে পাইলাম না—বোধ হইল আমা-দিগের দক্ষিণ পার্শ্বে নদী ফেলিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমা-দিগকে ক্রমে এক ভীষণ পর্ব্বতে উঠিতে বা চড়িতে হইল—প্রায় ৫ মাই-লের উপর আসিয়াছি বোধ হইল। ক্রমে একটী ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া পড়িলাম—আমাদের উভয় পার্শ্বে অভ্রভেদী পর্ব্বত—মধ্যে জলশূন্য একটী ক্ষুদ্র ও শুষ্ক নদীর রেখা মাত্র। বিদ্রোহী পাঠানেরা এইরূপ ভীষণ স্থলে পাছে কন্‌ভয় (Transport with store) মারে, সেই জন্য পর্ব্বত-শিখরে মধ্যে মধ্যে প্রহরী (Picquet) আছে। এইরূপে খুব সাবধান ও সন্তর্পণে পাহাড় হইতে ক্রমশঃ নামিয়া আমরা দাত্তা-খেল পৌঁছিলাম।

দাত্তাখেল হইতে ক্রমে সিরানি আসিলাম—এই সকল পথে আসিতে আসিতে আমাদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল—লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া দুর্দ্দান্ত পাঠানেরা স্থানে স্থানে গুলিবর্ষণ করিয়া আমা-দের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—ইহার জন্য কখন কখন নরহত্যা ও জন্তু নাশ যে না হইত তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে তাহাদের গোপন আক্রমণ এত অধিক হইত যে, আমাদিগকে প্রাণ লইয়া অস্থির হইতে হইত।

পাঠানগণ এরূপ গুপ্তভাবে ও সন্তর্পণে আমাদিগের উপর অত্যা-চার করিত যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদিগের সিপাহীরা তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না। অনন্যোপায় হইয়া তাহাদের বাসগৃহ, গোধূমের গোলা, এমন কি স্থলে স্থলে সম্পূর্ণ গ্রাম পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দেওয়া হইত—২।১টী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেল্লা দেখিতে পাইয়া আমাদের সৈন্যেরা তোপদ্বারা তাহা উড়াইয়া দিল। যে সকল প্রদেশে অপরি-

মিত শস্য হইয়া ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, সেই সেই স্থলে পঙ্গপালের ন্যায় পালে পালে, দলে দলে ব্রিটিশ রাজের শত শত অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র পড়িয়া সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে; উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা এবং পরিশেষে অনাহারে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াও যদি এই পাঠানেরা বশ্যতা স্বীকার করে—কিন্তু হায়! "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"—শূকরের গোঁর অপেক্ষা ভীষণ পার্ব্বত্য জাতিরা যে অধিক একগুঁয়ে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহা বোধ হয় সাধারণকে জানাইতে হইবে না।

এইরূপ প্রায় আড়াই মাস ভ্রমণের পর কতক সৈন্য সিরানিতে রাখিয়া আমরা সাওল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এইবার আমাদের সেই ভীষণ মাইজর প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। এক দিবস নদী তীরে ব্রিটিশ অফিসরগণ যে বৃক্ষতলে বসিয়া খানা খাইতেছিলেন, এবং বিশ্বাসঘাতক দুর্দ্দান্ত পাঠানদিগের গুলিতে যে স্থলে তাঁহারা অনন্ত শয়নে শায়িত হয়েন, সেই বৃক্ষটী—সেই ভয়ঙ্কর বৃক্ষটী ডাইনা-মাইট দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মাইজর গ্রামটীও একরূপ ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিলাম। ভগ্ন মাইজর গ্রাম পার হইয়া আমরা দোতাই নামক স্থানে গিয়া তথায় দুই দিবস বাস করিলাম। দোতাই-য়ের পার্শ্বে বৃহৎ পর্ব্বত—পর্ব্বতোপরি একটী গম্বুজ দৃষ্ট হইল; জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহা কাবুলের আমীর বাহাদুরের সীমা-চিহ্ন—গম্বুজের এপারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্য এবং উহার অপর পারের তাবৎ প্রদেশ আমীরের আফগানিস্থান রাজ্যভুক্ত।

পরে বৈন্নে নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। এখন শীতকাল—এরূপ দুরন্ত শীত যে, কোন ক্রমেই জলে হাত দিবার জো নাই। এইস্থানে প্রায় একশত ভীমমূর্ত্তি পাঠান দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম—এরূপ উন্নত ও বলিষ্ঠ গঠন যথার্থই প্রায় দেখিতে পাওয়া

যয় না। আমাদের উপর কোনরূপ উপদ্রব না করিয়া, বরং তাহারা আমাদের ঘাস দানার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

পরে আমাদিগকে গুর্জ্জর যাইতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় যাইবার আদৌ রাস্তা নাই বলিলে হয়—কেবল নিবিড় জঙ্গল ও পর্ব্বত—আমাদিগকে এইরূপ ঘন জঙ্গলময় পর্ব্বত প্রদেশে পাইয়া পাঠানেরা গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল—বহু কষ্ট ও কৌশলে তথা হইতে আমরা কোনরূপে উদ্ধার পাইলাম—কিন্তু ২।৩টী অবলাজন্তু—উষ্ট্র ও অশ্বতরকে হারাইতে হইল।

ক্রমে আমরা ফিনা, দরিয়াবস্তি, স্পিন-পুঙ্গা প্রভৃতি ঘুরিয়া পুনরায় দাত্তাখেল ও পরে ১৮ই অক্টোবর সিরানি আসিয়া পৌছিলাম। ২৪শে অক্টোবর সিরানি পরিত্যাগ করিয়া খোজা কলম প্রদেশে স্মাইল খেল ও ইঞ্জরকর্চে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করি। এখানে সেই প্রসিদ্ধ সাদ্দেখাঁ, তাহার ভ্রাতা ও কতিপয় সহচর, আমাদের ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। পরে পিরাকই প্রভৃতি স্থান হইয়া পুনরায় বয়ায় আসি এবং নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি সকলে বন্নুতে আসিয়া উপস্থিত হই।

পল্টনের সঙ্গে নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিনা নামক স্থানে যখন আমরা পৌছাই, তখন বেলা ৪টা। প্রায় সমস্ত দিবস মার্চ করিয়া রাত্রে থাকিবার এবং শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন নিরাপদ ময়দান পাওয়া গেলনা। যদিও বা উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ২।৩ মাইলের মধ্যে জলের কোনরূপ চিহ্ন নাই; ঘোর বিপদ—জীব জন্তু ও আমরা তৃষ্ণায় কাতর—এদিকে সন্ধ্যা আগত-প্রায়। অবশেষে চতুর্দ্দিকে জঙ্গলময় উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে একটি উপত্যকায় আসিয়া পৌছিলাম—ইহারই নাম ফিনা।

বহু অনুসন্ধানের পর নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গাত্র হইতে একটী ক্ষুদ্র জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে দৃষ্ট হইল—স্থানটী সম্পূর্ণ নিরাপদ না হইলেও কথঞ্চিৎ জলকষ্ট নিবারণ হইবে, এই আশায় ফিনা উপ-ত্যকায় আড্ডা গাড়া হইল। উপরিতন অফিসরগণের নিকট হইতে আজ্ঞা প্রচার হইল, "এখানে বড়ই জলকষ্ট—জীব, জন্তু, মনুষ্য সকলেই অর্দ্ধপেট হিসাবে জল পাইবে—কল্য প্রাতে অন্যত্রে যাইয়া সকলকে সম্পূর্ণ জল দেওয়া হইবে।"

বেলা চারিটার সময় সমস্ত পল্টন যেমন আসা, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সারি সারি তাম্বু পড়িল—অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুগণকে সারি সারি যথাস্থানে বাঁধা হইল; সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে—আমি ঘাস, দানা, ভুষি, কাষ্ঠ প্রভৃতির বন্দোবস্তের জন্য অনতিদূরে তহশিলদারের লোকের নিকট গেলাম—জাতিতে ইহারাও পাঠান—আমার সঙ্গে নগদ ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা ও সরকারি বহুবিধ আবশ্যকীয় কাগজ পত্র আছে।

জিনিস পত্র লইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইতেছে, এমন সময় পশ্চাদ্ভাগে বন্দুকের আওয়াজ হইল—ক্রমে এককালে বহুসংখ্যক বন্দু-কের আওয়াজ পাইলাম। তহশিলদারের লোকেরা বলিল, "বাবু! পালাও, শীঘ্র পালাও, নতুবা ভবিষ্যতে বিপদে পড়িবে, আমরা পাঠান—আমাদের কোন ভয় নাই।" যূথ-ভ্রষ্ট-মৃগবৎ ক্যাম্পের বাহিরে আমি একাকী নবমীর পাঁঠার মত ভয়ে কাঁপিতেছি—এখানে দাঁড়াইয়া আর কি করিব ভাবিয়া ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আর এক পদ অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য—পর্ব্বতের উপর ও পার্শ্বদেশ হইতে ক্রমাগত অজস্র গুলিবর্ষণ হইতেছে—আর অল্পদূর যাইলে আমি কতক নিরাপদ স্থানে পৌছিতে পারি—কিন্তু হায়! সে সাধে বাদ পড়িল। আমার কাণের পাশ দিয়া, পায়ের পাশ দিয়া ২।৪ বার গুলি ভোঁ ভোঁ শব্দে

চলিয়া গেল; তৎক্ষণাৎ কেন যে আমার মৃত্যু হইল না, এখনও পর্য্যন্ত তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হই; জগদীশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহ না থাকিলে অতবড় বিপদে রক্ষা পাইয়া এখনও আমি সশরীরে বর্ত্তমান থাকিতে পারিতাম না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু আশে পাশে এত গুলি আসিতে লাগিল যে, অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী নালায় আমি শুইয়া পড়িলাম—এবার আমার উপর দিয়া গুলি যাইতে লাগিল।

আমাদের সৈন্যেরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না—বিপক্ষ পক্ষ হইতে বন্দুকের শব্দ পাইবা মাত্র তাহারাও আপনাপন সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে প্রতি প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। হায়! ইংরাজ সৈন্যের অপূর্ব্ব শিক্ষা—অপূর্ব্ব কৌশল! যে যে স্থল হইতে অধিক পরিমাণে গুলি আসিতেছিল, সেই সেই দিকে মেঘগর্জ্জনবৎ তোপধ্বনি ও আগ্নেয়-অস্ত্র প্রেরিত হইলে ক্রমে সমস্ত প্রদেশ শীতল হইয়া আসিল। বন-জঙ্গলময় নিরাপদ পর্ব্বতোপরি হইতে পাঠানেরা অজস্র গুলি বর্ষণ করিলেও, ইংরাজ সেনাপতি ধৈর্য্যসহকারে সমস্তই সহ্য করিয়া, অব্যর্থ সন্ধানে শত্রু পক্ষকে এরূপ বিধ্বস্ত ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দিলেন যে, কিয়ৎক্ষণ পরে শত্রুগণের আর চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া গেল না—ভবিষ্যতে শুনিলাম তাহাদের যথেষ্ট লোকক্ষয় হইয়াছিল। করুণাময় পরমেশ্বরের বড়ই কৃপা যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নতুবা রাত্রি হইলে অন্ধকার এই যুদ্ধ বিগ্রহে কি ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে?

কোন দেব মূর্ত্তিকে লোকে যেরূপ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া থাকে, গোলা গুলির আওয়াজে নর্দ্দমার মধ্যে আমিও সেইরূপ উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রমাগত হরিনাম জপিতেছিলাম এবং মস্তক ঠুকিয়া সেই বিশ্বপতিকে ডাকিতেছিলাম। সন্ধ্যার সময় ঝড়, জল, মেঘ, বাদল কাটিয়া গেলে, অর্থাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া যখন দেখিলাম যে, হাঁ, যথার্থই সমস্ত নিবৃত্তি হইয়াছে—ধীরে ধীরে উঠিয়া ভোঁ দৌড়,

একেবারে এক দৌড়ে নিজ তাম্বুতে আসিয়া উপস্থিত। ক্যাম্পের অবস্থা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। আমাদের তরফের লোক কে কয়জন প্রাণত্যাগ করিল, সে বিষয় আমার বলিবার কোন অধিকার নাই—তবে কতিপয় উষ্ট্র, অশ্বতরের প্রাণশূন্য দেহ এদিক ওদিক পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া এবং উহাদেরই ২।১ জন চালকের আর্ত্তনাদ শ্রবণে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের হৃদয় কঠোর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ নিদারুণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের কোমল অন্তঃকরণে আর ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না।

সালেমার বাগ।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত নবেম্বর মাসে এই লাহোরে, শেষ রাত্রের ক্রীড়ায় অসম্ভব জনতা বশতঃ বহু সংখ্যক লোককে স্থানাভাবে ফিরিতে হইয়াছিল এবং সকলের নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, পুনরায় শীঘ্র লাহোরে আসিয়া ক্রীড়া দেখাইব; সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মুলতান হইতে অন্যত্রে না যাইয়া পুনরায় এই পাঁচ মাসের মধ্যেই লাহোরে আসিলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় এবারেও আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইল।

কয়েক বার লাহোরে আসিয়াছি, কিন্তু একবারও এখানকার প্রসিদ্ধ বাদসাহি সালেমার-বাগ দেখিতে যাইবার সুযোগ হয় নাই। বহু দিবস হইতে লোকমুখে শুনিয়া আসিতেছি যে, লাহোরের অনতিদূরে এক অপূর্ব্ব বাগান আছে—সেই বাগানটী নাকি স্তরে স্তরে মৃত্তিকা-গর্ভে গিয়াছে এবং তাহাতে সম্রাট সাহজহান কর্ত্তৃক মর্ম্মর প্রস্তর বিরচিত নানা প্রকার কারুকার্য্য যুক্ত দর্শনোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য আছে। কৌতূহল-পরবশ হইয়া দর্শনের জন্য আমি এবং পান্নালাল ১৮৯৮ সালের ৩রা এপ্রেল উক্ত প্রসিদ্ধ বাগান দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। সুদৃঢ় কেল্লা সদৃশ লাহোরের

সুবৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন বামে রাখিয়া, সহর হইতে ঠিক ছয় মাইল যাইলে বাগানের ফটক সন্নিধানে বেলা ৫টার সময় উপস্থিত হইলাম।

অদ্য রবিবার—বিশেষতঃ একটী পিক্‌নিক্‌ পার্টি থাকায়, বাগানের বাহিরে অনেকগুলি ফিটন্‌ ও অন্যান্য গাড়ী দেখিলাম—অদ্য বিস্তর সাহেব ও মেমের শুভাগমন হইয়াছে। বাগানের ফটকে ঢুকিয়া সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ একটী শান বাঁধান নালা দেখিলাম। ইহার মধ্যস্থলে বহুসংখ্যক ফোয়ারা চলিতেছে—ফোয়ারার নালা, মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া প্লসের আকার ধারণ করিয়া পুনরায় উভয় পার্শ্বে গিয়াছে। এই উভয় পার্শ্বের নালা দুইটীর শেষ সীমায় দুইটী অতি সুন্দর কুঠী (বাড়ী) আছে।

ফোয়ারার উভয় পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত সুবিস্তৃত রাস্তা (Foot path) এবং ইহাদিগের উভয় পার্শ্বে ঘন আম্র বন। ফটক হইতে এই পথ ধরিয়া বরাবর যাইলে একটী সুন্দর দালানে (Hall) যাইয়া পৌঁছিলাম। সেখানে বহু ইংরাজ রমণী ও পুরুষ একত্রে বসিয়া রহিয়াছেন, মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরের বেঞ্চ রহিয়াছে দেখিলাম। এই দালানের চতুষ্কোণের স্তম্ভগুলি খুব মোটা এবং প্রায় ৩ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত মর্ম্মর প্রস্তরের দ্বারা মণ্ডিত। উপরের ছাদেও চমৎকার কারুকার্য্য। এই দালানের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে বাগানের নিম্নতল ও পরবর্ত্তী নিম্নতলের অতুলনীয় শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।

দালানের উভয় পার্শ্বে মৃত্তিকার ভিতর দুইটী প্রস্তরের সিঁড়ি আছে। আমরা বাম ভাগের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিলাম। দ্বিতীয় স্তরের অবিকল ছবি এই ফটোগ্রাফ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। নিম্নতলে পৌঁছিয়া বস্তুতই এরূপ বোধ হইল, বুঝি বা যথার্থই নন্দন কাননে আসিলাম। প্রথম বাগান অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ তোলা নিম্নে ভূগর্ভে এই দ্বিতীয় বাগান ও প্রস্তর বাঁধান সুন্দর পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে

হাওয়া খাইবার প্রশস্ত রাস্তা—স্থানে স্থানে চমৎকার চমৎকার কেয়ারি এবং নানাবিধ বৃক্ষ হইতে নানারূপ ফুল ফুটিয়া বাগান সুশোভিত ও আমোদিত করিতেছে।

উপরিস্থিত বাগানের বাম ভাগের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলাম। উপরিস্থ দালান ও এই সিংহাসনের মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ ফোয়ারা হইতে ঝর ঝর শব্দে জল উত্থিত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া কি সুন্দর দেখাইতেছে! ইহার সম্মুখেই প্রস্তরের রেলিংযুক্ত এই সিংহাসন—মোগল সম্রাট স্বয়ং এই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। যে মর্ম্মর প্রস্তরের সিংহাসনোপরি পঞ্জাব দেশীয় দুইটী ভদ্রলোক উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সেটী সম্পূর্ণ একখানি খুব মোটা মর্ম্মর প্রস্তর—আমি হস্ত দ্বারা স্বয়ং তাহার মাপ লইলাম—দৈর্ঘ্যে সাড়ে ছয় হাত এবং প্রস্থে ঠিক সাড়ে চারি হাত হইল।

এই সিংহাসনের ঠিক পশ্চাৎভাগে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বাঁধান শত ফোয়ারাযুক্ত সুবিস্তৃত পুষ্করিণী। বসন্ত কালের সন্ধ্যার সময় সেই সুন্দর পুষ্করিণীতে এককালীন শত ফোয়ারা নিঃসৃত জলের ঝর্ ঝর্ শব্দে বাগান আমোদিত করিতেছে।

পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী চত্বর ও বেদিকা আছে। পাঠক! কাল কাল ফুলওয়ালা একটী রেখা যাহা দেখিতে পাইতেছেন, ও আর কিছুই নহে, সেই মধ্যস্থলে চত্বরে যাইবার জন্য পুষ্করিণীর উভয় পার্শ্ব হইতে প্রস্তরের একটী সেতু গিয়াছে—বহু ভদ্রলোক সেতুর উপর দিয়া সেই চত্বরে যাইতেছেন ও তথায় বসিতেছেন—কেহ কেহ বা এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াই অন্যত্রে যাইতেছেন।

পুষ্করিণীর অপর প্রান্তে শ্বেতবর্ণের ২টী দালান—অনেক ধনবান্ ব্যক্তির সন্তানেরা এই দুই দালানে এবং পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই দালানদ্বয়ের মধ্যে একটী সুবিস্তৃত প্রস্তরের কুণ্ড রহিয়াছে; এই

সামান্য কুণ্ডের মধ্যেও এককালীন পাঁচটী ফোয়ারা হইতে জল নিঃসৃত হওয়ায় আরো শোভা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ফিরিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা আর এক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তৃতীয় স্তরে আসিলাম।

পাঠক! দূরে—বহু দূরে, ঐ নিবিড় আম্র বৃক্ষের মধ্যে আর একটী ক্ষুদ্র দালান যাহা দেখিতেছেন, উহাই সোলেমার বাগের তৃতীয় স্তর ও শেষ ভাগ। উহারই উভয় পার্শ্বে ঐ ঘন আম্র বন। এ কাননেও প্রথম স্তরের ন্যায় সুদীর্ঘ নালায় ফোয়ারা সকল চলিতেছে।

১। প্রথমে যে উদ্যানে আমরা আসিয়া পৌঁছাই, উহাই সালেমারের প্রথম স্তবক; অর্থাৎ সাধারণ জমির সহিত সমতল।

২। প্রস্তরের সিংহাসনের নিকট হইতে শ্বেত বর্ণের চূড়াযুক্ত দালানদ্বয় পর্য্যন্ত অদ্ভুত জলপূর্ণ স্থানটী দ্বিতীয় স্তবক।

৩। ঐ দালানদ্বয়ের নিম্ন হইতে বহু দূরস্থিত ক্ষুদ্র চূড়া বিহীন যে দালানটী দেখিতে পাইতেছেন, এটী তৃতীয় স্তবক জানিবেন। এই সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ বাগানটী সমতল ভূমি অপেক্ষা বহু নিম্নে স্তবকে স্তবকে ভূগর্ভ পর্য্যন্ত যাওয়ায়, এবং বাদশাহি বন্দোবস্ত ও কারিকুরিতে ভারতের মধ্যে একটী মনোরম ও অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছে।

বাগানের তৃতীয় স্তর পর্য্যন্ত বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পান্নালাল এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আসুন, আমরা একটী নির্জ্জন স্থানে বসি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটী গীত করুন—আমি আপনার সঙ্গে বাজাই।"

পান্নালালের হস্তে চামড়ার ক্ষুদ্র বাক্সে তাহার একটী ক্ল্যারিয়নেট ছিল। পান্নালাল সার্কাসের খেলায় বাঙ্গালীর মধ্যে যেরূপ অগ্রণী ও বিখ্যাত, হারমোনিয়ম এবং ক্ল্যারিয়নেট প্রভৃতি বাজাইতে সেইরূপ সিদ্ধহস্ত; রাগ রাগিণী বাজাইবার তারিফ যত না হউক, কিন্তু তাঁহার মুখনিঃসৃত সুমিষ্ট আওয়াজে সকলকেই মোহিত হইতে হয়।

আজ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—সন্ধ্যা দেবীর সঙ্গে সঙ্গেই গগনে ২।১টী করিয়া নক্ষত্র ফুটিতেছে—দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমাও নিজ অসীম রূপ রাশির সহিত আকাশে উদয় হইলেন—ক্রমে জগদ্বিখ্যাত এই সুন্দর বাদসাহি বাগানে কিরণ মালা ঢালিতেও বিমুখ হইলেন না; বস্তুতঃই চাঁদের কিরণ ও তারাগণের উজ্জ্বল আলোকে সালেমার বাগ দিনমানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এ অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া পান্নালাল আর কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আমায় পুনঃ পুনঃ একটী গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু আদৌ সুগায়ক নহি—অপরে গাহিলে, তাহার ভাল মন্দের বিচার করিতে পারি বটে; তবে মোটামুটি সাদাসিধা রকমের গান গাহিয়া সংগীত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতাটা বোধ হয় আমার আছে—সর্ব্বোপরি আমার গলার বাহবাটা সকল স্থানেই আছে।

কি করা যায়—একে পান্নালালের বিশেষ অনুরোধ, তাহার উপর স্থান কাল দেখিয়া প্রাণটা স্বতঃই যেন উল্লাসে কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছে—আর থাকিতে পারিলাম না—হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আপনা হইতেই যেন উথলিয়া উঠিল—বাগানের সর্ব্বত্রই তখন পর্য্যন্ত লোক বেড়াইতেছে। নিকটে কোথাও নির্জ্জন স্থান না পাইয়া, পূর্ব্ব কথিত সেই সেতু দিয়া পুষ্করিণীর ঠিক মধ্যস্থলে যে সুন্দর চত্বর আছে, তথায় গিয়া বসিলাম।

পান্নালাল আপনার হারল্ড কোম্পানির বি ফ্ল্যাট (B. flat) বংশীতে মধুর ঝঙ্কার করিলে সালেমারের নিবিড় আম্রবন এবং পুষ্করিণী আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমার অনুরোধে একখানি ইমন কল্যাণ আলাপ করিতে লাগিলেন—প্রকৃতির সেই সুন্দর স্থানে, সেই সুন্দর সময়ে, ইমন কল্যাণের সুললিত আলাপে প্রাণ মন নাচিয়া উঠিতে লাগিল—আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—মধুর গগনভেদী বংশী-

ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমার জিহ্বায় যেন স্বয়ং বীণাপাণি আসিয়া নিম্ন-লিখিত গীতটী গাহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ—তাল মধ্যমান।

শ্বেত সরোজ বাসিনী, শ্বেতাঙ্গিনী বীণাপাণি!
সঙ্গীত বারিধি নীরে কর গো মা পার।
প্রবল স্রোত বহিছে, তুফান তায়্ উঠিছে,
হ'তেছে মা ভয় অনিবার॥
সদা এই আকিঞ্চন, তুষিব সুজন মন,
সদয় হও মা একবার॥

পান্নালালের মধুর বংশীর সহিত আমার গগনভেদী বাজখাই আওয়াজ মিশ্রিত হওয়ায় সে অপূর্ব্ব স্থানে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়া গেল—স্বয়ং বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি আমার কণ্ঠে বসিয়া যেন ইমনকল্যাণের নানারূপ মূর্চ্ছনা ও গিট্‌কারি বিস্তার করিতে লাগিলেন। গীত যতদূর উৎকৃষ্ট অঙ্গের হউক বা না হউক, নানারূপ ওস্তাদি ধরণের কর্ত্তব—বিশেষতঃ নিশাকালে বংশীধ্বনির সহিত মিশ্রিত হওয়ায়—বস্তুতঃই মধুর রূপ ধারণ করিল।

সঙ্গীত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া জমিতে লাগিল—বিস্তর হিন্দুস্থানি ও পঞ্জাবী ভদ্রলোক আসিয়া সাগ্রহে আমাদের সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন, ক্রমে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজও আসিয়া জুটিলেন। বিস্তর লোকের সমাগম দেখিয়া, বাধ্য হইয়া আমায় গীত বন্ধ করিতে হইল। চন্দ্রালোকে আমায় অনেকে চিনিয়া ফেলিলেন—হয়তো তাঁহারা সার্কাস দেখিতে গিয়া আমায় বহুবার দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাঁহাদিগকে আদৌ চিনিতে পারিলাম না। কালা আদ্‌মির কিছু ভিড় অধিক দেখিয়া

ইংরাজগণ আসিয়াই চলিয়া গেলেন—তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল একজনের মুখনিঃসৃত অস্ফুট কথার মধ্যে "প্রোফেসার বোস" শব্দটী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পার্শ্ববর্ত্তী একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসায় জানিলাম—ইহারা নাকি ৪০ নম্বর পাঠান পল্টনের অফিসরগণ (Officers of the 40th Pathan), মিয়ানমির হইতে হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

ক্রমে অনেক লোকের জনতা দেখিয়া আমরা পলাইবার চেষ্টায় দাঁড়াইলাম—একটী প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী ধনী সর্দ্দার ও তাঁহার কতিপয় সম্ভ্রান্ত বন্ধু একেবারে আমার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রোফেসার সাহেব! আপনার পেটে এত গুণ! আপনি একজন এত বড় গায়ক—পূর্ব্বে তাহা আমরা জানিতাম না; পূর্ব্বে জানিলে সার্কাস ছাড়িয়া আপনার গান শুনিতেই যাইতাম। যাহা হউক এখন আর উঠিতে পারিতেছেন না—আর ২।১টি গান না গাহিলে ছাড়িব না।"

আমি ত বড়ই ফাঁপরে পড়িলাম—ভয়ে প্রাণ ধড় ফড় করিতেছে,—বুঝি বা এইবার বিদ্যাবুদ্ধি সব বাহির হইয়া যায়। কোন্ রাগিণীতে কোন্ পর্দ্দা লাগিলে বেসুরা হইবে, অথবা ভয়ানক ভুল হইয়া যাইবে—এই ভয়ে আমি অস্থির হইলাম; বিশেষতঃ এ প্রদেশে প্রায় অধিকাংশ লোকেই সুগায়ক এবং সমজ্দার।

সর্দ্দার সাহেবের আজ্ঞা মাত্রেই সেই চন্দ্রালোকে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদির উপর ফরাস বিছান হইল—রূপার খাসদান হইতে পাণ ও ছোট এলাইচ বিতরণ হইতে লাগিল—আতর গোলাপের সৌগন্ধে সেই স্থানটী ক্ষণকালের মধ্যে আমোদিত হইয়া গেল। বড় বড় গুড়গুড়ি ও সট্‌কার মধ্য হইতে ভড় ভড় রবে আওয়াজ হইতেও বাকী রহিল না—পরে শুনিলাম, সর্দ্দার সাহেবের নাকি এরূপ বন্দোবস্ত প্রায়ই হইয়া থাকে।

ক্ষণ পরে সর্দ্দার সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বাবুটী বাঁশী

বাজাইতেছেন, ইনি কে?" আমি বলিলাম, "আপনারা চিনিতে পারিতেছেন না? এঁরই নাম "মিষ্টার পান্নালাল"। নাম শুনিবা মাত্র সকলে সাগ্রহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ব্যায়াম কৌশলের ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সর্দ্দার সাহেব বলিলেন, "সংবাদপত্রে ও লোকমুখে আপনার খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছি—৩।৪ দিন বোস সাহেবের সার্কাস দেখিতে গিয়া আপনার ভীম পরাক্রমও দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার সহিত প্রত্যক্ষ কখন আলাপ ছিল না—আজ আবার আপনার বংশীবাদনে আরো বিমোহিত হইলাম।"

আসর তো ক্রমে বেশ জমিল—কিন্তু আমার বুকের ধড়ফড়ানিতো কমিল না; বাঁশীর সহিত গলার আওয়াজ মিশাইয়া লোককে একরূপ মোহিত করিতে পারিব এমন ভরসা আছে বটে, কিন্তু হিন্দি গান গাহিবার জন্য ফর্ম্মাইস হওয়ায় আমি অতিশয় চিন্তান্বিত হইলাম। হিন্দি গান আমি ভাল জানি না—এখন উপায়—জগদীশ্বরের কৃপায় হঠাৎ একটী গান মনে আসিল; বলিলাম, "আপনারা সকলে আমায় ক্ষমা করিবেন—এত বড় সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক হইয়া আপনারা যে আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, এ আমার প্রতি আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহ; কিন্তু হিন্দি গান আমি ভাল জানি না—তবে আপনাদিগের গুরু মহাত্মা নানক* কৃত ২।১টী গীত, গতবার অমৃতসরে আসিয়া শিখিয়াছিলাম। সে গীতগুলি এত সুন্দর ও ভাবপূর্ণ যে, আমাদের বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়া সাধারণের কণ্ঠে চতুর্দ্দিকে গীত হইতেছে; আপনাদের অনুমতি হয় তো তাহারই একখানি গাহিতে চেষ্টা করি।

প্রত্যুত্তরে সকলে একবাক্যে বলিলেন, "বেস, বেস, তাই হউক—বাঙ্গালী বাবুর মুখে আমাদের গান কিরূপ লাগে আমরা একবার তাহা

* কারণ, সর্দ্দার সাহেবের সহিত তখন অনেকগুলি শিখ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

শুনিতে চাহি।” চ’ল্‌তি সুরের অভাব ছিল না; শত ফোয়ারা নিঃসৃত জলের অবিরল ঝর ঝর শব্দে সেই সুপ্ত নিশাকালে কি যে এক মধুর কোরস (chorus) আওয়াজ হইতেছিল—ঠিক এইরূপ সময়ে সালেমারে আসিয়া তাহা যে না শুনিয়াছে বা সে বিমলানন্দ ভোগ করিয়াছে—তাহার জীবনই বৃথা। আমার ইঙ্গিত পাইবা মাত্র পান্নালাল, তাঁহার বংশীর ‘ই স্কেলে’ (E. Scale) ধানেশ্রী রাগিণীর ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—সেই উচ্চ সুরের সহিত মিলাইয়া আমিও গান ধরিলাম—

রাগিণী ধানেশ্রী।

‘গগন্‌মে থাল রভ চন্দ দ্বীপক বনে,
তারকামণ্ডল জনক মোতি।
ধুপ মল্‌ আনলো পবন্‌ চামরো করা,
সগল বন রায়ে ফুলন্ত জ্যোতি॥”

এই কয়েক ছত্র গাহিবার পর, আমি গীত বন্ধ করিলাম—সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সর্দ্দার সাহেব! একি আপনাদের ভাল লাগিতেছে?” প্রত্যুত্তরে তাঁহারা সকলে বলিলেন, “বেশ মহাশয়, বেশ! আমাদের বেশ লেগেছে—আপনি থামিবেন না—সমস্তটা গান।”

পুনরায় গাহিলাম—

‘ক্যাসি আরতি হোয়, ভব খণ্ডনা,
তেরি আরতি অন্‌হতা শব্দ বাজন্ত ভেরি॥
শ্যাহেস তব্‌ন্যান, ননা ন্যান হ্যাঁ,
তোহে কো শ্যাশ মূরত ননা এক তোহি॥
শ্যাশ পদ্‌বিমল, ননা এক পদ্‌গন্ধ,
বেন শ্যাশ তব্‌ গন্ধ এব চলৎ মোহি॥
সব্‌মে জ্যোত, জ্যাত হায় শোয়,
তিস্‌দ্যা চানন সব্‌মে চানন হোয়॥

গুর্ শাখি জ্যোত, পর্গট হোয়,
জ্যোতিষ পাওয়ে সো আরতি হোয়॥
হর্-চরণ্-কমল, মকরন্দ লোভৎ,
মনো অন্দিনো মোহে আহি পিয়াসা॥
কৃপা-জল্ দে, নানক সারঙ্গকোঁ,
হায় জাতে তেরা নাম বাসা॥

গীত সমাপ্তে বাড়ী আসিবার জন্য সর্দ্দার সাহেবের নিকট বিদায় চাহিলাম। তিনি কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না—বলিলেন, "বস্তুতঃই প্রোফেসর সাহেব! আমরা বড় আনন্দ পাইলাম—কিন্তু আপনাকে আমরা কিছুই খাতির করিতে পারিলাম না—আশা করি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন;" এই বলিয়া নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে কি ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী বোতল ও গেলাস আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; বোতলের লেভেল পড়িয়া দেখি লেখা আছে, 'এন্কোর হুইস্কি'। সর্দ্দার সাহেব বলিলেন, "এক পেগ্ ইচ্ছা করুন।"

এ প্রস্তাবে আমি অসম্মত দেখিয়া আর ২।১ টী বর্দ্ধিষ্ণু শিখ সর্দ্দার ও তাঁহাদের পারিষদবর্গেরা আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এক পেগ লইবার জন্য বড়ই জিদ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আপনারা কেন বৃথা আমায় এত অনুরোধ করিতেছেন? ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইতেছি। আপনাদের শিখ ধর্ম্মাবলম্বীরা তামাকু সেবন যেমন অবৈধ ও মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইরূপ আমিও কোনরূপ নেশার দ্রব্য পান বা সেবনকে মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করি—সরাপের কথা কি বলিতেছেন, সামান্য সিগারেট খাওয়া বা নস্য লওয়াকেও আমি অতিশয় কুকার্য্য বোধে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করি; সুতরাং আশা করি কৃপা করিয়া ওবিষয়ের জন্য আর কেহ আমায় অনুরোধ করিবেন না।"

আমাদিগের পশ্চাৎভাগে এই সর্দ্দার সাহেবের একটী হিন্দুস্থানি বন্ধু বাবু বসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঢালা উপুড় করিতে করিতে তিনি ক্রমে বেশ রং চোঙে হইয়া আসিলেন—মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, কুচ্ পরোয়া নেহি—আপ্‌কো কুচ্ পিনে নেহি হোগা; আপ্ আউর একঠো গানা শুনাইয়ে, বস্—ছুট্টি দেগা—ছচ্ ব'ল্‌তেহেঁ, আপ্‌কো একদম্ ছুট্টি দেগা—লেকিন্ বাংলা গানা চাহিয়ে—দোসরা নেহি মাংতা।"

এ স্থল হইতে বিদায় লইয়া গৃহে যাওয়ার পক্ষে বড়ই বেগতিক বুঝিয়া আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তাই হবে; কিন্তু অন্য গান আর কি গাহিব—বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গুরু নানকের সম্পূর্ণ ভাব বজায় রাখিয়া বঙ্গ ভাষায় ঐ গানটী অনুবাদ করিয়াছেন—যদি বলেনতো সেই গানটী অন্য রাগিণীতে গাহিতে চেষ্টা করি।" সকলের অভিমতে প্রিয় পান্নালালের বংশী ধ্বনির সহিত গাহিলাম—

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

গগনের থালে, রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বন-রাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে॥
কেমন আরতি, হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরীরে॥

লাহোর ট্রিবিউনের এডিটার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী আজ রাত্রে মাইফেল হইবে। অবশ্য আমাদেরই বাবুদের গীতবাদ্য

হইবার কথা। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-প্রধান মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা হইতে বদলি হইয়া এখানে ডেপুটি য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি এবং জষ্টিস প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সংগীত শুনিবার জন্য তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এত রাত্রি হইয়া গিয়াছে, অবশ্য সকলেই তথায় অপেক্ষা করিতেছেন—বিশেষতঃ পান্নালালের বংশীবাদন ব্যতীত সমস্তই বৃথা—এই সমস্ত কথা স্মরণ হওয়ায় সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলাম।
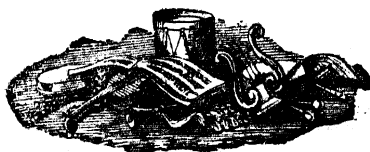
গুরু দরবার।

লাহোর পরিত্যাগ করিয়া আমরা পুনরায় অমৃতসরে আসিলাম। এখানে অন্যান্য দর্শনোপযোগী বস্তুর মধ্যে শিখদিগের জগদ্বিখ্যাত গুরু দরবারের বিষয় উল্লেখযোগ্য বোধে, এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। সাধারণতঃ ইহাকে লোকে সুবর্ণ মন্দির (Golden Temple) কহে। অমৃতসরে প্রতি বৎসর দুইটী করিয়া বৃহতী মেলা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে যে মেলা হয় তাহার নাম "বৈশাখী মেলা" ; দেওয়ালির সময় যে মেলা হয় তাহাকে "দেওয়ালিকা মেলা" বলে। প্রতি মেলাতেই বহুদূর দেশ হইতে বিস্তর অশ্ব, উষ্ট্র, ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

অমৃতসরে আমরা যতবার মেলার সময় আসিয়াছি, ততবারই দুই তিনটী করিয়া ঘোড়া ক্রয় করিয়াছি। এবারেও দুইটী সুদৃশ্য অশ্ব ক্রয় করিলাম। প্রসিদ্ধ ব্ল্যাক্‌প্রিন্স (Black prince) নামক কাল ঘোড়া এবং শ্বেত বর্ণের ঘুড়ি (Arab-fate-mare) যাহার উপর সাত জন ক্লাউন একত্রে আরোহণ পূর্ব্বক দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, সেই অশ্বদ্বয়ও এই অমৃতসর মেলাতে ক্রয় করিয়াছিলাম।

এবারেও আমরা বৈশাখ মাসে ঠিক মেলার সময় আসিয়াছি। আজ মেলার ভারি জাঁক—সহস্র সহস্র শিখ ও অপরাপর হিন্দুগণ চতুর্দ্দিক হইতে 'দরবার সাহেব' দর্শনের জন্য আসিতেছেন। বেলা ৪টার সময় সত্যলাল, আহম্মদ ও পান্নালালকে সঙ্গে লইয়া অমৃতসরের জগদ্বিখ্যাত স্বুবর্ণ মন্দির দেখিতে গেলাম। আহম্মদ মুসলমান বালক; তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমরা তিন জনে বিস্তীর্ণ রেলিংযুক্ত একটি চত্বরে উঠিলাম। চত্বরের মধ্যস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির আধুনিক একটি বহু উচ্চ টাওয়ার (Tower) বা ঘণ্টা ঘর রহিয়াছে।

ঘণ্টাগৃহ পার হইয়া সরোবরে নামিবার বিস্তীর্ণ সিঁড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া এক ব্যক্তি সহস্র ব্যক্তির সহস্র জোড়া জুতা রক্ষা করিতেছে; যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাকে পুরস্কার দিতেছে। আমরা তিন জনে তাহার নিকট তিন জোড়া জুতা রাখিয়া গেলাম—ফিরিয়া আসিয়া মাত্র একটী পয়সা দিলাম। তাহাই পাইয়া সে মহা সন্তোষ প্রকাশ করিল। ক্রমে আমরা একটি সুন্দর সরোবর বা বৃহৎ পুষ্করিণীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বাঁধান সিঁড়ি এবং ইহার উপরিভাগে মর্ম্মর প্রস্তরের প্রশস্ত রাস্তা সরোবরের চারিদিক বেড়িয়া আছে—সহস্র লোক তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে।

সরোবর মধ্যে শত শত নরনারী স্নান করিতেছে। যেরূপ আমাদের দেশে গ্রহণ, বারুণী প্রভৃতি যোগ উপলক্ষে, গঙ্গায় স্নান করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় জ্ঞানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা শত ক্রোশ দুরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া ভক্তিভাবে স্নান করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য মহা পুণ্য অর্জ্জন করিলাম জ্ঞান করেন, অদ্যকার তিথিতে শত ক্রোশ হইতে আগমন পূর্ব্বক এই পবিত্র সরোবরে স্নান করিয়া শিখগণও নিজ নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। শিখ ব্যতীত অপরাপর বহু হিন্দু সন্তানকেও এই তিথিতে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া স্নান করিতে দেখিলাম।

আমরা সরোবরের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গিয়া আর একটি চত্বরে পড়িলাম। প্রাঙ্গণটি মর্ম্মর প্রস্তর দিয়া বাঁধান—এক পার্শ্বে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদির উপর প্রকাণ্ড এক ঝাণ্ডার জন্য (পতাকা) প্রকাণ্ড একটী খুঁটি (Post) রহিয়াছে। তদুপরি পত পত শব্দে পতাকা উড্ডীন হইতেছে। বৃন্দাবনের ধনকুবের শেঠ সাহেবের ঠাকুর বাড়ীতে যেরূপ অনেকে সোণার তাল গাছ দেখিয়াছেন, এও তদ্রূপ—তবে উচ্চে তদপেক্ষা অধিক—প্রায় ৫।৬ তোলা হইবে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা—ইহার শিরো-ভাগের গম্বুজগুলি স্বুবর্ণপাতে মণ্ডিত। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই স্থানটী গুরু হরগোবিন্দ সিংহের ছিল ; এই স্থলে নূতন ব্যক্তিকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়।

প্রাঙ্গণের বামভাগে একটি সুন্দর ফটক ; ফটকটী পার হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া হ্রদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। কি শোভা! যে না দেখিয়াছে, তাহাকে কিরূপে বুঝাইব! চতুর্দ্দিকে অস্থায়ী জল—মধ্যস্থলে সেই জগদ্বিখ্যাত সুবর্ণ মন্দিরটী যেন ভাসিতেছে।

মন্দিরের বহির্গাত্রে, আগ্রার তাজমহলের কারুকার্য্যের ন্যায়, মর্ম্মর প্রস্তরের উপর নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তরের চমৎকার চমৎকার কারিকুরি রহিয়াছে, এবং প্রতি দ্বারের উপরিভাগে, গুরুগোবিন্দ সিংহ, হরগোবিন্দ সিংহ, গুরুনানক প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি, প্রস্তরের উপরে কি সুন্দররূপে খোদিত ও অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা লিখিয়া কি জানাইব! বস্তুতঃই তৎকালীন শিল্পিগণের আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যের তুলনায় আধুনিক শিক্ষিত গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের শিল্প কার্য্য আদৌ তুলনীয় হইতে পারে না। ইতিহাস বর্ণিত বিখ্যাত গুরুগণ যথার্থ ই যেন জীবন্ত বসিয়া রহিয়াছেন বোধ হয়।

মন্দিরের অভ্যন্তরে আরো উচ্চ অঙ্গের কারিকুরী। দরজাগুলি রৌপ্যের পাত দ্বারা সুন্দর রূপে মণ্ডিত—ছাদগুলিতেও অদ্ভুত কারুকার্য্য

দেখিলাম। দিবারাত্র মৃদঙ্গের সহিত গায়কেরা সঙ্গীত করিতেছে ও ধূপ ধূনার সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। একটী শিখ পূজারি বা মোহান্ত তাঁহার সম্মুখে গ্রন্থ খুলিয়া বসিয়া আছেন—শত শত নর নারী আসিয়া তাহাদের প্রধান আরাধ্য, সেই গ্রন্থকে প্রণাম করিতেছে এবং প্রধান পূজারির হস্ত হইতে ফুলের মালা বা ফুল প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমরাও সেই পবিত্র স্থানে যাইয়া জগদীশের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম—মোহান্তজি আমাদের গলদেশে এক এক ছড়া মালা পরাইয়া দিলেন; অপর এক জন পূজারি আসিয়া মহা প্রসাদ (গরম হালুয়া) আমাদের হস্তে দিলেন।

সত্যলাল অতিশয় পেটুক; লোভ সংবরণ করিতে পারিল না—মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়াই হালুয়ার তালটুকু গালে ফেলিয়া দিল; ক্ষণেক পরে দেখি "আহা উহু" রবে চীৎকার করিতে করিতে সমস্ত বমন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। প্রকাণ্ড গরম হালুয়ার তালটা মুখ-বিবরে একেবারে প্রবেশ করিয়া দেওয়াতেই সত্যলালের এই বিপত্তি উপস্থিত হইল। ঘোর বিপদ—আমিতো প্রমাদ গণিতে লাগিলাম; এই মহা পুণ্য স্থলে—বিশেষতঃ মন্দিরাভ্যন্তরেই এই ব্যাপার—এ বিষয় প্রকাশ হইলে, এই ক্ষণেই যে প্রমাদ উপস্থিত হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু সত্যলাল খুব চতুর—গতিক খারাপ বুঝিয়া আপনার উড়ানি খুলিয়া মুখের সম্মুখে ধরিল। ২।৪ ঝলক যাহা নিঃসৃত হইল, কৌশলে তাহার অভ্যন্তরে লইল; কিন্তু অকস্মাৎ এই বিপদের জন্য তথায় আর দাঁড়াইতে না পারিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন; কারণ গরম হালুয়ার দাহিকা শক্তিতে তখনও তাহার জলুনি থামে নাই। কতিপয় লোক কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছিল। তাহারা বলিল, "বাবু! কলিকাতায় তোমাদের কালী মায়ির মন্দির যেরূপ, আমাদের এ মহাপুণ্য স্থানও তদ্রূপ জানিবেন—এখানে উল্‌টি ফুল্‌টি (বমন) খুব সাবধানে করা উচিত।

সত্যলাল ও পান্নালাল উভয়েই মহা অপ্রস্তুত হইলেন। আমি কিন্তু আদৌ নরম না হইয়া মিঠাকড়া গোছ ২।৪ কথা এরূপ শুনাইলাম যে, সকলে পলাইতে পথ পাইল না। আমি বলিলাম,—"দেখুন, আমরা যদি কাহাকেও প্রসাদ দিই, তবে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত দিয়া থাকি; কিন্তু তোমাদের দেশের এরূপ জঘন্য প্রথা যে, প্রসাদ দিতে হয় তাই দিতেছ—সংবাদ রাখ না যে এই প্রসাদের ভিতর কত শত মাছি ও পোকা মাকড় প'ড়ে থাকে। বাবুর উলুটির সঙ্গে যে ৪।৫ টা মাছি বাহির হইয়াছে, তা কি কেহ খবর রাখ?"

এই কথা শ্রবণে তাহারা নিতান্তই অপ্রস্তুত হইয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; পুনরায় বলিল, "এরূপ হইয়াছে, তা আমরা কিছুই জানি না—অবশ্য ইহাতে ওবাবুটীর কোন অপরাধ নাই—অপরাধ আমাদেরই নিশ্চয়"। দ্বীপমধ্যস্থ মন্দির—মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ প্রশস্ত রোয়াক—রোয়াকের পরেই অর্দ্ধ হস্ত নিম্নে সরোবরের নীল জল ঢল ঢল খেলিয়া বেড়াইতেছে; দূরের ঢেউগুলি ধীরে ধীরে আসিতেছে ও মন্দির-গাত্রে লাগিয়া সুন্দর চলাৎ চলাৎ আওয়াজ বাহির হইতেছে।

বিন্দুমাত্র মায়া মমতা না করিয়া সেই পবিত্র স্বচ্ছ সলিলে সত্যলাল হাত মুখ উড়ানি ধৌত করিলেন। দ্বিতলের ছাদে সুবর্ণের পাত মণ্ডিত গম্বুজগুলি দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইলাম—শুনিলাম মহারাজা রণজিৎ সিংহ নাকি এই গম্বুজগুলি সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয় ইহার নাম সুবর্ণ মন্দির হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে শিখদিগের প্রকাণ্ড গ্রন্থখানি দর্শনোপযোগী ও লিখিবার যোগ্য বোধ করিলাম, ইহাকে শিখেরা গ্রন্থ সাহেব বলিয়া থাকে ও এই গ্রন্থ সাহেবকেই গুরু স্থানীয় জ্ঞান করিয়া চিরজীবন ভক্তিভরে পূজা করিয়া সুখে কালাতিপাত করে।

হৃষীকেশ যাত্রা।

১৯০১ সালের ১১ই মে শনিবার ডেরাডুনে অপরাহ্ন ৪টা ও রাত্রি ৯টার সময় আমাদের দুইবার খেলা হইল। শনিবারের ক্রীড়ায় দেরাডুনে বড় ধুম ধাম হয়। এদিকে হরিদ্বার, সাহারাণপুর এবং রুড়কি প্রভৃতি সহর হইতে, ওদিকে রাজপুরা ও মুসুরি পর্ব্বত হইতে বহু-সংখ্যক দর্শক আসিয়া আমাদিগকে ধন্য করেন। অদ্যকার রাত্রের ক্রীড়ার পর একটী চমৎকার হাস্যজনক প্রহসন ছিল; ব্যাঘ্রের ক্রীড়ার পর প্রহসন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গেল—নতুবা ঠিক বারটার সময়ই ভাঙ্গিত। অদ্য কার রাত্রি শেষে আমার হৃষীকেশ যাইবার কথা; সঙ্গে এখানকার শ্রীযুক্ত অভয় বাবু ও যাদব বাবু যাইবেন—এই কথা ছিল; ক্রীড়া ভঙ্গের কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা নিজ নিজ বাসায় যাইবার অভি-প্রায় জানাইলেন।

পার্শ্বস্থিত চেয়ারে দেরাডুনের ইংরাজ ষ্টেসন মাষ্টার, সার্কাসের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন,—বোধ হয় তিনি কিছু বাঙ্গালা বুঝিতে পারিতেন। তিনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া প্রত্যূষে

কখনই মেল ট্রেন ধরিতে পারিবেন না; ইহার অপেক্ষা বাসা হইয়া বরাবর ষ্টেসনে যান এবং গাড়ীতে শয়ন করুন—আমি এখনই যাইয়া ওয়াচ ম্যানেদের গেট খুলিয়া রাখিতে বলিয়া দিব।”

আমাদের কথা হইতেছে, ইতিমধ্যে দর্শক মণ্ডলীর মধ্য হইতে রাজা রণবীর সিং আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি এখনই যাইতেছেন; আপনার জন্য আমি গতকল্য প্রত্যূষে হস্তী রওনা করিয়া দিয়াছি—রায়ওয়ালা ষ্টেসনে যাইলেই ঠিক পাইবেন; ২।৩ দিনের আহারাদির ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছি।” রাজা সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহাকে আমি শত শত ধন্যবাদ দিলাম, এবং তিনি যে আমায় পূর্ব্বাবধি আন্তরিক স্নেহ করেন ও যথেষ্ট ভাল বাসেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও ভুলিলাম না।

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাসায় আসিয়া আহারাদি করিলাম। অভয় বাবু ও যাদব বাবুকে আর বাসায় যাইতে দিলাম না। অধিক রাত্রে আহার করা অনভ্যাস বশতঃ ২।১টী মিষ্টান্ন ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই আহার করিলেন না; পরে সকলে ষ্টেসনে গিয়া ট্রেনে শয়ন করিলাম। ১২ই মে প্রত্যূষে ৫॥ টার সময় ট্রেন ছাড়িয়া বেলা প্রায় ৭টার সময় রায়ওয়ালা ষ্টেসনে পৌছাইয়া দিল। রায়ওয়ালা, দেরাডুন হইতে ২৫ মাইল এবং হরিদ্বার হইতে ৭ মাইল মাত্র।

অভয় বাবুর সহিত এখানকার ষ্টেসন মাষ্টার প্রভৃতির বিশেষ হৃদ্যতা দেখিলাম—তিনি গবর্ণমেণ্ট ট্রিগণমেট্রিক্যাল সরভে অফিসে (G. T. Survey Office) কর্ম্ম করিতেন। আপাততঃ পেন্সন লইয়া কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেছেন। সহরে তাঁহার একখানি নিজের বেস বাংলা আছে। কণ্ট্রাক্টরী ছাড়া চাষ বাসও করিয়া থাকেন। যাদব বাবু কোন একটী গবর্ণমেণ্ট অফিসের কর্ম্মচারী—মৎস্য শিকারে ইহার বড়ই বাতিক; গতবারে আসিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

রায়ওয়ালা ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দেখি, রাজা রণবীর সিংহের হস্তী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদুপরি তিন জনে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। কর্ম্মচারিগণের থাকিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক নব নির্ম্মিত ২।৪টী পাকা গৃহ ব্যতীত তথায় আর জন মানবের চিহ্ন নাই—কেবলই জঙ্গল। ষ্টেসনের সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বত—ভীষণ শাল বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ট্রেনের যাত্রীগুলি যে যার স্থানে চলিয়া গেলে, শব্দশূন্য নির্জ্জন স্থানটী বড় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। বন-জঙ্গল-ময় বহু উচ্চ পর্ব্বতের ছায়ায় দিনমানেও ঘনান্ধকার হইয়া রহিয়াছে; হস্তি-পৃষ্ঠে আমরা এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম।

অভয় বাবু ঘন ঘন তামাকু সেবনে বড় প্রিয়। হস্তি-পৃষ্ঠে উঠিবার পূর্ব্বে ষ্টেসনে প্রায় ৩।৪ ছিলাম তামাক সেবন হইয়া গিয়াছে। আমার পকেটে দিবারাত্র যেরূপ পানের ডিবা থাকে, অভয় বাবুর পকেটেও সেইরূপ কাগজে মোড়া খানিকটা তামাক বরাবর থাকে। দেরাডুন ও মুসুরি পর্ব্বতের তাবৎ বাঙ্গালী বাবু বোধ হয় বেস জানেন যে, সঙ্গে তামাক না লইয়া তিনি এক পদও চলেন না। প্রায় দুই মাইল আসিলে জঙ্গল পার হইয়া একটী উচ্চ স্থান হইতে অদূরে জাহ্নবীর কুল কুল ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল—পর্ব্বত নিম্নে শ্বেত রেখার ন্যায় ধবল জলরাশি দেখা যাইতেছে; এইবার আমরা কতকটা নিম্ন প্রদেশে নামিতে লাগিলাম—গজরাজ গজেন্দ্র গমনে চলিতে লাগিল।

ক্রমে যত রৌদ্র ফুটিতে লাগিল, আমার জঠরানলও ততই জ্বলিতে লাগিল—যাদব বাবুকে বলিলাম, "মহাশয়! আমার ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে জল খাবারের টিন্‌টি অনুগ্রহপূর্ব্বক দিন—আমার বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে—কিছু না খেলে হয় তো হাতী থেকে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাব।" অভয় বাবু বলিলেন, "অবশ্য. অবশ্য—ক্ষুধা পাবারইতো কথা; এত পথ এসেছি, বিশেষতঃ হাতীর হ্যাঁচ্‌কাতে ক্ষুধার অপরাধ কি? দাও তো হ্যা যাদব!

প্রিয় বাবুকে টিনটা দাওতো; আর আমাদের ছাই ক্ষুধা পেলেও খাবার যো নাই—শক্তির উপাসনা ব্যতীত আহার করিতে গুরুদেবের একদম্ নিষেধ।” এই বলিয়া অপর ব্যাগ হইতে একটী কৃষ্ণ বর্ণের বোতল বাহির করিলেন।

আমার সঙ্গে আহারের জন্য লুচি, বেগুন ভাজি ও আলু ভাজি ছিল; একটা কাগজে মোড়া লবণও আনিয়াছিলাম। হস্তি-পৃষ্ঠে যাইতে যাইতে তাহাই আহার করিতে লাগিলাম; পথে দুই তিনটী ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইল—শোঙ্গ নামক নদীতে পৌছিলে প্রাণ ভরিয়া জল খাইলাম। নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া এই ক্ষুদ্র নদী চলিয়াছে—এত রৌদ্রের পর এই ছায়া যুক্ত স্থানে পাহাড়ী নদীর শীতল জল পান করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল।

এদিকে যাদব বাবু ক্রমাগত ঢালিতেছেন, আর বলিতেছেন, “নাওনা দাদা, আর একটু নাওনা।” উত্তরে অভয় বাবু বলিলেন, “এই ভীষণ রৌদ্রে এত গরমে অত কি লওয়া যায়? দে প্রিয় বাবুকে একটু দে”।

যাদব বাবু বলিলেন, “উনি কিছুতেই নেবেন না, তা আমি কি ক’র্‌বো। প্রত্যুত্তরে অভয় বাবু বলিলেন, “হ্যাঁ, তুই যেমন বাঁদর—ওঁর ছেনালি তুই কি বুঝ্‌বি। দলে উঁহার বিস্তর ছাত্র ছাত্রী আছে, অন্যান্য কর্ম্মচারীও অনেক। তাদের সাম্‌নে এ সব চালালে যে বাবা, বিদ্যা বুদ্ধি সব বেরিয়ে যাবে; সেখানে যে সার্কাসের ওস্তাদ—প্রোফেসর বোস—সেখানে কি ওসব চল্‌তে পারে? তুই নে, আর এক গ্লাস ঢাল্—দে, ওঁর হাতে দে”। যাদব বাবু বলিলেন, “দাদা! তোমার কেমন ঐ রকম এক কথা—রেলে চুরোট নিয়ে কত সাধাসাধি ক’ল্লেম—তা পর্য্যন্ত নিলেন না, আর এই পেগ্‌টা নেবেন? আমার তো কর্ম্ম নহে—তুমি পার তো দাও।”

অভয় বাবু বলিলেন, “দে তবে, আমার হাতে দে। প্রিয় বাবু! মাইরি—ভাল হবে না ব’ল্‌ছি; দেখ, তোমার খাতিরে আমার কত

কাজের ক্ষতি ক'রে এলেম—শ্যামাকান্তের দ্বারা কত কষ্টে যাদবের ছুটি ক'রিয়ে তবে এনেছি ; আমার ছেলে 'মণি' কখন হৃষীকেশ দেখে নাই—সে আস্‌বার জন্য কত জেদ্ ক'র্লে—পাছে আমাদের ফূর্ত্তি একেবারে বেফূর্ত্তি হ'য়ে যায়, সেই জন্য তারে পর্য্যন্ত আন্‌লেম না—যাদব অনুরোধ ক'চ্চে, আমি তোমার বড় দাদার ন্যায় হই, আমি অনুরোধ ক'চ্চি—এক পেগ্ নাও—নহিলে আমাদের মর্ম্মান্তিক হবে জান্‌বে।"

আমি ঘোর বিপদে পড়িলাম ; কি করি—যাদব বাবুকে পার পাবার যো আছে, কিন্তু অভয় বাবুর হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন প্রকার উপায় দেখিতে না পাইয়া বলিলাম, "অভয় বাবু! যথার্থই আপনাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করি, এবং প্রাণের সহিত ভাল বাসি—আর দয়া ক'রে অদ্যকার ভ্রমণে যে সেথো হ'য়েছেন, তজ্জন্য চিরবাধিত রহিলাম জানিবেন—আপনার অনুরোধ অবশ্য রক্ষা ক'র্‌তে পারি ; তবে কি জানেন, সত্য কথা ব'ল্‌তে কি—আমার বড় একটা অভ্যাস নাই, বিশেষতঃ খালি পেটে খেলে প্রায়ই গা ঘোরে ও বমি হ'য়ে যায়।

যাদব বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও বাবা! বেগুন ভাজি ও আলু ভাজির সঙ্গে ২।৩ দিস্তা লুচি অক্লেশে শেষ হ'য়ে গেল, আবার ব'ল্‌ছেন এখনও খালি পেট!" এই বলিয়া যাদব বাবু উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম, "না যাদব বাবু, তা নয়—কি জানেন, রেলে কিম্বা অন্য কোনরূপ পথ ভ্রমণে বাহির হ'লে স্বভাবতই ক্ষুধা হ'য়ে থাকে ; তাহার উপর হস্তিপৃষ্ঠে যে হ্যাঁচকা লাগ্‌ছে, এবং হিমাচলের ঝর্ণা নিঃসৃত সুশীতল জল পানে পুনরায় বস্তুতঃই ক্ষুধার উদ্রেক হ'য়েছে—নতুবা বাটী হ'তে আমি যেরূপ প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেম, তাহাতে আমাদের তিন্ জনের বেস হ'তো ; তাই ব'ল্‌ছিলেম—একে অনভ্যাস—তাহার উপর এত রৌদ্রে খালি পেটে খেলে পাছে কোন প্রকার অসুখ হ'য়ে তীর্থ দর্শনের ব্যাঘাত হয়, তাই ভয় পাচ্ছি।"

অভয় বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "হা, হা, হা! হা আমার পোড়ার দশা; কেবল তুমিই বুঝি খাবার এনেছ—আর আমরা শালারা বুঝি শুধু হাতে এসেছি মনে ক'রেছ? তবে হাঁ, কলিকাতার মতন আমরা ফোস্‌কা টোস্‌কার মত তত ভাল লুচির ধার ধারিনা বটে, তবে পরঠা যা এনেছি, তোমরা কলিকাতায় যে ওরূপ কখন দেখ নাই, তা বড় গলা ক'রে ব'ল্‌তে পারি।" এই বলিয়া যাদব বাবুকে বলিলেন, "দে, তবে আমায় আর এক গ্লাস দে—আর প্রিয় বাবুকে খাবারের গাঁঠরিটা দে—শুধু কি আমাদের জন্য অত খাবার এনেছি বাবা?"

অভয় বাবুর আদেশ মত যাদব বাবুর অনুগ্রহে টোয়ালিয়া বিজড়িত একটী টিনের গোল বাক্স আমার করতলগত হইল—ঢাকন্‌টী খুলিয়া দেখিলাম কতকগুলি ডিম ভাজা, মাংস ভাজা ও পরঠা রহিয়াছে; খালি পেটে সুরা পান আমার সহ্য হইবে না—সুতরাং দুইটী মাত্র রাখিয়া ডিম ও মাংস ভাজাগুলি অতি উপাদেয় বোধে উদরসাৎ করিলাম। পরঠাও চমৎকার—বস্তুতঃই আমাদের কলিকাতার লুচি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে—ঘৃতে জব্‌জব্ করিতেছে; মাংস ও ডিমের সহিত তাহাও প্রায় অধিকাংশ উড়িয়া গেল। ওদিকে অভয় বাবু ও যাদব বাবুতে বেস চালাইতে লাগিলেন—ক্রমশঃ বোতলটীও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল।

আমি মাহুতের ঠিক্ পশ্চাতে হস্তীর গলদেশের উপর বসিয়াছিলাম। অভয় বাবু আমার পশ্চাতে, তৎপরে যাদব বাবু। অপর্য্যাপ্ত আহারের পর পুনরায় ভয়ানক তৃষ্ণা পাওয়ায়, জল খাইবার জন্য একটী গ্লাস লইবার অভিপ্রায়ে পশ্চাৎ দিকে ফিরিবামাত্র দেখি, যাদব বাবু সতৃষ্ণ নয়নে টিনের বাক্স ও আমার আহারের দিকে দেখিতেছেন; তাঁহার মনের ভাব বেস বুঝিলাম যে, "বেটা করে কি? নিজের সব খাইল, আমাদের উভয়ের যাহা কিছু ছিল তাহাও দেখিতেছি নিঃশেষ হইয়া যায়—এখন উপায়—এই ভীষণ বনমধ্যে পাইবই বা কি?"

আমি আর সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ধীরে ধীরে ডালাটী বন্ধ করিয়া যাদব বাবুকে ফেরৎ দিলাম। পিপাসার বিষয় জানাইলে অভয় বাবু বলিলেন, "আর অর্দ্ধ মাইল যাইলে আর একটী ক্ষুদ্র নদী পাওয়া যাইবে; সেখানে আপনি পেট পূরিয়া জল পান করিবেন, আমাদেরও বড় তৃষ্ণা পেয়েছে—সেখানে কিছু জলযোগ ক'রে লব"। তাহাই হইল—পুনরায় আর একটী ক্ষুদ্র নদী পাইলাম, হস্তী হইতে অবতরণপূর্ব্বক নদীতটে একটী বৃক্ষতলে একখানি কম্বল বিছাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

নদী জলে গ্ল্যাস ডুবাইয়া জল লইতেছি, পশ্চাতে বিকট চীৎকার রব শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দেখি, যাদব বাবু একেবারে বিফল হইয়া হা হুতাস করিতেছেন ও বলিতেছেন, "হায় কি হইল—কি করি এখন, উপায়? দাদা, হায় এখন কি উপায়?" আমি অতিশয় ভীত হইলাম; পূর্ব্বেই জানিতাম এ ভীষণ জঙ্গলে ভয়ানক হিংস্রজন্তু দিনমানেও দর্শন দেয়। শত শত হৃষীকেশ ও বদ্রিনারায়ণ যাত্রিগণের মধ্যে কত অভাগা যে অকালে এখানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাও জানিতে আমার বাকি ছিল না; কিন্তু কৈ—তাই যদি হবে, অভয় বাবু ও যাদব বাবু উভয়েই তো স্বশরীরে বর্ত্তমান! তবে কি হইল? তবে কি যাদব বাবুকে সর্পাঘাত হইয়াছে! যাহা হউক, আর নিশ্চিন্ত থাকা অবৈধ বোধে দ্রুত গিয়া অভয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ব্যাপার কি? যাদব বাবুর কি হইয়াছে—ওরূপ করিতেছেন কেন?"

অভয় বাবু সামান্য একটু তৈয়ারি ছিলেন, মহাদেবের মত ঢুলু ঢুলু চক্ষু ছুটি উন্মীলিত করিয়া বলিলেন, "কি জানি মহাশয়, যোদো কেন অমন করে; জিজ্ঞাসা ক'র্লে বলে না—থাবারের টীনটা খুলেই ঐরূপ ক'চ্ছে—বেটাকে যেন দানায় পেয়েছে। জিজ্ঞাসা কর্লে ভাল ক'রে কিছুই বলে না, কেবল হা হুতাস ক'র্চ্ছে। দেখ তো প্রিয় বাবু, বেটা কি ওর ভেতর গোখ্‌রো সাপের বাচ্ছা দেখেছে, না নেশার ঝোঁকে

এরূপ ক'র্চ্ছে"। আমি বলিলাম, "যথার্থ যাদব বাবু, ব্যাপার কি? ওরূপ বিকট চীৎকার ক'র্চ্ছেন কেন? আর ওরূপ লম্ফ ঝম্ফরই বা অর্থ কি?" উত্তরে যাদব বাবু অতি ঘৃণাসূচক স্বরে আমায় বলিলেন, "আরে যান্ মশাই, আর আপনার ভদ্রতায় কাজ নাই,—যথেষ্ট হ'য়েছে! বাবা ঢের ঢের রাক্ষস দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এরূপ অভদ্র রাক্ষস আর কোথাও দেখি নাই। আপনাকে বড় ভদ্র ও মহাশয় ব্যক্তি ব'লে জান্‌তেম্—কিন্তু এখন আর সম্মুখে ব'ল্‌তে কি—আপনার আচার ব্যবহারে আপনার উপর দারুণ অভক্তি হ'য়েছে"।

যাদব বাবুর ক্রোধের কারণ বুঝিতে আমার আর বাকি ছিল না; সমস্ত বুঝিয়া বলিলাম, "আরে মহাশয়! আপনি চটেন কেন—ব্যাপারটা কি খুলেই তো বলুন?" এবারে অভয় বাবু আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আরে যদো! মাতলামি কর্‌বার আর যেয়গা পাস্‌নি? কি—ব'ক্‌ছিস্ কি—হ'য়েছে কি? তোর এত বড় স্পর্দ্ধা—তুই প্রিয় বাবুকে এত বড় কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'রিস?" উত্তরে যাদব বাবু বলিলেন, "দাদা—যাও যাও—তোমায় আর শাউগুড়ী ক'র্ত্তে হবে না। আমি কি ওঁকে ব'ল্‌ছি না—ওঁর আক্কেলকে ব'ল্‌ছি। দেখ দেখি দাদা! দুখানা বৈ পরঠা নাই; অত ডিম ভাজা, অত মাংস ভাজা—তার একখানাও নাই—কাল আফিস থেকে এসে আহার ক'রেছি—তারপর থেকে আর জলস্পর্শ ক'রিনি। আর এই দ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত পেটে এক পয়সার চানা ভাজাও গেলনা—বল দেখি এখন কি খাই—যথার্থই দাদা রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে, আর ক্ষুধায় কান্না পাচ্ছে! গিন্নি বেচারি কাল সন্ধ্যা থেকে কত কষ্ট ক'রে প্রস্তুত ক'ল্লে—তাই দু এক খানা রাখুন, তাও না! নিজের ২।৩ দিস্তে সাবাড় ক'রে আবার আমাদেরও সমস্ত উদরসাৎ—বলিহারি পেট বাবা! যা হোক্ প্রিয় বাবু, নমস্কার আপনার পেটকে!!"

কিছুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া বলিলাম, "আমি কি ক'রবো যাদব বাবু—আমি তো পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম, "খালিপেটে মাল টানতে পার্ব্বো না। আপনারও তত দোষ নাই, অভয় বাবুই যত গোল ক'ল্লেন। যাহা হউক, এখন আমার যৎকিঞ্চিৎ পেট ভ'রেছে—এখন আপনাদের যদি কিছু টানাইবার ইচ্ছা থাকে তো আসুন, আমি প্রস্তুত আছি।"

উত্তরে, কুপিত হইয়া যাদব বাবু বলিলেন, "যান্ মশাই, আমরা অমন বাঙ্গাল নই—দাদার মত ডাহা জেলার লোককে ও সকল কথা ব'লে ভুলান—আমার বাড়ী ভবানীপুর কাঁশারিপাড়া; আপনি যা মাল টানেন তা আমার বহুদিন পূর্ব্বেই জানা আছে। এই জঙ্গলে, এই রৌদ্রের সময় আমায় উপবাসী রাখবার জন্য দাদা আপনাকে চটাইয়া কেবল আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লেন। যাহা হউক ঘাট হ'য়েছে—আর আপনাকে মদ খেতে অনুরোধ কর্ব্বো না—এখন আমার উপায় কি বলুন? এখান হ'তে হৃষীকেশ এখনও অনেক দূর।"

এতক্ষণ পরে অভয় বাবুর চৈতন্য হইল; বলিলেন, "ও বাবা! এই জন্যই বুঝি খালিপেট খালিপেট ক'র্চ্ছিলেন। এতক্ষণ আমি এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পারি নাই—কলিকাতার বাবুরা যে এত রকম জুয়াচুরি জানে তা কি ক'রে জানবো বল! তা যা হোক, আর তোমায় মদ খেতে ব'লবো না। আমার জন্য ভাবি না—এখন যেদোর জন্য কি করি বল দেখি প্রিয় বাবু? ও টিনে কি কিছুই রাখনি?"

হাতীর উপর বসিয়া রাজা সাহেবের বৃদ্ধ মাহুত সমস্ত কাব্য দেখিয়া হাসিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "মাহুত! দেখ্‌ছো কি? তোমার ঝুলিতে কিছু থাকে তো দাও—নহিলে যাদু বাবুর অভিসম্পাতে আজ নিশ্চয় সর্ব্বস্বান্ত হবো জানবে। মাহুতের গাঁটরির মধ্য হইতে খানিকটা ছাতু ও গুড় বাহির হইল—একখানা থালা ও একটা লোটাও পাওয়া গেল। এই জঙ্গলে দারুণ ক্ষুধার সময় তাহাই পাইয়া যাদু বাবু

মহা সন্তুষ্ট হইয়া পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে বসিলেন। মনের পূর্ব্বকার সে ভাব বিদূরিত হইয়া সানন্দে আহার করিতে লাগিলেন—আমি নদী হইতে জল আনিয়া দিলে বলিলেন, "প্রোফেসর মহাশয়! অত্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হ'য়ে আপনাকে নানারূপ অযথা ব'লেছি; আশা করি কিছু মনে ক'র্‌বেন না—নিজগুণে ক্ষমা ক'র্‌বেন।"

আমি বলিলাম, "আরে—আপনি কি পাগল হ'য়েছেন? ঐ কথায় আমি আবার রাগ ক'র্‌বো—এতে আপনারই বা অপরাধ কি—আপনি তো অনেক সহ্য ক'রেছেন; এইরূপ সময়ে আমার আহার্য্য দ্রব্য যদি কেহ উদরসাৎ ক'র্‌ত, বোধ হয় আমি নিশ্চয় এক মুষ্ট্যাঘাতে তাহার দফা রফা ক'রে দিতাম। যাহা হউক, ও বিষয়ের আর আলোচনায় প্রয়োজন নাই—বেলা অধিক হ'তেছে—উঠুন, হৃষীকেশ হ'য়ে পুনরায় অদ্যই লছমন্ ঝোলায় যেতে হবে; এখন দাদার জন্যই ভাবনা—আপনার তো একরূপ হ'লো, এখন দাদা খান্ কি?"

অভয় বাবু বলিলেন "আরে যাও মিয়া, তোম্‌রা আপ্‌নার আপ্‌নার চরকায় তেল দাও—আমার জন্য কাহাকেও কিছু ভাব্‌তে হবে না। আমার কোলে যতক্ষণ এই খোকা আছে, ততক্ষণ আমার শরীরে কোন রূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা আস্‌তে পার্‌বে না জানিও।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "তা যাক্, ভালই হ'লো; ওঁর ছাতু গুড়, আর আপনার খোকা মধ্যস্থ অমৃত রস—তা এ অভাগা আর ফাঁক যায় কেন? আপনাদের ঐ টিনের ভিতরের পরোঠা দুখানার সঙ্গে মাহুতের নিকট হ'তে একটু গুড় নিয়ে মিষ্টি মুখ ক'রে যাত্রা করা যাক্।"

এবারে যাদব বাবু যথার্থই ভূমি হইতে প্রায় ২।৩ হস্ত লম্ফ দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বাবা! আপনার খুরে দণ্ডপাত! আপনারা তীর্থ দর্শনে যান—আমি এই পর্য্যন্ত—আর আমি যাচ্ছি না বাবা। সর্ব্বস্ব নিঃশেষ ক'রে, মাত্র দুই খানা ছিল্‌কে উচ্ছিষ্ট প'ড়ে আছে—আবার

তার উপর টাঁক—বাবা, আমরা ক'ল্‌কাতার লোক—সাত জন্মে কখনও ছাতু গুড় খাই নাই, আপনার পাল্লায় প'ড়ে আজ তাও হ'ল। মনে কর্চ্ছি, অবশিষ্ট ঐ দুখানা পরোঠা খেয়ে শেষে তেতো মুখটা মেটো ক'রে নেবো—তাও আপনার প্রাণে সহ্য হ'লো না? আবার ওর উপরে টাঁক ক'র্চ্ছেন?"

আমি বলিলাম, "দেখুন যাদব বাবু! একটা কথা বলি শুনুন—আপনারা দুজন আছেন—দুজন কেন, আপনাদের মতন আরও পাঁচজন এলেও আমার সহিত বলে বোধ হয় কিছুতেই পার্ব্বেন না। তবে যদি আপনি স্বীকার পান যে, যে ব্যক্তি নেশা ভাং করে না, তাকে জোর জবরদস্তি ক'রে মদ খাওয়াবার জন্য কখন অনুরোধ বা জিদ্ ক'রবেন না, তবেই মানে মানে ছেড়ে দিই—নতুবা আপনার থালার অবশিষ্ট ছাতুগুড় আর ঐ পরোঠা দুখানা এখনি উদরসাৎ ক'রে ফেল্‌বো"।

অভয় বাবু শুনিয়া কেবল উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। যাদব বাবু বলিলেন, "এই কাণ ম'ল্‌চি, এই নাক ম'ল্‌চি, আর কাকেও যদি মদ খেতে অনুরোধ করি। কেন বাবা, ঘরের কড়ি দিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ? পয়সা রাখবার কি জায়গা নাই? যা হোক, এখন আপনার প্রতি করযোড়ে অনুরোধ, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক হাতীর উপর চ'ড়ে বসুন—আমি এখনি আসছি—কেবল এই ভিক্ষা, কৃপা ক'রে এদিকে আর নজর দিবেন না।"

হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় দুইটার সময় হৃষীকেশ পৌঁছিয়া জাহ্নবী-তীরে রামচন্দ্রজীর মন্দিরের ঠিক পার্শ্বে একটী সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম।

পাঠক! আজ এই পর্য্যন্ত—হৃষীকেশ ও তৎপরে লছমন্-ঝোলায় গিয়া কি কি দেখিলাম এবং দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপকূল, মহীশূর রাজ্য, ত্রিচিনাপোলি, গোলকুণ্ডা, ফরাসি রাজ্য পোণ্ডিচারি, মালাবার

কোষ্ট প্রভৃতি স্থান এবং সিংহলদ্বীপের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর কথা ও অন্যান্য নানাপ্রদেশের নানা জ্ঞাতব্য বিষয় শীঘ্র প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব; সুতরাং আজ এই পর্য্যন্ত—যদি বাঁচিয়া থাকি এবং আপনাদের উৎসাহ পাই, তবে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

কলিকাতা;
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া-প্রেসে"
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।